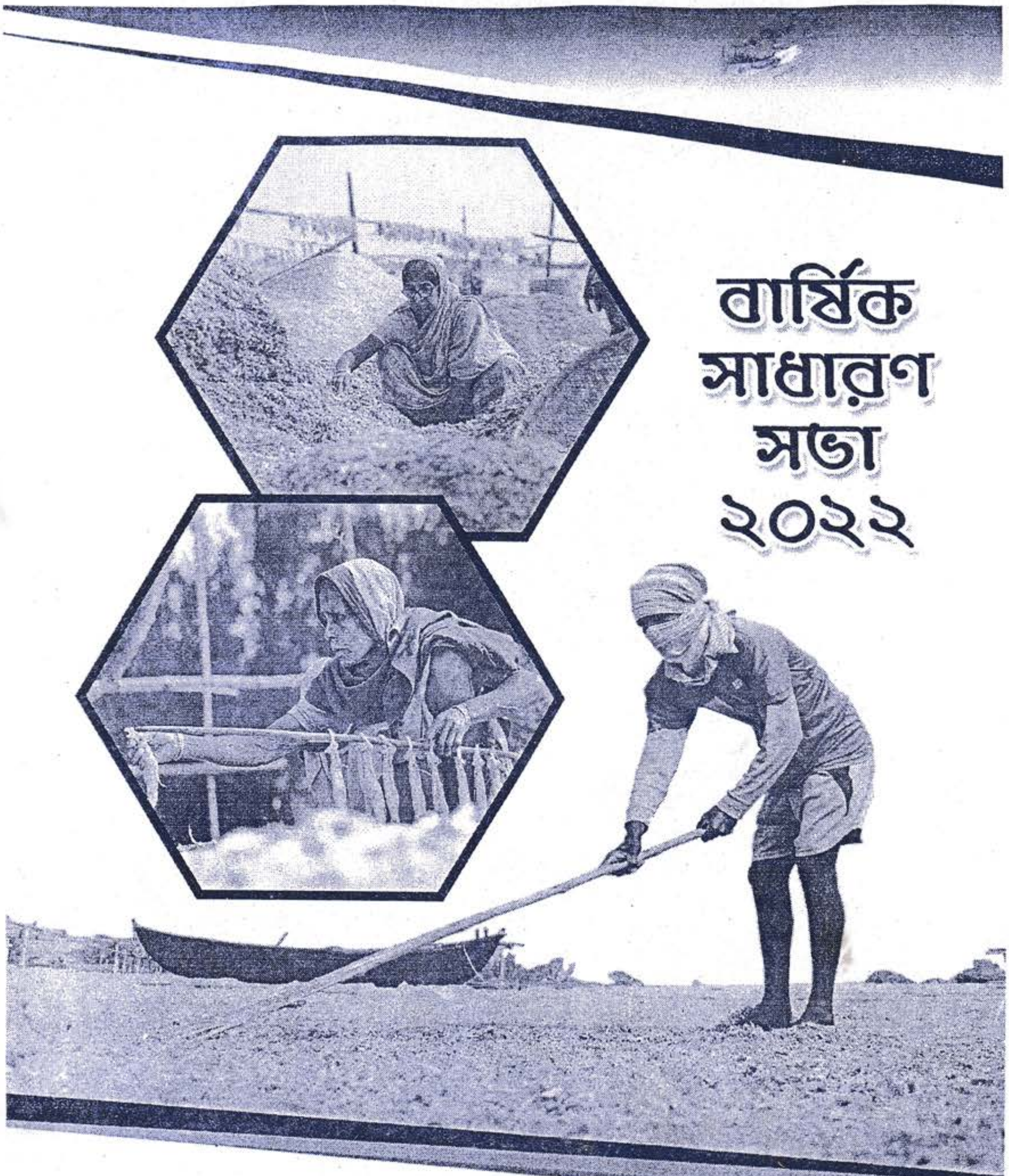

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২

পূর্ব মেদিনী পুর মৎস্যজীবী ফোরাম

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

(দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম – এর শাখা)

কভার ফটো -
অর্নব জানা

ডিজাইন -
উত্তম প্রামানিক এবং বিবেক জানা

তত্ত্বাবধানে -
ঋত্বিক চৌধুরী

মুদ্রণে -
মা সারদাময়ী প্রিন্টার্স

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

অনুষ্ঠানসূচী	১
শুভেচ্ছা বার্তা	২ ৪
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০২২	৫ ২৪
হিসাব	২৫
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০২১	২৬ ৩৫
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০২০	৩৬ ৪৪
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০১৮–২০১৯	৪৫ ৫১
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০১৭–২০১৮	৫২ ৫৫
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০১৬–২০১৭	৫৬ ৬০
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০১৫–২০১৬	৬১ ৬৫
বার্ষিক প্রতিবেদন – ২০১৪–২০১৫	৬৬ ৬৮
পদাধিকার	৬৯ ৭০
মহাশ্বেতা দেবীর কলমে	৭১ ৭২
প্রচার পত্রে	৭৩ ৭৮
সংবাদ শিরোনামে	৭৯ ৮১

অনুষ্ঠান সূচী

সকাল ৯.৩০ মিনিট – পতাকা উত্তোলন।

সকাল ১০.০০ টায় – বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

সকাল ১১.০০ টায় – সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ।

দুপুর ১২.০০ টায় – হিসাব পেশ।

দুপুর ১২.৩০ মিনিট – প্রতিবেদনের উপর আলোচনা।

দুপুর ১.৩০ মিনিট – ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা।

দুপুর ২.০০ টায় – দুপুরের আহার।

বিকাল ৩.০০ টায় – ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা।

বিকাল ৩.৩০ মিনিট – কমিটি গঠন।

বিকাল ৪.০০ টায় – ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

শুভেচ্ছা বার্তা

১৮ই অক্টোবর, ২০২২

সম্পাদক, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম; এবং
সম্পাদক, কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

প্রিয় সাথী,

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পঞ্চম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নবম বার্ষিক সভা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কাঁথি মহকুমা তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের নেতৃত্বে সাংগঠনিক উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে। তারপর থেকে বহু সাফল্য-ব্যর্থতা এবং উত্থান-পতনের পথ বেয়ে আজ এই জেলায় ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের সংগঠন নতুন উদ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্ব ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, মাথানি সালধানা এই জেলার সংগঠন ও আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছেন। জেলার সংগঠন সমৃদ্ধ হয়েছে নির্মলেন্দু দাস, শুকদেব রঞ্জিত, ভাকু চরণ ধাড়া, অমূল্য বর, শক্তিপদ শাসমলের মতো সৎ ও দক্ষ নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে। বিদেশী মাছ ধরা জাহাজের বিরুদ্ধে ১৯৯৬ সালের দিল্লী মার্চ; ১৯৯৭-এ কাঁথির গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কেরোসিন ডিজেলের সাবসিডি, মুরারি কমিটির সুপারিশ ও সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি রূপায়ণের মতো ২১ দফা দাবিতে অনশন ধর্মঘট; ২০০০ সালে সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প এবং মৎস্য ভেন্ডরদের সাইকেলের জন্য লড়াই; ২০০৫-এ হরেকৃষ্ণ দেবনাথের নেতৃত্বে 'জল বাঁচাও, তট বাঁচাও, উপকূলের লোক বাঁচাও' স্লোগান দিয়ে খেজুরি থেকে দীঘা পদযাত্রা; ২০০৬-এ হরিপুর পরমাণু প্রকল্প বিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলন; ২০০৮-এ সারা ভারতের উপকূল জুড়ে 'মৎস্যজীবী জাতীয় অধিকার যাত্রা'য় অংশগ্রহণ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্যজীবী সংগঠনকে অনন্যসাধারণ ঐতিহ্যে ভূষিত করেছে। আজ জেলার খটি মৎস্যজীবীদের সাথে সাথে উপকূল ও নদী মোহনার মৎস্যজীবীরা এবং ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীরাও সংগঠনে সামিল হয়েছেন।

সংগঠন ও লড়াইয়ের এই ইতিহাস শুধু পূর্ব-মেদিনীপুর জেলা বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা ভারতের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য এক কষ্টার্জিত বহুমূল্য শিক্ষা। পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার সংগঠক, কর্মী ও সদস্যরা নিরলস পরিশ্রমে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই লড়াই জল বাঁচাবার, মাছ বাঁচাবার, পরিবেশ বাঁচাবার। এই লড়াই নিবিড় চিংড়ি চাষ, অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার, দূষন, জলাশয় ও জলাভূমি জবরদখলের বিরুদ্ধে। এই লড়াই খটির জমির ব্যবহারে, নদী-সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ আহরণে, বিল-পুকুরে মাছ চাষে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার কায়েম করার লড়াই। এই লড়াই বাছুনি-শুকুনি সহ সব মহিলা মৎস্যকর্মীদের সশক্তিকরণের লড়াই।

আমার সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের বার্ষিক জেলা সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আমি নিশ্চিত, এই বার্ষিক সম্মেলন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল মাইল-ফলক হয়ে থাকবে।

প্রদীপ চ্যাটার্জী

\- প্রদীপ চ্যাটার্জী,
জাতীয় আহ্বায়ক,
ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশ ওয়ার্কার্স

Headquarters: 20/4 Sil Lane, Kolkata-700015, West Bengal, India. Phone & Fax-91-33-23283989.
National Convener: Pradip Chatterjee (Mobile: 9874432773)
Delhi Office: B48/T1, Dilshad Garden,Delhi-110095. (Contact: Dipak Dholakia. Mobile 9818848753)
Website: http:// www. smallscalefishworkers.org E-mail: npssfw@smallscalefishworkers.org

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com
ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ।

তাং ১৬-১০-২০২২

মাননীয় শ্রী তমালতরু দাসমহাপাত্র,
সভাপতি,
পূর্ব মেদিনিপুর মৎস্যজীবী ফোরাম।
ইমেলঃ pmmf2018@rediffmail.com

শুভেচ্ছা বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবী আন্দোলনের ইতিহাসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, বিশেষত্ব, কাঁথি মহকুমা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প চালুর দাবীতে আন্দোলন, হরিপুর পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও পরবর্তী কালে ক্ষমতার ভীত কাঁপানো নন্দীগ্রাম আন্দোলনে পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ও পূর্ব মেদিনিপুর মৎস্যজীবী ফোরাম মৎস্যক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন নিরলস লড়াই আজও চালিয়ে যাচ্ছে। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন তার ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম তার ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২২-১০-২০২২ তারিখে আয়োজন করাসহ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এই দুই সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী, সংগঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ mdas1640@gmail.com

কারবারের নিরাপত্তা ★ পেশার মর্যাদা ★ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

MIDNAPORE DISTRICT COASTAL FISH VENDORS' UNION

Trade Union Regd. No.- 23219, (03.09.1999)

Affiliated National Fish Workers Forum (NFF)

মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন

দাদনপাত্রবাড় ঃ রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর — ৭২১৪৫৫

ইউনিয়ন কার্যালয় ঃ মাউন্টেন ক্লাবের বিপরীতে, কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যাণ্ড (মো ঃ ৯৮০০৭৭৭৪৫৮)

প্রতি
শ্রী তমালতরু দাস মহাপাত্র
সভাপতি
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, 'কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন' তার ৯ম বার্ষিক সম্মেলন এবং 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' তার ৫ম বার্ষিক সম্মেলন যৌথভাবে করার প্রয়াস নিয়েছে। এই দুই সংগঠন জেলার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার শরিক। সংগঠনের কাজের নিষ্ঠায় এবং নিরন্তর সংগ্রামে শুধু মৎস্যজীবী নন, সাধারণেরাও আস্থা রাখেন।

দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই দুই সংগঠনের অবদান বহুজন স্বীকৃত। আগামী ২২ অক্টোবর'২২ এদের গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে সংগঠনদ্বয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের 'স্মরণিকা' প্রকাশ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

আমরা, মৎস্য ভেন্ডর সংগঠনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

জয়তু ভব।

সুজয় জানা
২৭.১০.২২
সুজয় জানা
সভাপতি
মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২২

২২ অক্টোবর ২০২২, শনিবার,

স্থানঃ সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নবম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত প্রতিনিধিদের অভিন্দন জানিয়ে সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ শুরু করছি।

গত সেপ্টেম্বর মাসে, রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর' গড়ার দায়িত্ব আদানি শিল্প গোষ্ঠীকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই গভীর সমুদ্র বন্দর যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা বিপন্ন হবে এবং রামনগর ১ এবং রামনগর ২ ব্লকের ঐতিহ্যবাহী খটিগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দুই ব্লকের ১১ টি খটির প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী সরাসরি জীবিকা হারাবেন। ধ্বংস হবে উপকূলের পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্য। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আতঙ্কিত। ২০০৬ সালে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ দেবনাথ বলেছিলেন "মানবতা বর্জিত যেকোন উন্নয়ন প্রয়াস, গণ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস"। গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার প্রয়াস আজ ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জন্য নিষ্ঠুর পরিহাস।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা দরকার, আমরা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নই। বরং প্রকৃতির সম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের গণসংগঠন হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার মাধ্যমে মানুষের উন্নতির আমরা জোরদার সমর্থক। দুঃখের বিষয় 'উন্নয়ন'-এর নামে যা যা হয়, তার থেকে অনেক ক্ষেত্রে কিছু মানুষের অর্থাগম হলেও, আখেরে বা লম্বাদৌড়ে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়। তট-জুড়ে একটার পর একটা তথাকথিত 'ডেভলাপমেন্ট'-এর কুফল আমরা দেখছি। শুধু আমরা দেখছি নয়, সরকারি রিপোর্টেও তা ধরা পড়ছে। তটাঞ্চলের সুরক্ষা নিয়ে যে

বিশেষজ্ঞ কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করেছিল, গত বছর জুন মাসে তার প্রতিবেদন জমা পড়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মান্দারমণিতে তটের বালিয়াড়ি ধ্বংস ও তার উদ্ভিদসম্পদ ধ্বংস করার ফলে সমুদ্র কীভাবে আরও ঢুকে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই রিপোর্ট স্পষ্টভাবে সি.আর.জেড আইনের লঙ্ঘনের ফল ও বিচের কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন করার দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাও আলোচনা করেছে। আজকে তাজপুরের যে রাস্তা মেরিন ড্রাইভ নামে পরিচিত হয়েছে, তার বিপন্নতা দেখলে গোটা পূর্ব মেদিনীপুর উপকূল নিয়েই ঘোর আশঙ্কা তৈরি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, যেভাবে সমুদ্র উঁচু হচ্ছে ও ঝড়ঝঞ্ঝা বাড়ছে, তাতে প্রকৃতি-পরিবেশের সুরক্ষার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা না করলে, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য উপকূলবাসী সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীন জলাশয় ও মৎস্য সম্পদের উপর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার এবং জলবায়ু সংকটে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ন্যায়সঙ্গত সুরক্ষা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি দাবি হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা করছে। কিন্তু মৎস্যজীবী সহ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকাগত অধিকারগুলিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের মতো কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। আবাসন, মাছ ধরা, নৌকা ও মাছ চাষের বিমার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কোনো আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না। এর উপর দূর্নীতি ও স্বজনপোষণ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সহ ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে।

মৎস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমুদ্রে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। শুধু তাৎক্ষণিক লাভ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ রেখে এবং আঞ্চলিক ভূগোল ও জলনিকাশি পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে কোনো কোনো অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে উঁচু পাড়ে-ঘেরা দিগন্তবিস্তৃত মাছের খোপ বা ভেড়ি। সেখানে হচ্ছে শুধু পোনা জাতীয় মাছের চাষ। হারিয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক মৎস্যবৈচিত্র্য। হারিয়ে যাচ্ছে ধানজমি ও ধানজমিতে মাছ চাষ। বিঘ্নিত হচ্ছে আঞ্চলিক খাদ্যনিরাপত্তা। বাড়ছে আঞ্চলিক প্লাবনপ্রবণতা ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা। জলদূষণ, জলের দখলদারি ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন

মৎস্যক্ষেত্রের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মাছ ধরা, মাছ চাষ, মাছ বিক্রি সহ মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিটি উপক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভরতুকি দিয়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করার কোন সরকারি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কাজ করে আসছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ১৪ টি ব্লকে (কাঁথি ১, দেশপ্রাণ, খেজুরি ২, রামনগর ২, রামনগর ১, সুতাহাটা, কোলাঘাট মহিষাদল, ময়না, ভগবানপুর ১, পটাশপুর ১, নন্দীগ্রাম ২, নন্দীগ্রাম ১ এবং নন্দকুমার) সংগঠন কাজ করছে। সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা ২,৮৩১ জন।

প্রতিবেদনে প্রত্যেক ব্লক থেকে উঠে আসা সমস্যা ও দাবিসমূহ নিয়ে সংগঠন কীভাবে কাজ করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সংগঠনের কাজের সাফল্য ও ব্যার্থতার মূল্যায়ন আপনারা সবাই মিলে করবেন।

ময়না ব্লকঃ

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য শ্রী প্রশান্ত বর্মনের সক্রিয় উদ্যোগে ২০২২ –এর গোড়ার দিকে ময়না ব্লকের পথ চলা শুরু হয়। মৎস্য উৎপাদনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ময়না ব্লক অন্যতম। ময়না ব্লকের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সংগঠনের সাথে সংযুক্তিকরণ সংগঠনকে এক অন্যমাত্রা প্রদান করেছে। এই ব্লকে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২২০ জন। এরমধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা হল ৭৭ জন।

০৩ জুন ২০২২ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামী ১ বছরের জন্য পরিচালন কমিটি গঠন করা হয় এবং কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক মানসী দাস, এবং ব্লক অবজারভার রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

২৭/০৭/২০২২ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ময়না ব্লক এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুর-এর নিকট ময়না ব্লকের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন দেওয়া হয়।

সংগঠনের আবেদনে ২৮/০৯/২০২২ তারিখে ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক এলাকার মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনায় বসেন। ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের পুকুরগুলো পরিদর্শণ করেন। আলোচনায় মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, ফিশ প্রোডাকশান গ্রুপ (এফ,পি,জি) গঠন সহ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ বিষয়ে কথা হয়।

জেলার ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের উপর দুটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম বানান হয়েছে। ডকুমেন্টরী ফিল্ম বানিয়েছে আই সি এস এফ। চেন্নাইয়ের একটি সংস্থা। ব্লকের মহিলা মৎস্যকর্মীদের মাছ চাষের সমস্যাগুলো ফিল্মের মাধ্যমে উঠে আসে।

পরিবেশবাদী সংগঠন 'দিশা' ময়না ব্লকের শ্রীধরপুর এবং রায়াচক গ্রামের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যচাষীদের উপর সমীক্ষা করেছে। আগামী দিনে ময়না ব্লকের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্য চাষীদের উপর সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

সাফল্যঃ ১) সংগঠনের আবেদনে ব্লক মৎস্য সম্প্রসারন আধিকারিক সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলোচনায় বসেন। এলাকা পরিদর্শন করেন। সমস্যাগুলি শোনেন। মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড ও ফিশ প্রোডাকশান গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক অবজারভারের আরো সক্রিয়তার প্রয়োজন রয়েছে। নতুন ব্লক কমিটি সঠিক দিক নির্দেশের অভাবে কাজের পরিকল্পনা করতে পারছে না।

ভগবানপুর ১ ব্লকঃ

২০২২ –এর মাঝামাঝি সময়ে ভগবানপুর ১ ব্লকে সংগঠন কাজ শুরু করে। সংগঠনের সাথে ব্লকের অন্তর্ভূক্তি প্রশান্ত বর্মনের মাধ্যমে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১১৩। মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩৩।

পটাশপুর ১ ব্লকঃ

পটাশপুর ১ ব্লকের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৪০১। এরমধ্যে ২০২২-এ সদস্য হয়েছেন ১৬৩ জন। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা হল ১৬৩।

১৬/১২/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১ বছরের জন্য ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য প্রশান্ত বর্মন, ব্লক অবজারভার দেবব্রত খুঁটিয়া, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল এবং ঋত্বিক চৌধুরী।

পটাশপুর ১ ব্লকের অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের সরকারি পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য মৎস্যজীবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ০৭/০২/২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুরের নিকট আবেদন জানানো হয়। এই স্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ব্লক কমিটির সভাপতি শ্রী সুভাষ চন্দ্র বাগ।

০৩/০৩/২০২২ তারিখে পটাশপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত কেলেঘাই নদীতে মৎস্য আহরণকারি নৌকাগুলির নিবন্ধীকরণ বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে ৬৩ টি নৌকার নিবন্ধীকরণের আবেদন জানানো হয়েছে।

১৩/০৬/২০২২ তারিখে কেলেঘাই নদী সংস্কার,ইঁটভাটাগুলির অপসারণ, নদী নির্ভর ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত এবং প্লাবনের হাত থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করা আবেদন জানানো হয় জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুরের নিকট এবং প্রতিলিপি প্রদান করা হয়- এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব মেদিনীপুর ডিভিশন, তমলুক, সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পটাশপুর ১ ব্লক।

সাফল্যঃ ১) কেলেঘাই নদীর দক্ষিণ তীরে মক্ষাদপুরে অন্নপূর্না ইঁটভাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে বাকি ইঁটভাটাগুলি সরিয়ে ফেলার কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

২) সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯/১১/২০২১ তারিখে ডিস্ট্রিকট লেভেল ডেভেলাপমেন্ট মনিটরিং কমিটির সভায় সেচ ও জলপথ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নদীর এলাকায় অবৈধ ভেড়ি ও ইঁটভাটার সমীক্ষা চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এও সিদ্ধান্ত হয় যে WBSEDCL কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে এই সব অবৈধ ভেড়ি প্রভৃতির জমির দলিল পরীক্ষা করে, বৈধ অধিকারের অনুপস্থিতিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন করা হবে।

ব্যর্থতাঃ ১) ২০২২ -এ একজন সদস্যও এখনো পর্যন্ত সংগঠনের সদস্যপদ রেনুয়াল করেননি। ২) ব্লক কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা গেছে। ৩) জেলা কমিটর নির্দেশ বলবৎ করা যাচ্ছে না। ৪) জীবিকা সহায়তা বাবদ মাছের চারা এবং হাঁড়ি ব্লক কমিটি নিতে অস্বীকার করেছে।

রামনগর ১ ব্লকঃ

২০২০ সালে নিউ দীঘা এলাকার সারিন জালের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীরা সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে রামনগর ১ ব্লকে সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়। রামনগর ১ ব্লকের মোট সদস্য সংখ্যা ১৮১। ২০২২- এ সদস্যপদ গ্রহণ করেছে মাত্র ১ জন। মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা ২১ জন।

২৫/১১/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামি ১ বছরের জন্য ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ভূএ্যা, ব্লক অবজারভার দেবব্রত খুঁটিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

১৪/১২/২০২১ তারিখে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে PVC আধার কার্ড পাওয়ার জন্য ১১৬ জন মৎস্যজীবীর ডকুমেন্টস দপ্তরে জমা করা হয়।

২৩/১২/২০২১ তারিখে নিউ দীঘার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অস্থায়ী পালাঘর মেরামতের জন্য এলাকার দুই শতাধিক মৎস্যজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন জানানো হয় জেলা বনাধিকারিকের নিকট।

১০/০৫/২০২২ তারিখে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'র মাধ্যমে নৌকা জাল প্রতিস্থাপনের জন্য ২ জন নৌকা মালিক আবেদন জানান ব্লক মৎস্য সম্প্রাসারণ আধিকারিকের নিকট।

সংগঠনের পক্ষ থেকে নিউ দীঘার মৎস্যজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মৎস্যজীবীদের ব্যবহৃত অস্থায়ী পালাঘরগুলি নির্মানের দাবিতে ৩১/১২/২০২১ তারিখে জেলা বনাধিকারিক, পূর্ব মেদিনীপুর, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রামনগর ১ ব্লকের নিকট দাবি জানানো হয়।

১৩/০৬/২০২২ তারিখে নিউ দীঘায় সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর সময় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার আবেদন জানানো হয় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, সেচ ও জলপথ দপ্তরের নিকট। প্রতিলিপি প্রদান করা হয় কার্যনিবাহী আধিকারিক, ডি এস ডি এ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, কাঁথি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট।

সাফল্যঃ ১) রামনগর ১ ব্লকের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবী দপ্তর থেকে PVC আধার কার্ড পেয়েছেন।

২) সংগঠনের দাবি মোতাবেক নিউ দীঘায় দুটি জায়গায় নৌকা ওঠানামা করার জন্য স্লোপিংয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর কাজ বন্ধ থাকার জন্য স্লোপিংয়ের কাজ সম্পূর্ন করা যায়নি।

ব্যর্থতাঃ ১) সদস্য রেনুয়ালের প্রবণতা ভীষণ কম।

২) ব্লক কমিটি নিয়মিত আলোচনায় বসে না।

৩) সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ নেই।

৪) এই ব্লকের সদস্যদের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার প্রবণতা বেশি।

নন্দীগ্রাম ১ ব্লকঃ

নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মোট সদস্য সংখ্যা ৪১৪ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৭২। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে ২০২২ সালে সদস্য হয়েছেন ২৭৪ জন মৎস্যজীবী। ১৫/০৭/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১ বছরের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

০৭/১২/২০২১ তারিখে মৎস্য দপ্তরের নির্দেশানুসারে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে PVC আধার কার্ড পাওয়ার জন্য ১১৮ জন মৎস্যজীবীর প্রয়োজনীয় নথি ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের নিকট জমা করা হয়।

কেন্দ্যামারী এবং কাঁটাখালি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের দাবিতে এলাকার মৎস্যজীবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান করা হয়। স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন ১৭/০১/২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট জমা করা হয়।

১৬/০২/২০২২ তারিখে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের কেন্দ্যামারী ঘাটের চাপ (জাহাজ) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ক্ষতিপূরণের আবেদন জানানো হয় জেলা শাসকের নিকট। প্রতিলিপি প্রদান করা হয়- হলদিয়া পোর্ট ট্রাস্ট, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং মহকুমা শাসক, হলদিয়ার নিকট।

সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের পক্ষ থেকে কমান্ডার (WB),ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড, হলদিয়ার নিকট ঘটনার বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বলা হয়।

০৬/০৫/২০২২ তারিখে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'র মাধ্যমে নৌকা ও জাল প্রতিস্থাপনের জন্য ২০ জন নৌকা মালিক সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানান।

০৭/০৭/২০২২ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবীদের দূর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্পে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ২৯৩ জন মৎস্যজীবীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট জমা করা হয়েছে।

সংগঠনের আবেদনক্রমে ১৬/০৯/২০২২ তারিখে ব্লক মৎস্য সম্প্রসারন আধিকারিক, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের অন্তর্গত ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলি পরিদর্শনে যান। ব্লকের সমস্ত ল্যান্ডিং সেন্টারগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক অবজারভার গৌতম বেরা, ব্লক কমিটির সভাপতি গোকুল বাঁকুড়া।

সাফল্যঃ ১) ১১০ জন মৎস্যজীবী বিনামূল্যে পি ভি সি আধার কার্ড হাতে পেয়েছেন।
২) ২৯৩ জন মৎস্যজীবী প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দূর্ঘটনাজনিত বীমায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।
৩) মোট ৪টি ফিশ ল্যান্ডিং (সাউদখালি, কেন্দ্যামারী, কাঁটাখালি এবং গাঙরাচর) সেন্টার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রস্তাব সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট পাঠানো হয়েছে।

ব্যর্থতাঃ ১) নির্দিষ্ট সময়ে ব্লক সম্মেলন করতে না পারা।

কোলাঘাট ব্লকঃ

মোট সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৫৯ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৭ জন। ২০২২- এ সদস্যপদ গ্রহন করেছেন ১৪ জন।

২৩/১২/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। ব্লক সম্মেলনে দাবি তোলা হয় নৌকা রেজিস্ট্রেশনের। এলাকায় প্রায় ৫০-৬০ টি নৌকা রূপনারায়ণ নদীতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ এদের কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যেসকল নৌকা মালিক নৌকা রেজিস্ট্রেশন করতে ইচ্ছুক তারা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র নিয়ে সংগঠনের কার্যালয়ে এলে সংগঠন সর্বতোভাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাহায্য করবে। প্রয়োজন হলে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের জন্য সংগঠন সুপারিশ করবে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

০৫/০৫/২০২২ তারিখে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'য় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য ৫ জন মৎস্যচাষী আবেদন জানান ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট।

১৭/০২/২০২২ তারিখে কোলাঘাট ব্লকের মৎস্যচাষীদের জীবিকার পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কোলাঘাট ব্লক এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুরের নিকট প্রদান করা হয়।

ব্লক কমিটির দাবি ছিল কোলা ২ এলাকায় ফিশ প্রোডাকশন গ্রুপ গঠনের এবং মৎস্যজীবীদের জন্য দপ্তরের বিভিন্ন রকম সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের।

সাফল্যঃ ১) কোলাঘাট ব্লক কমিটির দাবির ভিত্তিতে মৎস্য দপ্তর থেকে ' মা গঙ্গা কোলা ২ ফিশ প্রোডাকশান গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। এই গ্রুপের দলনায়ক ব্লক কমিটির সম্পাদক ফটিক মান্না নির্বাচিত হয়েছেন।

২) সেপ্টেম্বর মাসে ব্লক থেকে ফিশ প্রোডাকশান গ্রুপকে ৫ ইউনিট (১ ইউনিট= ১২০০ মাছের চারা) শিঙি মাছের চারা প্রদান করা হয়েছে।
৩) জুন মাসে সংগঠনের ১৫ জন সদস্য ব্লক থেকে মাছের চারা পেয়েছেন।
৪) সংগঠনের তৎপরতায় ২ টি নৌকা রেজিস্ট্রেশন পায়।
৫) কোলাঘাট ব্লকে ২ জন নৌকা মালিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কোলাঘাট শাখা থেকে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ পেয়েছেন। সুশান্ত মন্ডল নামে জনৈক নৌকা মালিক ঋণ পরিশোধ করে দ্বিতীয়বার ৮০হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করেছেন। নবকুমার মান্না পেয়েছেন ৮৮ হাজার টাকার ঋণ।

নন্দকুমার ব্লকঃ

নন্দকুমার ব্লকের মোট সদস্য সংখ্যা ৯৯ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩৬ জন। ২০২২-এ সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ৮৯ জন মৎস্যজীবী।

নন্দকুমার ব্লকের অন্তর্গত শীতলপুর গ্রামের মৎস্যচাষীরা সরকারি পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য গণ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবি ৩১/০৮/২০২১ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট জানায়। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও দফতর থেকে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ১২/১১/২০২১ তারিখে নন্দকুমার ব্লকের মৎস্য চাষীদের সরকারি পরিচয় পত্র প্রদানের আবেদন জানানো হয় রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রীর নিকট। প্রতিলিপি প্রদান করা হয় মৎস্য অধিকর্তা (হেড কোয়ার্টার), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, নন্দকুমার ব্লক।

ব্লক নেতৃত্বগণ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারন আধিকারিকের সহিত সাক্ষ্যাৎ করেন। এবং সরকারি প্রকল্পে শীতলপুর গ্রামের মৎস্য চাষীদের অংশগ্রহণ, সরকারি পরিচয় পত্র এবং ফিশ প্রোডাকশান গ্রুপ গঠনের জন্য দাবি জানান হয়।

সাফল্যঃ ১) সংগঠনের সদস্যদের সাথে প্রশাসনিক আধিকারিকের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠেছে।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক সম্মেলন করতে না পারা।
২) ব্লক অবজারভারের মধ্যে পরিকল্পনার অভাব।

খেজুরী ২ ব্লকঃ

সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৩৩৬ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ১২৩ জন। ২০২২ -এ সদস্যপদ গ্রহন করেছেন ১৯৩ জন। খেজুরী ২ ব্লকে ১৯ টি খটি রয়েছে। যার মধ্যে ৭টি গুরুত্বপূর্ন খটি সংগঠনের সাথে সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে যুক্ত। খটিগুলি হল- ১) অরকবাড়ি মৎস্য খটি ২) কাউখালি মৎস্য খটি ৩) ওয়াসিলচক মৎস্য খটি ৪) থানাবেড়্যা মৎস্য খটি ৫) নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি ৬) পূর্ব পাঁচুড়িয়া রায় মৎস্য খটি এবং ৭) পশ্চিম পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি।

১৮/০৭/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয় ২৩/০৩/২০২২ তারিখে। শুরুর দিকে ব্লক কমিটির কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ধীরে ধীরে ব্লক কমিটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে।

গত ০৭/০৭/২০২২ এবং ০৮/০৭/২০২২ তারিখে খেজুরী ২ ব্লকের মোট ৩২৫ জন মৎস্যজীবী প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত 'মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বীমা স্কীমে' আওতাভূক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথি সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে জমা করা হয়েছে।

সাফল্যঃ ১) ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ৩২৫ জন মৎস্যজীবী প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত 'মৎস্যজীবী দূর্ঘটনা জনিত বীমা স্কীমে' অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) দীর্ঘদিন ধরে সদস্য রেনুয়াল না করার জন্য ৮৬ জন সদস্য তাঁদের সদস্য পদ খুইয়েছেন।
২) সঠিক সময়ে ব্লক সম্মেলন করতে না পারা।
৩) ব্লক কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।
৪) জেলা কমিটি ও ব্লক কমিটির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব।
৫) সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে অমান্য করা।

নন্দীগ্রাম ২ ব্লকঃ

মোট সদস্য সংখ্যা ১২০ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ২০ জন। ২০২২ -এ সদস্য হয়েছেন ৫ ০ জন মৎস্যজীবী।

৩০/১১/২০২১ তারিখে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের দফতর কর্তৃক বিনামূল্যে পি ভি সি আধার কার্ড দেওয়ার জন্য ৫২ জন মৎস্যজীবী সদস্য ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট প্রয়োজনীয় নথি পেশ করেন।

ব্লক সম্মেলনে বাধা। দু-দুবার ব্লক সম্মেলনের আয়োজন করে পিছিয়ে আসতে হয় শাসক দলের হুমকির কারনে। সেই বাধাকে অতিক্রম করে সংগঠনের সদস্যরা সংঘবদ্ধভাবে, দলমতের উর্দ্ধে উঠে ১২/০৬/২০২২ তারিখে সংগঠনের কার্যালয়ে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া, ব্লক অবজারভার গৌতম বেরা এবং কর্ণাবতী দাস মহাপাত্র।

০৭/০৭/২০২২ তারিখে ৫৯ জন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

সাফল্যঃ ১) ৫২ জন মৎস্যজীবী সদস্য পি ভি সি আধার কার্ড বাই-পোস্ট পেয়ে গেছেন।
২) ৫ ৯ জন মৎস্যজীবী ২০২২-২৩ বর্ষে দুর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্পে নথিভূক্ত হয়েছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক কমিটি নিয়মিত আলোচনায় বসে না।
২) পরিকল্পনার অভাব।

কাঁথি ১ ব্লকঃ

মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮ জন। মহিলা সদস্য ১৯ জন। ২০২২-এ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ৩৫ জন। এই ব্লকের মধ্যে একটি মাত্র খটি সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছে। খটির নাম- বগুড়ান জালপাই ২ নং মৎস্য খটি।

২৩/০২/২০২২ তারিখে অনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পর্যটক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ক্ষতিপূরণ এবং সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহ সুনিশ্চিতকরণ ও হয়রানি বন্ধের আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট। প্রতিলিপি প্রদান করা হয়- উপ মৎস্য অধিকর্তা, মেরিন (হেড কোয়ার্টার), মহকুমা শাসক, কাঁথি।

পদক্ষেপঃ ১) ২৮/০২/২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এস. পি-কে চিঠি দেওয়া হয়।

০১/০৩/২০২২ তারিখে জুনপুট কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে সন্ধ্যা ৭ টায় নৌকা পরিদর্শনে আসে। নৌকা মালিক এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন- কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরী কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা।

২) ০৫/০৫/২০২২ তারিখে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'র অন্তর্গত নৌকা এবং জাল প্রতিস্থাপনের জন্য ৪জন নৌকা মালিক সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে আবেদন জানান।

৩) ০৭/০৭/২০২২ তারিখে ৫৬ জন সামুদ্রিক মৎস্যকর্মী প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত 'মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমা স্কীমে' নথিভূক্ত হওয়ার জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে আবেদন জানায়।

সাফল্যঃ ১) মাত্র ৫৬ মৎস্যজীবী সদস্য প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমার স্কীমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক সম্মেলন করতে না পারা।
২) পরিকল্পনার অভাব।
৩) ব্লক অবজারভার দায়িত্বশীল না থাকা।

সুতাহাটা ব্লক

সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ২১৫ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন। ২০২২ –এ সংগঠনের সদস্যতা লাভ করেছেন ৭৩ জন।

১৭/০৭/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্লক কমিটি রয়েছে।

১২/১১/২০২১ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে এড়িয়াখালির বঞ্চিত ২১ জন মৎস্যজীবীর পি ভি সি আধার কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

০৫/০৫/২০২২ তারিখে বঙ্গ মৎস্য যোজনার মাধ্যমে নৌকা প্রতিস্থাপনের জন্য ২৪ জন নৌকা মালিক আবেদন করেছেন।

০৭/০৭/২০২২ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমা প্রকল্পে ১৬৩ জন মৎস্যজীবী আবেদন করেছেন।

ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক দু-দফায় সুতাহাটা ব্লকের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করেন। মৎস্যজীবীদের নৌকা, মাছ ধরার এলাকা সহ মৎস্যজীবীদের সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করেন। সুতাহাটা ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ' এড়িয়াখালি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সাফল্যঃ ১) সুতাহাটা ব্লকে সাকুল্যে ১৪১ জন মৎস্যজীবী দপ্তর থেকে বিনামূল্যে পি ভি সি আধার কার্ড পেয়েছেন।

২) ১৬৩ জন মৎস্যজীবী প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত দুর্ঘটনা জনিত বিমা প্রকল্পের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন।

৩) ব্লক কমিটি এবং ব্লক প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন ঘটেছে।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক সম্মেলন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে না পারা।

২) ব্লক কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

রামনগর ২ ব্লকঃ

মোট সদস্য সংখ্যা ৯৩ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩২ জন। ২০২২ –এ সদস্য হয়েছে ৬৪জন।

খটির ব্যবহৃত জায়গার উপর দিয়ে মেরিণ ড্রাইভের রাস্তার পরিকল্পনার প্রতিবাদে দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০২/১২/২০২১ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে খটি পরিদর্শনে যাওয়া হয়। মেরিণ ড্রাইভের রাস্তা পরিদর্শন করা হয়। খটি কমিটির নেতৃত্ব সহ সাধারণ মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন সংগঠনের নেতৃত্বগন। নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া এবং পূর্ব মেদীনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

পদক্ষেপঃ ১) সংগঠনের নেতৃত্ব এবং খটি কমিটির মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়- ক) খটী কমিটিকে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে সংগঠনের কাছে। আবেদনে জানাতে হবে দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটী দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাথে আছে। খ) সংগঠনের পক্ষ থেকে আর টি আই করা হবে তথ্য জানার জন্য। গ) দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির আন্দোলনের শরিক হবে সংগঠন ঘ) খটির পক্ষ থেকে গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হবে। তারপর ডি এম এফ-এর পক্ষ থেকে সমর্থন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হবে প্রশাসনের কাছে।

২) সংগঠনের পক্ষ থেকে আর টি আই করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩) দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির পক্ষ থেকে গণ স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকেও চিঠি দেওয়া হয়।

৪) ০২/১১/২০২১ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে বঞ্চিত ৩৫ জন সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর বিনামূল্যে পি ভি সি আধার কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

০৮/০৭/২০২২ তারিখে ৩৭ জন মৎস্যজীবীর নামের তালিকা প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্পের জন্য পাঠানো হয়েছে।

০৬/০৭/২০২২ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১ বছরের জন্য ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্লক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য রবীন্দ্র নাথ ভূঞ্যা এবং ঋত্বিক চৌধুরী।

সাফল্যঃ ১) মেরিণ ড্রাইভের রাস্তার উদ্বোধন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী করলেও এখনো অবধি খটির ব্যবহৃত জায়গা দখল হয়নি।

২) ২০২২-২৩ বর্ষে ৩৭ জন মৎস্যজীবী প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দূর্ঘটনা জনিত বিমা প্রকল্পের আওতায় এসেছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) সংগঠন এবং খটি প্রতিনিধিদের সভায় সিদ্ধান্ত হলেও দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সাথে সংযুক্তি করনের বিষয়ে কোন আবেদন দেওয়া হয়নি।

দেশপ্রাণঃ

মোট সদস্য সংখ্যা ১২৩ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৪৪ জন। ২০২২-এ সদস্য হয়েছেন ৬৩ জন মৎস্যজীবী।

০৭/০৭/২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ বর্ষে ভোগপুর খটি থেকে বঞ্চিত ২৯ জন মৎস্যজীবীর নামের তালিকা প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমা প্রকল্পে নথিভূক্ত হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ব্লক সম্মেলনের জন্য দুবার তারিখ ও সময় নির্দ্ধারন করা স্বত্ত্বেও ব্লক সম্মেলন করা যায়নি।

সাফল্যঃ ২০২২-২৩ বর্ষে **২৯** জন মৎস্যজীবী সদস্য প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দূর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্পে নাম নথিভূক্ত করেছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) ব্লক সম্মেলন করতে না পারা।
২) ব্লক অবজারভারের মনিটরিংয়ের অভাব।

মহিষাদলঃ

মোট সদস্য সংখ্যা ৩৮০ জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ১২১ জন। ২০২২ -এ সদস্য হয়েছেন ৮৫ জন মৎস্যজীবী।

২১/১২/২০২১ তারিখে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাঁকা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে। সম্মেলনে আগামী ১ বছরের জন্য ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক মানসী দাস, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, কার্যকরি কমিটির সদস্য হারাধন দাস এবং রায়নগর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সভাপতি তাপস মাপারু।

২৪/০১/২০২২ তারিখে 'বাঁকা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র' দপ্তরের স্বীকৃতি পাওয়ার আবেদন জানায়। গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহিষাদল ব্লকের নিকট প্রদান করা হয়।

এই বিষয়ে ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়-

১) ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট বার বার তদারকি করা হয়।

২) ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক এলাকা পরিদর্শনে যান।

৩) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, মহিষাদল ব্লক বাঁকা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রকে মৎস্য দপ্তরের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য রেজুলেশনে অন্তর্ভূক্ত করেন।

০৫/০৫/২০২২ তারিখে বঙ্গ মৎস্য যোজনায় দুজন মৎস্যজীবী নৌকা প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন করেছেন।

মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডে প্রায় ২৪জন মৎস্যকর্মী (মৎস্য চাষী, নৌকা মালিক) দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে আবেদন করেছেন।

০৭/০৭/২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমার জন্য ১১৩ জন মৎস্যজীবী আবেদন জানিয়েছেন।

সাফল্যঃ ১) ব্লক কমিটি ও ব্লক প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন।

২) মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ১ জন নৌকা মালিক ৪০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, কাপাসএড়্যা শাখা থেকে।

৩) ২০২২-২৩ বর্ষে প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমা প্রকল্পে ১১৩ জন মৎস্যজীবী অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

ব্যর্থতাঃ ১) তদারকির অভাবে বাঁকা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংক্রান্ত রেজুলেশন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহিষাদল ব্লক থেকে এখনো অবধি সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে পাঠানো হয়নি। তারফলে বাঁকা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের দপ্তর কর্তৃক স্বীকৃতির পরবর্তী পদক্ষেপ করা যায়নি।

২) ব্লক অবজারভারের মনিটরিংয়ের অভাব।

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীঃ

ক) ০৩/১১/২০২১ তারিখে নন্দীগ্রাম ১ এবং সুতাহাটা ব্লকের মৎস্যজীবীদের হুগলী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে আসা যাওয়া করা বার্জ এবং ক্রেণ দ্বারা বিভিন্ন সময় মৎস্যজীবীদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সেই বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন জেনেরাল ম্যানেজার ক্যাপ্টেন অভিজিৎ ঘোষ। সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, সম্পাদক অমল ভূঞ্যা, সুতাহাটা ব্লকের পক্ষ থেকে তাপস মাপারু, অংশুমান মিদ্যা, হারাধন দাস, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহদেব মন্ডল, গোকুল বাঁকুড়া, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস।

সাফল্যঃ স্মারকলিপি প্রদানের পর মাছ ধরা এলাকায় ক্রেণকে সরিয়ে নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। ক্রেণ দ্বারা মৎস্যজীবীদের ক্ষতির খবর এখনো অবধি নেই।

খ) ২১/০৬/২০২২ তারিখে সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), পূর্ব মেদিনীপুর। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন)-এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক ময়না মন্ডল এবং কর্ণাবতী দাস মহাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন- পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীকান্ত দাস, সম্পাদক গৌতম বেরা।

দাবিগুলির মধ্যে ছিল - ১) পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্দ্ধারন করে খটি কমিটিকে ব্যবহারের স্বত্ত্ব প্রদান করতে হবে।

২) কেলেঘাই নদী সংস্কার, নদী নির্ভর ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত এবং প্লাবনের হাত থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা।

৩) নিউ দীঘায় সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর সময় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার আবেদন।

৪) অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদান।

৫) কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষিত করা।

৬) নিবিড় ও অতি নিবিড় চিংড়ি চাষ বন্ধ করে সুসংহত ও সুস্থায়ী পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে হবে।

৭) মহিলা মৎস্যকর্মীদের সশক্তিকরণে উদ্যোগ।

৮) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা, ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুরক্ষিত করা।

৯) কেলেঘাই, হুগলী এবং রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে অবৈধ ইঁটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) ৩১/০৭/২০২২ তারিখে দপ্তরের সচিব, উপ মৎস্য অধিকর্তা এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের উপস্থিতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংগঠন গুলির সাথে উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈঠক হয় দীঘা ফিশারম্যান এন্ড ফিশ ট্রেড্রার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দপ্তরের সচিবের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীকান্ত দাস এবং সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া। এবং ২৬/০৮/২০২২ তারিখে একই দাবি জানানো হয় মৎস্য মন্ত্রীর নিকট।

দাবিগুলির মধ্যে- ১) পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্দ্ধারন করে খটি কমিটিকে ব্যবহারের স্বত্ত্ব প্রদান।

২) অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র প্রদান।

৩ মোটরাইজড নন মেকানিক্যাল বোটের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুমতি প্রদান।

৪) ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন।

১৮/১০/২০২২ তারিখে অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাব-দাওয়া নিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুরের নিকট স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ৩ মাস ধরে ৩ বার স্মারকলিপি প্রদানের তারিখ ও সময় চেয়ে আবেদন জানানোর পর সময় পাওয়া যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমবার কেবল মাত্র অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি পত্র পেশ করা হয়।

দাবিগুলির মধ্যেঃ
১) পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র প্রদান।

২) কেলেঘাই নদী সংস্কার, নদী-নির্ভর ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত এবং প্লাবনের হাত থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা।

৩) অভ্যন্তরীণ মৎস্য-আহরণকারী নৌকাগুলির নিবন্ধীকরণ।

৪) প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (PMMSY) অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের জন্য দুর্ঘটনা-বিমা চালু করতে হবে।

৫) তথ্যের আদান-প্রদান এবং দফতর কর্তৃক মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা মৎস্যজীবীদের স্বার্থে সাধারণ মৎস্যজীবী ও সংগঠনের নজরে আনা।

৬) মহিলা মৎস্যকর্মীদের অধিকার।

৭) ভোগদখলের অধিকার এবং সুস্থায়ী ও সুসংহত উপায়ে মাছ ধরা বা মাছ চাষে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুরক্ষিত করা।

৮) সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, জীবিকা সহায়তা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন।

৯) শৌচায়ন, সৌন্দর্যায়ন, ও পরিবেশ-অনুকূল শক্তির ব্যবহার।

জাতীয় ক্ষেত্রে দাবিপত্র পেশ -

১০/১২/২০২১ তারিখে ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র বিল ২০২১ প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ১২৫২ জন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রুপালার নিকট প্রেরণ করা হয়।

২৩/০৬/২০২২ তারিখে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রাণালয়ের সচিবের আহ্বানে এন পি এস এস এফ ডব্লিউ সহ দেশের কয়েকটি মৎস্যজীবী সংগঠনের মধ্যে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে ৪টি দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল -
১) সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধের সময়সীমা বৃদ্ধি।
২) এন, সি, ডি, সি, স্কিমের টাকা নিয়ে বেনফিশের দ্বারা দুর্নীতি।
৩) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জন কল্যাণকামী স্কীম রাজ্যে চালু করার ক্ষেত্রে অনীহা।
৪) প্রকল্প রূপায়ণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব।

ভার্চুয়াল সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলি লিখিত আকারে ৩০/০৬/২০২২ তারিখে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রালয়ের সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয়।
এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল এবং উপদেষ্টা সদস্য সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী।

২২ শে জুলাই ২০২২ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে 'খসড়া কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার অথরিটি (সংশোধনী) অ্যাক্ট' ২০২২ -এর মতামত গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। সংশোধনী আইনের বিষয়ে মৎস্যজীবীদের জাতীয় সংগঠন ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশওয়ার্কাস

(NPSSFW)-এর পক্ষ থেকে মতামত প্রদান করা হয়। NPSSFW -এর মতামতকে সমর্থন জানিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে খসড়া কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার অথরিটি (সংশোধনী) অ্যাক্ট' ২০২২ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করা হয় কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রণালয়ের নিকট।

রাজ্য মৎস্য দপ্তরের নিকট গুরুত্বপূর্ন মতামত প্রদানঃ

সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক গত ০৫/০৮/২০২২ তারিখে (মেমো নং- ৩১২) সংগঠন গুলি থেকে মতামত জানতে চান 'সমুদ্রে উন্মুক্ত খাঁচায় পরীক্ষামুলকভাবে সামুদ্রিক প্রজাতির মাছ চাষ করার স্থান নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সমুদ্রে উন্মুক্ত খাঁচায় মাছ চাষ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এবং প্রতিবাদের কারন বিস্তারিতভাবে ১৮/০৮/২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কার্যালয়ে পেশ করা হয়। প্রতিলিপি প্রদান করা হয় মৎস্য অধিকর্তা, হেড কোয়ার্টার এবং উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চলের নিকট।

সরকারি প্রস্তাব ও পদক্ষেপঃ

সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক-এর কার্যালয় থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে ১১/০৪/২০২২ তারিখে খটিগুলি থেকে প্রাপ্ত বেহুন্দী জালের উপভোক্তা তালিকা চাওয়া হয়। ২১/০৪/২০২২ তারিখে সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত খটিগুলি থেকে ২২ জন মৎস্যজীবীর তালিকা দপ্তরে প্রদান করা হয়। কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে ৩ জন মৎস্যজীবীর তালিকা ২০/০৪/২০২২ তারিখে প্রদান করা হয়।

পদক্ষেপঃ দীর্ঘ কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন ধরনের সদর্থক পদক্ষেপ আমরা লক্ষ করিনি। কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে আর্থিকভাবে পশ্চাপদ শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের কথা মাথায় রেখে দপ্তরের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক-কে চিঠি দেওয়া হয়। সাথে সাথে প্রতিলিপি প্রদান করা হয় মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চলের নিকট।

সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি পাওয়ার পর সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ে'র সভাপতি শ্রীকান্ত দাসকে মৌখিকভাবে জানান অতি দ্রুত বেহুন্দীজাল প্রস্তাবিত উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মোটোরাইজড নন মেকানিক্যাল বোটের রেজিস্ট্রেশনের (০৯/০২/২০২১, ০১/১২/২০২১, ২৭/০৯/২০২১,১৭/০১/২০২২ এবং ০৩/০২/২০২২) দাবি লাগাতারভাবে জানানো হচ্ছে। নৌকা মালিকের নাম এবং তাদের ডিটেইলস দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের গড়িমসির ফলে নৌকা রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। এরফলে বিনা রেজিস্ট্রেশনে নৌকাগুলো মৎস্য আহরণ করছে এবং মৎস্যজীবীরা কোস্টগার্ড দ্বারা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। ২০/০৬/২০২২ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে পুনরায় ৩৫০ বোটের রেজিস্ট্রেসন বাকি রয়েছে বলে দাবিপত্র প্রদান করা হয়েছে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট।

যেসকল সামুদ্রিক মৎস্যজীবী বিনামূল্যে দপ্তর কর্তৃক পি ভি সি আধার কার্ড পাননি তারা যাতে পি ভি সি আধার কার্ড পান তার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৮/০৭/২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

খসড়া কোস্টাল জোন ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যান (সি জেড এম পি)ঃ

২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে সংবাদ মাধ্যমের কর্মী মারফৎ জানা যায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন ২০১৯ অনুসারে জেলা শাসক কার্যালয়ে সি জেড এম পি বিষয়ে জন-শুনানি করেছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৬/০৮/২০২২ তারিখে জন-শুনানির খবর জানতে না পারা এবং জনশুনানির পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় জেলা শাসক এবং পরিবেশ দপ্তরের সচিবের নিকট। পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১/০৮/২০২২ তারিখে জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী ৭ দিনের মধ্যে সংগঠনের বক্তব্য শুনতে হবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

পরিবেশ দপ্তরের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শাসকের পক্ষ থেকে ০১/০৯/২০২২ তারিখে জন-শুনানির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। জন শুনানির জন্য ০৬/০৯/২০২২ তারিখ নির্দ্ধারন করা হয়। সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল জন-শুনানিতে অংশগ্রহন করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সি জেড এম পির জন-শুনানিতে মতামত দেওয়া হয় এবং জন-শুনানিতে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জন শুনানিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক প্রত্যক্ষভাবে এবং পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকগণ পরোক্ষভাবে (ভার্চুয়ালি) উপস্থিত ছিলেন।

জন শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর না করার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৬/০৯/২০২২ তারিখে জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুরকে প্রতিবাদ পত্র পাঠান হয়।

পর্যবেক্ষণঃ

১) প্রশাসনিক স্তরে সংগঠনের গুরুত্ব বেড়েছে।
২) জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২২ আগস্টের জন-শুনানিতে যে অসঙ্গতি ছিল সেটা প্রমাণ করা গেছে।
৩) সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বার সি জেড এম পি ম্যাপিং প্রক্রিয়ায় মৎস্য দপ্তরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর যথাযথ প্রয়োগঃ

সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ১৬ টি আর টি আই জেলা এবং রাজ্য দপ্তরে করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর টি আই-এর উত্তর এসেছে। এর ফলে সংগঠনের তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং সাধারণ সদস্যদের কাছে বহু অজানা তথ্য পৌঁছাচ্ছে। আর টি আই-এর মধ্য দিয়েও প্রশাসনকে সক্রিয় করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। বেশকিছু দপ্তরে আধিকারিকের সাথে সংগঠনের নেতৃত্বদের মধ্যে বোঝাপড়া যেমন হচ্ছে তেমনি দ্বন্দ্বও তৈরি হচ্ছে। দপ্তরে কাজ করতে গিয়েও কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু সংগঠন তার নীতিগত অবস্থানে স্থির রয়েছে।

ব্যান পিরিয়ড কার্যকর করার আবেদনঃ

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও - মৎস্যজীবী বাঁচাও -এর দাবিতে প্রচারাভিযানের ডাক দেন। প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল নদী-সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় ৬১ দিন মৎস্য শিকার বন্ধের নির্দেশনামার কঠোর প্রয়োগ। মৎস্য শিকার বন্ধের সময় প্রতিটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীকে মাসিক ৫,০০০টাকা জীবিকা সহায়তা।

এই কর্মসূচীতে কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে ব্যান পিরিয়ড কার্যকর করার জন্য আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্র বিলি করা হয় মাছ ঘাটগুলিতে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য দপ্তর তৎপর হন এবং বিভিন্ন মাছ ঘাটগুলিতে মাছ ধরা বন্ধের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানঃ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খটি মৎস্যজীবীরা প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছে। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন লাগাতারভাবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দাবিপত্র পেশ করে আসছে। বিভিন্ন জন প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষ্যাৎ করে বিষয়টি তাঁদের গোচরে আনা এবং হস্তক্ষেপ দাবি করা প্রভৃতি।

সংগঠনের লাগাতার প্রয়াসের ফলে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের তৎপরতায় মৎস্য ও প্রণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির ০১/০৯/২০২১ তারিখের সভায় খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও রেজুলেশন গ্রহণ করা হয় এবং পুনরায় ১৪/০৩/২০২২ তারিখে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির পক্ষ থেকে খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২৮/০৯/২০২২ তারিখের জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় খটির জমিগুলির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানের বিষয়ে রেজুলেশন নেওয়া হয়।

সংগঠন খটির জমির অধিকার বিষয়ে সদা তৎপর। এবং প্রথম প্রায়োরিটি বলে মনে করে।

মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করার প্রয়াসঃ

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম রাজ্যস্তরে মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ণ করার লক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন যৌথভাবে মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্লকের সংগঠনের মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে ২১শে মে ২০২২ তারিখে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৫/০৯/২০২২ তারিখে সংগঠনের মহিলা প্রতিনিধি এবং ব্লক স্তরীয় মহিলা নেতৃত্বদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা মৎস্যকর্মীরা নিজ নিজ ব্লকের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। আগামিদিনে সংগঠিতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্লক থেকে ১জন করে প্রতিনিধি নিয়ে অস্থায়ী পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আগামিদেনে মহিলা মৎস্যকর্মীরা সংগঠনের মহিলা শাখা গঠনের লক্ষে জেলা মহিলা সম্মেলন আয়োজন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহিলা মৎস্যকর্মীদের সমস্যাগুলি নিয়ে ১ টি ডকুমেন্টরী ফিল্ম করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এবং দাবিপত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জীবিকা সহায়তাঃ

কোভিড মহামারি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিপর্যস্ত ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা। সরকারিভাবে দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের জন্য বরাদ্দ নৈব-নৈবচ। সরকারি প্রকল্প বন্টনে দূর্নীতি এবং স্বজন পোষণ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এরফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সংগঠন ক্ষুদ্র ও চিরাচরতি মৎস্যজীবীদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন জানায়। সংগঠনের আবেদনে সাড়া দিয়ে এড ইন্ডিয়া এবং দিশার যৌথ সাহায্যে মহিলা মৎস্যকর্মী, মাছ চাষী, নৌকা মালিক এবং মৎস্য ব্যবসায়ী ও ইলিশের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের জীবিকা সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মহিলা মৎস্যকর্মীদের বিনা মূল্যে জীবিকা সহায়তা প্রদান করলেও বাকি সহায়তাগুলি ভর্তুকী মূল্যে প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাগুলি মধ্যে ছিল- ১) ১২৫ জন মহিলা মৎস্যকর্মীকে ১২ টি করে মুরগীর বাচ্চা দেওয়া হয়েছে ২) ৭০ জন নৌকা মালিককে ২টি লাইফ জ্যাকেট, ২টিন আলকাতরা এবং কালার কোডিংয়ের জন্য ১লিটার কমলা রঙ দেওয়া হয়েছে ৩) ১৪ জন মাছ চাষী হাঁড়ি ও হাপা এবং ৪৫ জন ১০ কেজি করে মাছের চারা ও হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। ৪) ৫৯ জন মাছ ব্যবসায়ী ও ইলিশ ধরার সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের ঠান্ডা বাক্স দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আগামী নভেম্বর মাসে।

ব্লক ভিত্তিক কোটাঃ

মহিলা মৎস্যকর্মীদের মুরগী বাচ্চা দেওয়া হয়েছে- কাঁথি ১- ৬ জন, দেশপ্রাণ ৪ জন, খেজুরী ২- ২৫ জন, রামনগর ২- ৬ জন, রামনগর ১ -৩ জন, ময়না ব্লক ৫ জন, পটাশপুর ১- ২৯জন, নন্দীগ্রাম ১- ৬ জন, নন্দীগ্রাম ২- ৬ জন, সুতাহাটা -৫ জন, মহিষাদল - ২৫ জন,

লাইফ জ্যাকেট, আলকাতরা এবং কালার কোডিংয়ের জন্য রঙ দেওয়া হয়েছে- কাঁথি ১ -৫ জন, দেশপ্রাণ- ৫ জন, খেজুরী ২ - ২৪ জন, রামনগর ২ - ১৩ জন, রামনগর ১- ৩ জন, নন্দীগ্রাম ১- ৯ জন, নন্দীগ্রাম ২- ২জন, সুতাহাটা- ৪জন, মহিষাদল- ৪ জন।

হাঁড়ি ও হাপা দেওয়া হয়েছে- ময়না- ২ জন, কোলাঘাট- ৬ জন, নন্দকুমার- ৬ জন।

হাঁড়ি ও ১০ কেজি করে মাছের চারা পেয়েছে- কোলাঘাট- ৯ জন, পটাশপুর ১- ৩ জন, নন্দকুমার ব্লক- ৭জন, ময়না ব্লক-১০ জন, ভগবানপুর ১- ৮জন, কাঁথি ১ -১ জন, নন্দীগ্রাম ২- ২জন।

মাছ ঠান্ডা বাক্স দেওয়া হবে- নন্দীগ্রাম ২- ৪জন, নন্দীগ্রাম ১- ১৫ জন, সুতাহাটা- ৪জন, ময়না ২ জন, মহিষাদল ৬ জন, কাঁথি ১- ২ জন, দেশপ্রাণ-৩ জন, রামনগর ২- ৬ জন, নন্দকুমার -১ জন, খেজুরী ২- ১০ জন এবং কোলাঘাট ১জন।

পর্যবেক্ষণঃ

সংগঠন তার সদস্যদের দুরবস্থার কথা অনুধাবন করে জীবকা সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এই জীবিকা সহায়তা দিতে গিয়ে সংঠনকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্লক কমিটি গুলি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। বন্টন করতে গিয়ে স্বজন পোষণ লক্ষ্য করা গেছে। ব্লক কমিটিগুলি সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করে উপভোক্তা তালিকা তৈরি করার ফলে প্রত্যেকটি ব্লকে কমবেশি সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অপরদিকে সংগঠনের জীবিকা সহায়তা বন্টন কমিটির মধ্যে তালমিলের অভাব এবং পর্যবেক্ষনের অভাব লক্ষ করা গেছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্যঃ

১) রামনগর ২ ব্লকের অন্তর্গত কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ৫টি মৌজায় ২০১৪ সাল থেকে সি আর জেডের কারনে বন্ধ থাকা আবাসন প্রকল্পের কাজ দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে আবাস যোজনার কাজ শুরু হয়।

২) দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির ব্যবহারিক জায়গার উপর দিয়ে মেরিণ ড্রাইভের রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রশাসন। মাপ জোক শুরু করে দেয় রাস্তা নির্মানকারি সংস্থা। দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি এবং সংগঠনের যৌথ লড়াইয়ের ফলে আপাতত স্থগিত রয়েছে খটির জায়গার উপর দিয়ে মেরিণ ড্রাইভের রাস্তা নির্মান।

৩) সংগঠনের মাধ্যমে ১৮৭টি নৌকার লাইসেন্স রেনুয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪) সংগঠনের মাধ্যমে ২১ টি হস্তচালিত নৌকার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স করা হয়েছে।

সাথী, সংগঠন তার নিরন্তর কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন, জীবিকার মানোন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের উপর যেকোন আক্রমণ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন হিসেবে 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' এবং 'কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন' যৌথভাবে, সংগঠিতভাবে লড়াই করবে।

ধন্যবাদান্তে—

দেবব্রত খুঁটিয়া
সাধারণ সম্পাদক
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

দেবাশিস শ্যামল
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

জল বাঁচাও, তট বাঁচাও উপকূলের লোক বাঁচাও

PURBA MEDINIPUR MATSYAJIBI FORUM

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (রেঃ জিঃ নং- ২০৪৭৪/৯২) এর শাখা

আয়-ব্যয় হিসাব

১লা এপ্রিল ২০২১ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

আয়		ব্যয়	
বিবরন	পরিমান	বিবরন	পরিমান
শুরুতে নগদ টাকা ছিল (যে টাকাটা ৩১শে মার্চ ২০২১ এর শেষে ছিল)	৪৪৭৭.০০	হিসাব খাতা সারতে খরচ	১০০০.০০
শুরুতে ব্যাঙ্কে টাকা ছিল (যে টাকাটা ৩১শে মার্চ ২০২১ এর শেষে ছিল)	১১৪২৪১.০০	আহার খরচ	৩৭৮৭১.০০
সাহায্য পাওয়া গেছে (বন্ধুদের থেকে)	১৪৩২৬৮.০০	যাতায়াত বাবদ খরচ	৩৩২৪৩.০০
চাঁদা সংগ্রহ (ইউনিয়নের সদস্যদের থেকে)	১৪২৫৩৩.০০	ডাক খরচ	১১৬২৭.০০
চাঁদা সংগ্রহ (ডি.এম.এফ-এর সদস্যদের থেকে)	৩৮০০০.০০	অফিসঘর তত্ত্বাবধান খরচ	৩১৭৩০.০০
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হয়েছে	৯৮৩৭৪.০০	প্রিন্টিং ও স্টেশনারি খরচ	১০৯৮৮.০০
ব্যাঙ্কে সুদ বাবদ আয় (ব্যাঙ্কে জমা আছে)	৮২৮৯.০০	ত্রাণ বাবদ খরচ	১৭৮৫০.০০
ব্যাঙ্ক সার্ভিস চার্জ	০.০০	ডি.এম.এফ -কে দেওয়া হয়েছে	৩৯০১৮.০০
		জীবিকা সহায়তা বাবদ খরচ	১৫০০.০০
		ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে	২৩৫১০০.০০
		ব্যাঙ্ক সুদ (ব্যাঙ্কে ফেরৎ)	৮২৮৯.০০
		ব্যাঙ্ক সার্ভিস চার্জ	০.০০
		ব্যাঙ্কের টাকা ফেরৎ (যে টাকা নিয়ে শুরু করা হয়েছিল)	১১৪২৪১.০০
		শেষে হাতে নগদ টাকা থাকল	৬৭২৫.০০
মোট	৫৪৯১৮২.০০	মোট	৫৪৯১৮২.০০

বাবলু সাহা
(কোষাধ্যক্ষ)
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

জয়দেব তলা
(হিসাবদার)

দেবব্রত খুঁটিয়া
(সাধারন সম্পাদক)
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

ঠিকানা - জালালখানবাড় (ওয়ার্ড নং- ২১), কাঁথি বাজার, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৪০৩, ফোন - ৯৪৩৪২১৮৪৩৮ / ৯৯৩৩৬০২৮০৮
Address : Jalalkhanbar (Ward No.-21), Coantai Bazar
Contai, Purba Medinipur, W.B.- 721403
E-mail : pmmf2018@rediffmail.com

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১

১লা অক্টোবর ২০২১

স্থানঃ উৎসব ভবন, মহিষাদল পুরাতন বাজার,পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারন সভা এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন-এর অষ্টম বার্ষিক সাধারন সভায় আগত প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করছি।

গত দুই বছর ধরে চলে আসা কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা। বিপর্যস্ত সমাজ জীবন। জীবন এবং জীবিকার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের লড়াই করে চলতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন লক ডাউন চলার পর বর্তমানে আনলক চলছে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন দেশে এবং রাজ্যে বাড়ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগ জনক। বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় ঢেউয়ের আশংকা করছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এবং ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

গত ৫ বছর ধরে চলে আসা একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপকূলীয় পরিবেশ এবং মানুষ জনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। ফণী, বুলবুল, আমফান এবং গত মে মাসে ঘটে যাওয়া যশের ফলে উপকূলীয় এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকা বিপন্ন হতে বসেছে। সাম্প্রতিক অতি বর্ষণ এবং এক নাগাড়ে চলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরদিকে মাছের আকালের ফলে নদী এবং সমুদ্রে ইলিশ নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সংগঠন তার সাধ্যমত যশে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে তথাকথিত উন্নয়ণের দাপটে শ্রমজীবী মানুষ জল-জঙ্গল-জমির উপর ক্রমাগত তার অধিকার হারাচ্ছে। সমুদ্র ও সমুদ্রতট দখল হয়ে যাচ্ছে, নদী জলাশয় জলাভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি সব জলাশয়ের লিজের ভাড়া এত বাড়ছে যে তা সাধারণ মৎস্যজীবীর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ও যাচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের গোটা তটাঞ্চল জুড়ে প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংসকারী বে-আইনি নিবিড় চিংড়ি চাষ ভয়াবহ আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে। হুগলি নদীতে অনিয়ন্ত্রিত জাহাজ চলাচল ও ছাই ভর্তি জাহাজ ডুবি স্থানীয় নদী ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সাংঘাতিক ক্ষতি করছে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন হিসেবে কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম লাগাতার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। সংগঠনের বার্তা বিভিন্ন ব্লকের মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছচ্ছে। এর ফলে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৩টি ব্লকের (হলদিয়া, কাঁথি-১, দেশপ্রাণ, রামনগর-২, রামগর-১, খেজুরী-২, নন্দীগ্রাম-১,

নন্দীগ্রাম-২, সুতাহাটা, পটাশপুর-১, মহিষাদল, নন্দকুমার এবং তমলুক) ১৭৫৩ জন মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। সদস্য নবীকরনের কাজও চলছে।

প্রতিবেদনে ব্লক ভিত্তিক উঠে আসা সমস্যা ও দাবি নিয়ে সংগঠন কিভাবে কাজ করেছে এবং সাংগঠনিকভাবে কি কি দাবি এবং সমস্যা সরকারের গোচরে আনা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে এবং কোথায় খামতি থেকে গেছে সেই বিষয়গুলি আপনাদের কাছে উত্থাপন করার চেষ্টা করছি।

সুতাহাটা ব্লকঃ মোট সদস্য সংখ্যাঃ ২৫৭

১) গত ২৫/০২/২০১৫ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে মাছঘাটগুলিকে দপ্তরের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রথম আবেদন জানানো হয়েছিল। ১১/০৩/২০১৫ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে সুতাহাটা ব্লকের এফ. ই. ও কে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখে রূপণারায়ণচক এলাকার মৎস্যজীবীরা মাছ ঘাটের দপ্তরের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন দপ্তরে জমা দেন। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০৭/০৬/২০১৬ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে সুতাহাটা ব্লকের এফ. ই. ও-কে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর দপ্তর এই বিষয়ে আর কোন উৎসাহ দেখাননি।

সংগঠন পুনঃরায় ১৮/০৯/২০২০ তারিখে সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত রায়নগর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রকে দপ্তরের স্বীকৃতি প্রদানের আবেদন জানান। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক সংগঠনের আবেদন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সভায় উত্থাপন করেন। গত ০৬/০৩/২০২০ তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় রায়নগর মৎস্য খটির স্বীকৃতি প্রস্তাব পাশ হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক গত ১০/১২/২০২০ তারিখে মৎস্য অধিকর্তা, হেড কোয়ার্টার, কলকাতার নিকট রাজ্যের খটি তালিকায় রায়নগর মৎস্য খটির নাম নথিভুক্তির জন্য আবেদন জানান। সংগঠন পর্যবেক্ষণ করে যে, রায়নগর মৎস্য খটিকে স্বীকৃতি দিলেও রূপনারায়ণচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বিষয়টি পুনরায় দপ্তরের নজরে আনা হয়। গত ২৫/০১/২০২১ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সভায় রূপনারায়ণচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের প্রস্তাব পাশ হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক গত ০৫/০১/২০২১ তারিখে মৎস্য অধিকর্তা, হেড কোয়ার্টারের নিকট রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রেকে রাজ্য খটির তালিকায় নথিভুক্তির জন্য আবেদন জানান।

সাফল্যঃ সংগঠনের লাগাতার প্রয়াসের ফলে সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত রায়নগর মৎস্য খটি এবং রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র দপ্তরের স্বীকৃতি লাভ করে।

২) ১১/১১/২০২০ তারিখে সুতাহাটা ব্লকের মৎস্যজীবীদের সমস্যা এবং তাঁদের দাবিগুলি সরজমিনে দেখার জন্য সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সভাপতি অংশুমান মিদ্যার নেতৃত্বে নদী এলাকা পরিদর্শন করেন। বিকেলে রায়নগর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সংগঠনের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, সভাপতি দেবাশিস শ্যামল, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী, এবং কর্ণাবতী দাস মহাপাত্র।

১৫/১২/২০২০ তারিখে মাছ ঘাট গুলিতে পানীয় জল, কমিউনিটি টয়লেট এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পুর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নিকট। দপ্তরে একাধিকবার তাগদা দেওয়ার পর অবশেষে রায়নগর এবং রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জন্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন।

সাফল্যঃ রূপনারায়নচক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে পানীয় জলের জন্য সাবমার্শিবিল পাম্প বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রায়নগর মৎস্য খটির পানীয় জলের জন্য নলকূপের কাজও আগামী ১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে দপ্তর থেকে জানা গেছে।

৩) ১৮/০২/২০২১ তারিখে সুতাহাটা ব্লকের হুগলী নদীর পাড়ে অবস্থিত ইঁট ভাটাগুলির দ্বারা নদীর পাড় ধ্বংস ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা ব্যাহত করার প্রতিকারের আবেদন জানানো হয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সুতাহাটা ব্লক, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং মহকুমা শাসক, হলদিয়ার নিকট। সুতাহাটা ও অন্যান্য ব্লকের নদী সংলগ্ন বে-আইনি ইঁটভাটাগুলির বিষয়ে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্ররষদে তথ্যের অধিকার আইনে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। গত ০৮/০৩/২০২১ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের সাথে সাক্ষাত করে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন- "রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন শেষ হলে সংগঠনের দেওয়া আবেদন কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবেন। সেইমত সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক গত ১৫/০৬/২০২১ তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা শাসক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সুতাহাটা ব্লকের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। গত ১৮/০৮/২০২১ তারিখে সুতাহাটা ব্লক কমিটির সম্পাদক বাপ্পা দোলুই মারফৎ খবর আসে এড়িয়াখালি মৌজার 'আয়রণ' ইঁট ভাটা নদীর পাড় থেকে জেসিবি দিয়ে মাটি কাটাছে। অপর দিকে যশে ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ চলছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়রণ ইঁটভাটার বিরুদ্ধে জেলা শাসকের নিকট হস্তক্ষেপ প্রার্থণা করা হয়। প্রতিলিপি দেওয়া হয় বিডিও, সুতাহাটা ব্লক, মহকুমা শাসক, হলদিয়া এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক।

৪) ২০/০৪/২০২১ তারিখে কুকড়াহাটি লাগোয়া হুগলী নদীতে অবৈধভাবে মাছধরা বন্ধের জন্য আবেদন জানান হয়- সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক), সুতাহাটা থানার অফিসার-ইন-চার্জ এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সুতাহাটা ব্লকের নিকট। গত ১১/০৫/২০২১ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের পক্ষ থেকে সুতাহাটা থানায় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য চিঠি দেন। যদিও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

৫) ১৭/০৭/২০২১ তারিখে সুতাহাটা ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সমস্যাগুলি নিয়ে আগামীদিনে কিভাবে কাজ করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুতাহাটা ব্লক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ সুজয় জানা, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রামনগর ২ ব্লকঃ মোট সদস্য সংখ্যাঃ ৩০

১) ২৮/০৯/২০২০ তারিখে রামনগর ২ ব্লকের অন্তর্গত ৫টি মৌজার (দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর, শিলামপুর, মান্দারমণি, দাদনপাত্রবাড়, সোনামুই) স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ-এর আবেদন জানানো হয়- সভাপতি, সহ সভাপতি, ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রামনগর ২ ব্লক এবং মহকুমা শাসক, কাঁথি।

এই বিষয়ে কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র রামনগর ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে সাক্ষাত করে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরের পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। আগামী পদক্ষেপ কি হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২২/০১/২০২১ তারিখে দুটি সংঠনের এক প্রতিনিধি দল দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যনির্বাহি আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সম্পাদক তরুলতা প্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, সভাপতি দেবাশিস শ্যামল, কার্যকরি কমিটির সদস্য অনন্ত শীট, এবং আইনজীবী শান্তনু চক্রবর্তী।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সদর্থক কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে পুনঃরায় ১৫/০৬/২০২১ তারিখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য আবেদন জানানো হয়। এবং পরিবেশ দপ্তরের সচিবকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লকঃ মোট সদস্য সংখ্যাঃ ১৯২

১) ০১/১২/২০২০ তারিখে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তার (শুকদেব বর এবং ভরত চন্দ্র বর-নন্দীগ্রাম-১ব্লক) ক্ষতিপূরণ তালিকায় নাম থাকা স্বত্বেও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারন এবং অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার কারনে পুনঃরায় ০৩/১২/২০২০ তারিখে জেলা শাসকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ১৪/১২/২০২০ তারিখে জেলা শাসক সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু, কোন ক্ষতিপূরণ উপভোক্তারা এখনও পাননি।

২) গত ০২/০৫/২০২১ তারিখে রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের কেন্দ্যামারী জালপাই মৌজায় রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসার স্বীকার ৬ মৎস্যজীবী পরিবার। বোমা মেরে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে মারধর কোনকিছুই বাদ যায়নি। গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ এবং ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব মেদিনীপুর এবং মহকুমা শাসক, হলদিয়া-কে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আক্রান্ত মৎস্যজীবীদের জন্য ক্ষতিপূরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ মৎস্যজীবীর হাতে ৬টি তেরপল তুলে দেওয়া হয় এবং দুই মৎস্যজীবীর হাতে জীবিকা সহায়তার জন্য ইলিশ জাল এবং কাছি তুলে দেওয়া হয়।

৩) ১৫/০৭/২০২১ তারিখে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্যামারী গ্রামে। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাঁদের দাবি গুলি শোনা হয়। পরবর্তীতে গড়চক্রবেড়্যা এলাকায় এক প্রতিনিধি দল এবং নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মৎস্যজীবীদের প্রত্যেকদিন যে সমস্যায় পড়তে হয় সেই এলাকা পরিদর্শন করেন। সম্মলনে ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ সুজয় জানা, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল এবং উপদেষ্টা সদস্য সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী।

৪) ১৩/০৮/২০২১ তারিখে হুগলী নদীতে হলদিয়া বন্দরের জাহাজ এবং ক্রেণ দ্বারা মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা জালের ক্ষতি বন্ধ করার আবেদন জানানো হয় ডেপুটি চেয়ারম্যান, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স; জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর; মহকুমা শাসক, হলদিয়া; সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি-র কাছে।

গত ১৮/০৮/২০২১ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং জেলা শাসকের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের জন্য হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে আবেদন জানানো হয়। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ সদর্থক কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ১০/০৯/২০২১ তারিখে সাক্ষাতের তারিখ ও সময় চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।

৬) ৩১/০৮/২০২১ তারিখে 'যশ'-এ ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের 'দুয়ারে ত্রাণ' থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারন জানার জন্য সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক, নন্দীগ্রাম-১ ব্লক, জেলা শাসক, পুর্ব মেদিনীপুর এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আবেদন জানানো হয়।

পটাশপুর ১ ব্লকঃ মোট সদস্য সংখ্যাঃ ১৩৮

১) মৎস্য দপ্তর দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের মাছ পরিবহণের জন্য সাইকেল এবং ঠান্ডা বাক্স প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সেইমত মৎস্যজীবীরা নিজ ব্লকে লিখিত আবেদন করেন। লিখিত আবেদন করার পরও ব্লক প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৩/১১/২০২০ তারিখ পটাশপুর ১ ব্লকের মৎস্যজীবীদের মাছ পরিবহণের জন্য সাইকেল এবং ঠান্ডা বাক্স সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে সহ মৎস্য অধিকর্তা এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির নিকট।

এই বিষয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তার নিকট দরবার করা হয়েছে। কিন্তু দপ্তর ব্লকের উপভোক্তা তালিকা অগ্রাহ্য করা যাবে না বলে জানিয়ে দেন।

২) ১৯/০৮/২০২১ তারিখে পটাশপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত কেলেঘাই নদী নির্ভর ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, মহকুমা শাসক, এগরা, চেয়ারম্যান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কলকাতা এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি , পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। দাবিগুলির মধ্যে ১) দেঘাটি থেকে নাগোলকাটা পর্যন্ত নদী এলাকায় বন্যা হচ্ছে। কারন স্বরূপ এলাকার মৎস্যজীবীদের পর্যবেক্ষন হল নাগোলকাটার মুখে পলি পড়ার ফলে নতুন করে বন্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পলি পড়ার কারন হল নাগোলকাটার মুখে স্থায়ীভাবে জাল লাগিয়ে রাখা। ২) নদীতে মাছের

উৎপাদন কমে যাচ্ছে। মাছের প্রজনন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর মূল কারন হল নদীতে কচুরিপানা বৃদ্ধি। এবং কাপড় রং করা কলের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে পড়ার ফলে মৎস্যজীবীদের যেমন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে তেমনি নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ৩) দেঘাট এলাকায় নদীর চরে বে-আইনি মাছের ভেড়ি গজিয়ে উঠেছে। এরফলে নদীর পাড় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি নদীও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কাঁথি ১ ব্লকঃ মোট সদস্য সংখ্যাঃ ৪৯

১) ০২/১১/২০২০ তারিখে কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষিত রক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পুর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।

পদক্ষেপঃ

ক) ১৯/১১/২০২০ তারিখে SDPO, Contai-এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি মহোদয়। তিনি এলাকা পরিদর্শনে যাবেন বলে কথা দেন। কিছুদিন পরে ট্রান্সফার হয়ে যান।

খ) গত ২৫/১১/২০২০ তারিখে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সভায় জুনপুট থেকে শৌলা অবধি সি-বিচ কে রক্ষার সিদ্ধান্ত রেজুলেশনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গ) ০৬/০১/২০২১ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ আধিকারিক-কে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি লিখিত আকারে জানান এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের আবেদন জানানো হয়।

২) ০২/১২/২০২০ তারিখে পুনঃরায় কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষতি এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষিত রক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয় SDPO –কাঁথির নিকট।

৩) ২৪/১২/২০২০ তারিখ জুনপুট কোস্টাল থানা এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয় আগামী ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে ২ জানুয়ারী ২০২১ অবধি বগুড়ান জালপাই, শৌলা এবং হরিপুর-এ সমুদ্র সৈকতে পরিবেশ ও নিরাপত্তা রক্ষায় পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

৪) ৩০/১২/২০২০ তারিখে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন। মহকুমা শাসকের নির্দেশানুসারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সহিত সাক্ষাত এবং আলোচনা।

৫) ০৯/০৭/২০২১ তারিখে কাঁথি ১ ব্লকের অন্তর্গত বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটির মৎস্যজীবীদের উপর হয়রানি বন্ধের আবেদন জানানো হয় SP, DM, SDO, SDPO and ADF, Marine-এর কাছে।

৬) ০৪/১২/২০২০ তারিখে জুনপুট কোস্টাল থানার ওসির সাথে সাক্ষ্যাৎ করে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন- কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া, বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটির সদস্য শঙ্কর বর এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল।

৭) ৩১/১২/২০২০ তারিখ সংগঠনের পক্ষ থেকে জি ডি করা হয়। যেসব ব্যক্তি সি-বিচকে ধ্বংস করার জন্য মৎস্যজীবীদের প্রয়াসকে ভাঙতে চেয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে।

রামনগর-১ ব্লকঃ সদস্য সংখ্যাঃ ১৭৬ জন।

রামনগর ১ ব্লকের অন্তর্গত নিউ দীঘার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা সরকারি সব ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দীঘা জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা হওয়ার জন্য দপ্তরও এই এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের গুরুত্ব দেননা। এই এলাকায় চার শতাধিকের বেশি মৎস্যজীবী মৎস্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ্যভাবে যুক্ত রয়েছেন। দপ্তরের থেকে কোন সাহায্য বরাদ্দ হলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন তা ভোগ করেন। দীঘার মৎস্যজীবীদের প্রধান সমস্যাগুলি হল-

ক। দীঘার ভাঙন রোধ এবং সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর ফলে সমুদ্রে নৌকা নামানো এবং ওঠানোর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রে নৌকা ওঠানো এবং নামানোর জন্য নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা।

খ। সমুদ্রের পাড়ে নৌকা এবং জাল যাতে নিরাপদে রাখা যায় তার জন্য প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ। মৎস্যকর্মীরা যাতে অস্থায়ী পালা ঘর করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ। মাছ বিক্রির সময় পুলিশকর্মীরা এসে বাধা সৃষ্টি করে। বিনা বাধায় যাতে মাছ বিক্রি করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) দীঘা, শংকরপুর, তাজপুর এবং মান্দারমণি সহ আশপাসের হোটেলের বর্জ্য ও দূষিত জল যাতে সরাসরি সমুদ্রে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পদক্ষেপঃ উপরিউক্ত প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়ে দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্যদের কার্যনির্বাহি আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সাফল্যঃ ঢেউ সাগর এলাকায় নৌকা ওঠানো নামানোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। প্রোজেক্ট ইনচার্জ স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে কথা বলেছেন।

অন্যান্য ব্লকের সদস্য সংখ্যাঃ

দেশপ্রাণ ব্লক - ৬২ জন, খেজুরী ২ - ২৯৩ জন, কোলাঘাট ব্লক - ১৪৫জন, মহিষাদল ব্লক - ২৪৩ জন, নন্দকুমার - ২৯ জন, নন্দীগ্রাম ২ ব্লক - ১১৭ জন, তমলুক - ১৪ জন এবং হলদিয়া - ৮ জন।

বিশ্বমৎস্যজীবী দিবস উদ্‌যাপনঃ

প্রত্যেক বছরের ন্যায় ২০২০ সালে বিশ্বমৎস্যজীবী দিবস উদ্‌যাপন হয় পটাশপুর ১ ব্লকে। পটাশপুর ১ ব্লকে এই ধরনের কর্মসূচী এই প্রথম। সাড়ম্বরে দিনটিকে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, সভাপতি দেবাশিস শ্যামল এবং কর্ণাবতী দাস মহাপাত্র।

পটাশপুর ১ব্লকের নেতৃত্ব শ্রীমতি ময়না মন্ডল এবং দ্বিজেন্দ্র নাথ সিং বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস কর্মসূচীকে সফল করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

'ইয়াস' পরিস্থিতি মোকাবিলাঃ

মৎস্য দপ্তর থেকে 'ইয়াসে'র খবর পাওয়ার দিন থেকে সংগঠন মৎস্যজীবী নেতৃত্বদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছিল। ২৫/০৫/২০২১ তারিখে সন্ধ্যায় প্রত্যেক ব্লকের নেতৃত্বদের সাথে টেলি কনফারেন্স করে মৎস্য দপ্তর থেকে আসা সতর্কতা সম্পর্কে সব নেতৃত্বদের অবগত করানো হয়। ইয়াসের পরবর্তীতে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। ২৬/০৫/২০২১ তারিখে ইয়াসের প্রভাবে প্রবল জলোচ্ছাসে উপকূলীয় গ্রাম এবং খটিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খটি পালা, নৌকা এবং জাল সহ মাছ ধরার সরঞ্জাম ভেসে যায়। উপকূলীয় গ্রামগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৮/০৫/২০২১ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে রামনগর ১ ব্লক এবং রামনগর ২ ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল।

সব এলাকা থেকে রিপোর্ট নেওয়ার পর ত্রাণের কাজে সংগঠন হাত লাগায়। মোটামুটিভাবে রামনগর-২ ব্লকের দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর এবং দাদনপাত্রবাড় গ্রামে ৬৪০টি বিপন্ন পরিবারে, কাঁথি-১ নং ব্লকের বগুড়ান জালপাই ও রঘুসর্দারবাড় জালপাইতে ২০০টি পরিবারে, দেশপ্রাণের ভোগপুরে ২০০ টি পরিবারের, খেজুরি-২ ব্লকের বিপন্ন গ্রামগুলিতে ১৫০টি পরিবারে, মহিষাদলে ২০০টি পরিবারে, নন্দীগ্রাম-১ নম্বর ব্লকে ৭৫ টি পরিবারে এবং নন্দীগ্রাম-২ নম্বর ব্লকে ৫৫টি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী সহ ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিপন্ন পরিবারে এক বা একাধিক বার ত্রাণ পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। ত্রাণে যেমন আপৎকালীন খাদ্য হিসেবে মুড়ি চিড়ে বিস্কুট ইত্যাদি ছিল তেমনি রান্নার উপকরণ চাল ডাল তেল হলুদ লংকা ইত্যাদি ছিল। এছাড়া ছিল গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। দেওয়া হয়েছিল মাথাগোঁজার ঠাঁই হিসাবে পলিথিন। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এলাকায় এলাকায় চুন ও ব্লিচিং দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বরা দায়িত্ব নিয়ে এলাকায় ছড়িয়েছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দরকারি ঔষধপত্র ছিল। ছিল স্যানিটারি ন্যাপকিন। ছিল পোষাকপত্র। আপৎকালীন মশার হাত থেকে রেহাই পেতে মশারিও দেওয়া হয়েছে। আর ছিল ও আর এস, বিশুদ্ধ পানীয় জল। প্রায় ২৪৮টি পরিবারের হাতে তেরপল তুলে দেওয়া হয়েছে। ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৩৫জন মৎস্যজীবীকে জীবিকা সহায়তার জন্য জাল ও দড়ি প্রদান করা হয়েছে।

ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যে সমস্ত সংস্থা এসেছে সেগুলি হল- ১) চলো পাল্টাই, কলকাতা ২)গিভ ফাউন্ডেশন, কর্ণাটক ৩) পিএসএ, দিল্লি ৪) আমরা ক'জন, কলকাতা ৫) সংকল্প ফাউন্ডেশন, পশ্চিম মেদিনীপুর ৬) মেদিনীপুর ছাত্র সমাজ, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭) ম্যারিনাস বেঙ্গল, হাওড়া ৮) হেল্প আসানসোল, বর্ধমান ৯) শ্রীমা মহিলা সমিতি, নদীয়া ১০) কামারহাটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কলকাতা ১১) নয়াপুট লায়ন্স ক্লাব, পূর্ব মেদিনীপুর ১২) মৎস্য মন্ত্রী মাননীয় অখিল গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর ১৩) আইনজীবী সায়ন্তী সেনগুপ্ত, কলকাতা,১৪) এড ইন্ডিয়া এবং ১৫) দিশা, কলকাতা

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্ণাটকের গিফট ফাউন্ডেশন ও কলকাতার আমরা ক'জন সংস্থা দুটির প্রত্যেকের ত্রাণের আর্থিক মূল্য ৩ লক্ষ টাকার অধিক ছিল। এছাড়া বর্ধমানের হেল্প আসানসোল ও মৎস্য মন্ত্রী মাননীয় অখিল গিরির (৩০০টি ত্রিপল সহ) প্রত্যেকের ত্রাণের আর্থিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছেন- শ্রীকান্ত দাস, অচিন্ত্য প্রামাণিক, গৌতম বেরা, শঙ্কর বর, সুজয় জানা তমালতরু দাস মহাপাত্র, দেবব্রত খুটিয়া, রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, সুষেণ মান্না, দেবাশীষ শ্যামল, অর্ণব জানা, ভীম বর্মন, তরুলতা প্রধান, বুলাশ্যাম প্রামানিক, মানসী দাস, সহদেব মণ্ডল, সায়ন দত্ত বর, স্বদেশ খালুয়া এবং অমল ভূঞ্যা প্রমুখ।

০৪/০৬/২০২১ তারিখে ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত খটি এবং মাছ ঘাট গুলির ক্ষয়ক্ষতির তালিকা ও পরিকাঠামো পুনর্গঠন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং মৎস্য অধিকর্তার কার্যালয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুয়ারে ত্রাণ কর্মসূচীতে ক্ষতিপূরণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ দাবী জানানো হয়।

মৎস্যজীবীদের কিষান ক্রেডিট কার্ডঃ

১৯/১০/২০২০ তারিখে কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড শীঘ্র চালু এবং ফর্ম ও স্কিমের কপি বিতরণের জন্য আবেদন জানানো হয়। ইতিপূর্বে সংগঠনের তরফে দপ্তরকে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে আবেদন পত্র এবং স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ সংগঠনকে দেওয়া হয়। সংগঠন সমস্ত কোস্টাল ব্লকের নেতৃত্বদের কাছে ফর্ম এবং স্কিম ডিটেইলস পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে নন্দীগ্রাম ১, নন্দীগ্রাম ২, রামনগর ২ এবং কাঁথি ১ ব্লকের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের উপভোক্তাগনকে সুপারিশ করা হয়েছে। খটিগুলিও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের কাজ করছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্লকের এফ.ই.ও -দের সাথে সম্পর্ক রাখা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে উপভোক্তাগন কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কোন ঋণ পাননি।

২৬/০৬/২০২১ তারিখের করা 'তথ্যের অধিকার আইন'-২০০৫ মোতাবেক জানতে পারা যায় অভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্রে কোলাঘাট ব্লকের- ৩জন, শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকে-১০ জন, নন্দকুমার ব্লকে- ১০জন, এবং সুতাহাটা ব্লকে-১ জন মৎস্যজীবী কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ পেয়েছেন। কিন্ত এরা কেউ সংগঠনের সদস্য নন।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনাঃ

সংগঠনের পক্ষ থেকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় মৎস্যজীবীরা অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন তার জন্য সংগঠন লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। খেজুরী-২, কাঁথি-১, পটাশপুর-১ এবং দেশপ্রাণ ব্লকের মৎস্যজীবী নেতৃত্বগণ সদর্থক ভূমিকা পালন করছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মৎস্যজীবীরা নিচ্ছেন কিনা তার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির দূর্নীতিঃ

১৫/০৭/২০২১ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত মৎস্য মন্ত্রীর নিকট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গুলির ঋণ দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে আবেদন জানানো হয়। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জন স্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী দিনে সংগঠন মৎস্য ক্ষেত্রে কোন ধরনের দুর্নীতির সাথে আপোষ করবে না। এটি সংগঠনের ঘোষিত নীতি।

অন্যান্যঃ

তথ্যের অধিকার আইন-২০০২৫ এর প্রয়োগের ফলে নতুন নতুন তথ্য সংগঠনের কাছে পৌঁছচ্ছে। গত ৩০/০৯/২০২০ তারিখে অভ্যন্তরীন মৎস্যজীবীদের সরকারি পরিচয় পত্র সংক্রান্ত তথ্য হাতে এসেছে। গত ১৩/০৬/২০২১ তারিখে নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে তদারকি কমিটির মেয়াদ সম্পূর্ণ হবে। ১৮/০৭/২০২১ তারিখে খেজুরী ২ ব্লকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরি কমিটি গঠন হলেও পদাধিকারী নির্বাচন এখনো বাকি রয়েছে। ১৯/০৯/২০২১ তারিখে কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন বিষয়ে সচেতনতা মূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় দাদনপাত্রবাড়ে। লাইফ এবং ডি এম এফ-এর সহযোগিতায়। QR কোড যুক্ত আধার কার্ড নিয়ে সংগঠন কাজ করছে। মোটোরাইজড নৌকার রেজিস্ট্রেসন যাতে দপ্তর চালু করে সেই ব্যাপারে দপ্তরের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হয়েছে। নন্দীগ্রাম-১ এবং ২, মহিষাদল, সুতাহাটা, খেজুরী ২ ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকের নৌকা রেজিস্ট্রেসন সংক্রান্ত আবেদন সংগঠন একত্রিত করে দপ্তরে জমা করেছে। বিভিন্ন ব্লকের মৎস্যজীবীদের সমস্যা ও দাবী নিয়ে ডকুমেন্টারী ফিল্ম বানানো হচ্ছে। সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের উপর করা ফিল্ম প্রকাশও হয়েছে। আগামী দিনে যাতে সোস্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগানো যায় এবং সংগঠন এবং ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের বার্তা এবং তাঁদের সমস্যা যাতে সাধারন মানুষ ও প্রশাসনের নজরে আসে তারজন্য এই পদক্ষেপ। ২৩/০৮/২০২১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুয়ারে সরকার কর্মসূচীতে মৎস্যজীবীদের নৌকা লাইসেন্স, নৌকা রেজিস্ট্রেশন, সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র, অভ্যন্তরীন মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড যাতে করা যায় তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

আগামীদিনে সংগঠনকে যে বিষয় গুলি কাজ করতে হবে- ১) মাছ ঘাট এবং খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব আদায় ২) নিবিড় চিংড়ি চাষ এবং ময়না মডেলের পরিবর্তে সুসংহত ও মিশ্র মাছ চাষে উদ্যোগ গ্রহন ৩) মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার প্রতিষ্ঠা ৪) মহিষাদল ব্লকের বাঁকা এবং নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের কেন্দ্যামারী মাছ ঘাটকে দপ্তরের স্বীকৃতি আদায় ৫) মৎস্যজীবী কে সি সির সুবিধা যাতে মৎস্যজীবীরা ভোগ করতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহন ৬) অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের সরকারি পরিচয় পত্র আদায়। ৭) মোটোরাইজড বোটের রেজিস্ট্রেসন পাওয়া প্রভৃতি সমস্যা।

সুধী,

আমরা দুই বছর ধরে কোভিড -১৯ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এরফলে বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন। বিপর্যস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকা। আগামীদিনে মৎস্যজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের দাবী আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সততা, নিষ্ঠা এবং একতা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও।

ধন্যবাদান্তে-

শ্রীকান্ত দাস
সাধারন সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

দেবব্রত খুঁটিয়া
সাধারন সম্পাদক
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২০

স্থানঃ লজ ইন্দ্রপুরী, কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর তৃতীয় বার্ষিক সাধারন সভা এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়-এর সপ্তম বার্ষিক সাধারন সভায় আগত প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করছি।

প্রতিবেদন পাঠের প্রারম্ভে দুঃখের সাথে জানাই যে, গত ২২ মে ২০২০ তারিখে সকাল ৯ টায় 'কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নে'র প্রথম সভাপতি শ্রীযুত শক্তিপদ শাসমল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনি প্রতিনিয়ত সংগঠনের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন ও পরামর্শ দিতেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা, ও তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

বর্তমান বছরে এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। একদিকে করোনা ভাইরাস মহামারি অপরদিকে ঘুর্ণিঝড় 'আমফান' এই দুই সাঁড়াশি আক্রমনের ফলে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকার উপর চরম আঘাত নেমে এসেছে। গত মার্চ মাস থেকে করোনা ভাইরাসের ফলে গোটা দেশে লক ডাউন ঘোষনা করা হয়। এরফলে বার্ষিক সাধারন সভা নির্দিষ্ট সময়ে আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। বার্ষিক সাধারন সভা যথা সময়ে করতে না পারার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। করোনা ভাইরাসের মহামারি এবং লক ডাউনের অভিজ্ঞতা জীবনে প্রথমবার উপলব্ধি করেছি। এই সংকট কালে যেমন তীক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি অপরদিকে পরিবেশ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি নির্ভর জীবিকার সুদুর প্রসারী প্রভাবও লক্ষ করেছি। এইধরনের সংকটকালে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের পরিবারের প্রতি নগদ অর্থ সাহায্য, জীবিকার জন্য সহায়তার প্রয়োজন ছিল, আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি মৎস্যজীবী পরিবারকে লক ডাউন পর্যায়ে মাসিক ১৫,০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা করার দাবি জানিয়েছি, কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি। বর্তমানে আনলক ৪ চলছে। আর যেভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন দেশে এবং রাজ্যে বাড়ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগ জনক। এই পরিস্থিতিতে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্বল্প পরিসরে 'কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নে'র 'সপ্তম বার্ষিক' সাধারন সভা এবং 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামে'র 'তৃতীয় বার্ষিক' সাধারন সভা আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমানে জেলার ১২টি ব্লকের (খেজুরী-২, দেশপ্রাণ, কাঁথি-১, রামনগর-২, রামনগর-১, সুতাহাটা, নন্দকুমার, মহিষাদল, কোলাঘাট, পটাশপুর-১, নন্দীগ্রাম-১ এবং নন্দীগ্রাম-২) ৯৯৮ জন মৎস্যজীবী দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে মহিলা- ১৭২জন, পুরুষ- ৮২৬জন(মৎস্যশিকারি –৪৫১ মৎস্যচাষী – ৪০৮ বাছুনী- ১৩৯)।

২০১৯-২০ বর্ষের যৌথ সংগঠনের (পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন) আহ্বানে ৫টি কার্যকরি কমিটির সভা ও ৩ -টি টেলি কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় সহ – ২০১৯-২০ বর্ষের কাজের বিবরণ পেশ করছি।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের-এর পক্ষ থেকে ২০১৯ -এর ১৭ই মে থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদপত্র, কর্মসূচী এবং আবেদন তুলে ধরছি।

১) ৭ই জুন ২০১৯ তারিখে দুঃস্থ মৎস্যজীবী মহিলাদের মুরগীবাচ্চা প্রদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় সভাধিপতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নিকট। সভাধিপতি অনুমতি প্রদান করলেও পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির স্বীকার হন মহিলা মৎস্য কর্মীগন। হার না মানার মানসিকতা থেকে সংগঠনের তরফে গত ৯ই জুলাই ২০২০ তারিখে জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নিকট 'মৎস্যজীবী মহিলাদের সরকারি প্রকল্পে হয়রানি বন্ধের আবেদন' জানিয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। এই প্রতিবাদ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য দপ্তর মুরগী বাচ্চা প্রাপকদের তালিকা তৈরি করে দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে ৪০ ইউনিট মুরগী এবং হাঁস বাচ্চার উপভোক্তা তালিকা প্রস্তুতের লিখিত নির্দেশ দেন।

ফলাফল - লক ডাউনের সময়ে দপ্তর থেকে প্রত্যেক উপভোক্তাকে নিজ নিজ এলাকায় মুরগী বাচ্চা দপ্তর থেকে সরবরাহ করেন।

৯ই জুলাই ২০১৯ তারিখে বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটির জায়গা সুরক্ষিত রাখার আবেদন জানিয়ে প্রধান, ৮নং, মাজিলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারিক, কাঁথি ১নং ব্লক এবং সভাপতি ১ পঞ্চায়েত সমিতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

১২ই জুলাই ২০১৯ তারিখে ৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান করা হয় জেলা শাসকের নিকট। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি গ্রহন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারন)। স্মারক লিপি প্রদান কর্মসূচীর সময় অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারন)-এর শারীরিক ভাষায় এবং ব্যবহারে সংগঠনের উপস্থিত নেতৃত্বগন অপমানিত বোধ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তথ্য প্রমাণ সহ দাবি পেশ করলেও অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারন) দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। ২৯শে জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় জেলা শাসকের 'সক্রিয় ও কার্যকরী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা' করে আবেদন জানানো হয়।

জেলার সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির লাগাম ছাড়া দূর্নীতির বিরুদ্ধে সংগঠন কয়েক বছর ধরে লড়াই করে আসছে। সংগঠনের দীর্ঘদিন লড়াই করার ফলে সাধারন মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে পর্যন্ত কো-অপারেটিভের দূর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে। দূর্নীতির সাথে যুক্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্মকর্তাগন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা অভিযোগ লিখিতভাবে দপ্তরে জমা করেন। এরফলে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯শে আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি বড়সড় দূর্ণীতির প্রতিবাদীকে আক্রমণ ও পীড়নের ঘটনা'র বিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হয়।

২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে 'মৎস্যজীবীদের জন্য 'সরকারি প্রকল্পের গুণগত মান রক্ষা ও সঠিক বাস্তবায়ন'-এর দাবি জানিয়ে মৎস্য মন্ত্রী, জেলা শাসক,পূর্ব মেদিনীপুর, সভাধিপতি, পুর্ব মেদিনীপুর জেলা

পরিষদ এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পুর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ কে চিঠি দেওয়া হয়।

ফলাফল - সহ মৎস্য অধিকর্তা মাননীয় সৌরীন্দ্র জানা মহাশয় সংগঠনের(পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন) নেতৃত্বদের সাথে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ সময় ধরে খটি মৎস্যজীবীদের জন্য বেহুন্দী জাল, ক্ষুদ্র মৎস্য ভেন্ডরদের ও মৎস্যজীবীদের জন্য সাইকেল ও তাপনিরোধক বাক্স, সাবমার্শিবিল পাম্প ও কমিউনিটি টয়লেট এবং সৌর আলো সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা বলেন আপনাদের বক্তব্যগুলো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবেন বলে জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন- কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল।

৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে 'মৎস্যজীবী ঋণ সংক্রান্ত দূর্নীতির সত্যতা উদ্‌ঘাটনের জন্য হস্তক্ষেপ প্রার্থণা' দাবি করে চিঠি দেওয়া হয় মহকুমা শাসক, কাঁথির নিকট।

২১শে নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস' উদ্‌যাপন সাড়ম্বরে পালিত হয় বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটিতে। 'মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন', 'কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন' এবং 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম'-এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিগন এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন। তিন জন মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃত্বকে সম্মানিত করা হয়। তাঁরা হলেন 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামে'র সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নে'র সম্পাদক শ্রী অচিন্ত্য প্রামাণিক এবং বগুড়ান জাল পাই ২নং মৎস্য খটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী পরেশ চন্দ্র মান্না মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন NAPM- এর আহ্বায়ক অমিতাভ মিত্র, গবেষক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী এবং দিশার সম্পাদক শশাঙ্ক দেব।

কাঁথি ১নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি পরিদর্শন করেন। এবং খটির ব্যবহৃত জায়গায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার প্রস্তাব খটির সদস্যদের জানান। তৎক্ষনাৎ খটি সদস্যগন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের প্রস্তাব মানতে রাজি হননি। পরবর্তী ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহকুমা শাসককে প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্রের জায়গা ঘুরে দেখান। এবং মহকুমা শাসক সংবাদ মাধ্যমে বলেন- "যে জায়গায় খটি তৈরি করা হয়েছে, সেটি বনদপ্তরের। এভাবে সরকারি জমি দখল করে খটি বানানো যায় না। সরকারি নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে"। মহকুমা শাসকের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে(কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পুর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম) ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি সহ ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের খটিগুলির অস্তিত্ব রক্ষা'র আবেদন জানিয়ে মহকুমা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সাথে সংগঠন নিরন্তর যোগাযোগ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহন করে।

ফলাফল - প্রশাসনিক স্তরে খটির ব্যবহৃত জায়গায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার তৎপরতা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জেলার অন্তর্দেশীয় মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদানের আবেদন জানিয়ে মৎস্য অধিকর্তা, উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চলের কাছে আবেদন জানানো হয়।

৩০শে মার্চ ২০২০ তারিখে লক ডাউনকে সফল করার জন্য রেশন সামগ্রী গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুরকে চিঠি দেওয়া হয়।

৮ই এপ্রিল ২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে জেলার মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জানিয়ে ৯ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব সহ মৎস্য অধিকর্তা, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা সংগঠনের দাবিপত্র রাজ্য মৎস্য দপ্তরে পাঠিয়েছেন।

২৫শে মে ২০২০ তারিখে সাইক্লোন রেজিলিয়েন্ট রিকনস্ট্রাক্সান পলিসি নিয়ে আবেদন জানানো হয় জেলা শাসকের নিকট।

২৭শে মে ২০২০ তারিখে সামুদ্রিক মৎস্য শিকার বার্ষিক বন্ধের সময়সীমা হ্রাস ও পরিবর্তনের জন্য জারি কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্য দপ্তরের ২৫শে মে ২০২০ তারিখের নতুন আদেশ প্রত্যাখ্যান করার আবেদন জানিয়ে মৎস্য অধিকর্তা এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিককে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। আমরা আনন্দিত যে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন আদেশ রাজ্য সরকার স্বীকার করেননি।

১২ই জুন ২০২০ তারিখে সাধারন মৎস্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে বিবেচনা করে মৎস্য বন্দর খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানানো হয় মহকুমা শাসক, কাঁথি এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট।

১৯শে জুন ২০২০ তারিখে নৌকার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবীকরন করার ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান চেয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ফলস্বরূপ সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক হাত দাঁড় নৌকার ক্ষেত্রে লাইফ বয়া কেনার রসিদ বাধ্যতামুলক নয় বলে জানান।

১৭ই জুলাই ২০২০ আমফান ঘূর্ণিঝড়ে মৎস্যজীবীদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রানী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ –এর নিকট।

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক লিখিতভাবে জানান- আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের ঘরের তালিকা দপ্তরে জমা করা হয়েছিল সেগুলি দপ্তর থেকে জেলা শাসকের কার্যালয়ে তালিকা করে পাঠানো হয়েছে। জেলা শাসকের নির্দেশমত ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের ঘরের আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছিল। পুনরায় জেলা শাসকের নির্দেশমত মৎস্য দপ্তরের তালিকা জেলা শাসকের কার্যালয়ে জমা করা হয়েছে।

২৯শে জুলাই ২০২০ তারিখে পটাশপুর ১ ব্লকের মৎস্যজীবীদের আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ধরা নৌকার ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারন ও ভবিষ্যৎ সমন্বয় বিষয়ে আবেদন জানানো হয় -সহ মৎস্য অধিকর্তা, মহকুমা শাসক, এগরা, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর এবং কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।

২৫শে আগস্ট ২০২০ তারিখে রামনগর ২ব্লকের অন্তর্গত ৫টি মৌজার স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের দাবিতে সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারিক, রামনগর ২ব্লক, মহকুমা শাসক, কাঁথি, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর এবং প্রধান, ৮নং কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত আবেদন জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের মৎস্য দপ্তরে নিকট পেশ করা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, মন্তব্য এবং প্রস্তাবঃ

১৯শে আগস্ট ২০১৯ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটি ফর রিভিউইং দ্য ডিউরেশন অফ দ্য ফিশিং ব্যান পিরিয়ড অ্যান্ড টু সাজেস্ট ফার্দার মেজার্স টু স্ট্রেংদেন দ্য কনজার্ভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাস্পেক্টস-এর বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ছিল মেকানাইজড বোটের ক্ষেত্রে ৪ মাস ও মটোরাইজড বোটের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সহ ৩ মাস মাছ ধরা বন্ধ রাখা।

উপরিউক্ত টেক্‌নিক্যাল কমিটির কাজ হল, মাছধরা-নিষেধ কাল (ফিশিং ব্যান পিরিয়ড)-এর মেয়াদের পুনর্বিচার করা এবং সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দিকগুলিকে সবল করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ সুপারিশ করা।

২৫শে জুন ২০১৯ তারিখে লাইফ জ্যাকেট প্রাপকগনের উপভোক্তা তালিকা সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। মৎস্য দপ্তর সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট প্রদানের কর্মসূচী গ্রহন করেন। সেইমত সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৪জন নৌকা মালিকের তালিকা দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে দপ্তর এই কর্মসূচী বাতিল করে।

ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তর গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমুদ্রে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য খসড়া জাতীয় নীতি প্রকাশ করেন। ২৫শে জুন ২০১৯ তারিখে খসড়া ন্যাশনাল মেরি কালচার পলিসি ২০১৯ বিষয়ে এন.পি.এস.এস.এফ.ডব্লিউ. .আই এবং ডি.এম.এফ এর সাথে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিকট মন্তব্য এবং মতামত পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, সংগঠন সামুদ্রিক জল এলাকার ব্যবক্তিগত মালিকানাকরণ এবং সেখানে নিবিড় মাছ চাষ করে দূষণ বৃদ্ধির বিরোধিতা করে।

২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ড্রাফট ন্যাশনাল মেরিন ফিশারিজ (রেগুলেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) বিল-২০১৯ এর উপর এন.পি.এস.এস.এফ.ডব্লিউ.আই এবং ডি.এম.এফ এর সাথে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিকট মতামত ও প্রস্তাব পাঠানো হয়।

১১ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা 'সহ মৎস্য অধিকর্তা, (সামুদ্রিক)'-এর নিকট জমা দেওয়া হয়। এই তালিকায় খটিগুলিকে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত ক্ষয়ক্ষতির তালিকা দেওয়া হয়। কারন খটিগুলি সরাসরি দপ্তরে জমা দেন। দপ্তর থেকে সংগঠনের দাবি অনুসারে ৭ টি ত্রিপল তৎক্ষণাৎ সাহায্য করেন (দেশপ্রাণ ব্লকের জন্য ১ টি ত্রিপল, কাঁথি-১ ব্লকের জন্য ৩ টি ত্রিপল, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের জন্য ৩ টি ত্রিপল)।

৭ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ড্রাফট NFDB বিল ২০১৯ বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে মতামত এবং পর্যবেক্ষন ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়েছে। ড্রাফট NFDB বিল ২০১৯ এর মাধ্যমে ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তর NFDB কে একটি লগ্নী সংগ্রাহক ও নিবেশক সংস্থায় পরিণত করার এবং তাতে মৎস্যজীবী সংগঠন ও রাজ্য সরকারগুলির অংশগ্রহণ সংকুচিত করার চেষ্টা করে। এন.পি.এস.এস.এফ.ডব্লিউ.আই এবং ডি.এম.এফ এর সাথে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম -এর তীব্র বিরোধিতা করে।

১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নন্দীগ্রাম ২ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব গোপালচক মৎস্য অবতরন কেন্দ্রে (মাছ ঘাট) বিদ্যুতায়নের দাবি জানিয়ে নন্দীগ্রাম ২ ব্লক প্রশাসনের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয় ।

১৭ই জুন ২০২০ তারিখে সামুদ্রিক মৎস্যকর্মীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত স্কিম সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। দীর্ঘ

সময় অতিবাহিত হলেও আমাদের জেলায় সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য এই স্কিম চালু হয়নি। অথচ পার্শ্ববর্তী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনাণায় চালু হয়ে গেছে।

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর প্রয়োগঃ

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মৎস্যজীবীদের জন্য সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প বিষয়ে ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিকট আবেদন জানানো হয়েছিল। ঐ তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

গত ২০শে আগস্ট ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়া গেছে। সেই উত্তরে বলা হয়েছে- গত ৫ বছরে(২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০) পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকল্পটির কোন লাভ নেননি। সাথে প্রকল্পটির বিশদ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

৩রা মার্চ ২০২০ তারিখে রাজ্য মৎস্য দপ্তরে মৎস্যজীবীদের জন্য 'সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পে'র বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। এখনো অবধি কোন তথ্য না পাওয়ার কারনে ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে রাজ্য জন তথ্য কমিশনারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

৫ই জুন ২০২০ তারিখে রামনগর ২ব্লকের অধীন ৮নং কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত মৌজাগুলিতে মৎস্যজীবীদের সরকারি আবাসন প্রকল্প থেকে বঞ্চনা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়।

গত ১৯শে জুন ২০২০ তারিখে রামনগর ২ব্লকের জন তথ্য আধিকারিক উত্তরে জানিয়েছেন কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫টি মৌজায় আবাসন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। তথ্য পাওয়ার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ প্রার্থণা করা হয়েছে।

১৫ই জুন ২০২০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সামুদ্রিক মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ঋণ এবং সাবসিডি সংক্রান্ত বিষয়ে বেনফিশ দপ্তরে কিছু প্রশ্ন করা হয় ।

গত ১৫ই জুলাই ২০২০ তারিখে বেনফিশ থেকে উত্তর দেওয়া হয়। যদিও উত্তরটি অসম্পূর্ণ।

১৩ই জুলাই ২০২০ তারিখে খসড়া জাতীয় মৎস্য নীতি ২০২০ নিয়ে কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তরে তথ্য জানার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তার উত্তরে গত ০১/০৯/২০২০তারিখে উত্তর দেয়। উত্তরে কিছু অসংগতি থাকায় পুনরায় Appellate Authority –এর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

২১শে জুলাই ২০২০ তারিখে পটাশপুর ১ব্লকের কেলেঘাই নদী এলাকা এবং মৎস্যজীবী পরিচয় পত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর না আসায় Appellate Authority-এর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

মৎস্য দপ্তর এবং বিভিন্ন সংগঠনের আহ্বানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহনঃ

৬ই জুন ২০১৯ তারিখে কাঁথির মীন ভবনের সভাকক্ষে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় মৎস্যজীবীদের অন্তর্ভূক্তী বিষয়ে আলোচনায় কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল উপস্থিত ছিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের সভাগৃহে অবৈধ মৎস্য শিকার এবং নৌকা রেজিস্ট্রেসন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র ও সধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নিউ দিল্লীর ইন্ডিয়ান সোস্যাল ইনস্টিউটে 'ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কাস ফোরামে'র আহ্বানে দুই দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহন। কর্মশালায় খসড়া অন্তর্দেশীয় মৎস্য নীতি, খসড়া মেরীন ফিশারিজ ম্যানেজম্যান্ট বিল এবং মহিলা মৎস্য কর্মীদের মৎস্যক্ষেত্রে সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কর্মশালায় পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

১৯ এবং ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত NAPM-এর রাজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহন। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, দেবাশিস শ্যামল এবং গৌতম বেরা।

১১ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে কলকাতার CIFE এর সভাগৃহে সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে সুযোগ এবং বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলা বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস বক্তব্য রাখেন।

১১ই জুন ২০২০ তারিখে মহকুমা শাসকের সভা কক্ষে 'মাছ নিলাম কেন্দ্র, ফিশিং হারবার এবং মৎস্য অবতরন কেন্দ্র পুনরায় খোলার' বিষয়ে আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় পুর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

দীর্ঘদিনের আবেদনের ফলে কাউখালি খটিতে জেটি ঘাটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটিতে বিদ্যুতায়ণ হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ফলে দীর্ঘ সময় ধরে লক ডাউন এর ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংগঠনের সবচেয়ে দুর্বল মৎস্যজীবী পরিবারকে 'দিশা' এবং 'দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম'-এর সহযোগিতায় (৬১জন) ৪০০০.০০ টাকা করে সাহায্য করা হয়। দিশা, দিল্লী ফোরাম এবং ইকুয়েশনের সহযোগিতায় আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৯ জন মৎস্যজীবীকে ত্রিপল দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর ছাত্র সমাজ একাধিকবার খেজুরী ২ব্লকে রেশন সামগ্রী, ত্রিপল, চার্জিং লাইট, রান্না করা খাবার, রামনগর ২ব্লক, নন্দীগ্রাম ২ব্লক, নন্দীগ্রাম ১ব্লক এবং কাঁথি ১ব্লকে ত্রিপল সাহায্য করেন।

ফেয়ার ফিল্ড এক্সিলেন্ট, কাঁথি সংস্থার পক্ষ থেকে কাঁথি ১ব্লকের বগুড়ান জালপাই গ্রামের ৫টি পরিবারকে ত্রিপল, ৫০০শত টাকা এবং রেশন সামগ্রী সাহায্য করেন।

মেদিনীপুর ক্যাইজ কেন্দ্র, সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে সুতাহাটা ব্লকের ৬২টি পরিবারকে রেশন সামগ্রী, ত্রিপল এবং মশারী সাহায্য করা হয়।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় কাঁথি ১-ব্লকের অন্তর্গত বগুড়ান জালপাই ১নং এবং ২নং মৎস্য খটির ৬১জন সদস্যকে এই যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। খেজুরী ২ব্লক, দেশপ্রাণ, রামনগর ২ব্লক এবং পটাশপুর ১ব্লকে মৎস্যজীবী নেতৃত্ব দায়িত্ব নিয়ে মৎস্যজীবীদের এই যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করাচ্ছেন।

সাংগঠনিক বিস্তারের পরিকল্পনা সংগঠনের নেতৃত্বদের মধ্যে রয়েছে। মার্চ ২০২০ তে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহ সম্পাদক ঝর্ণা আচার্য্য এবং প্রশান্ত বর্মনের প্রচেষ্টার ফলে পটাশপুর-১ ব্লকে সংগঠন বিস্তার লাভ করেছে। পটাশপুর -১ ব্লকের সভায় দেবব্রত খুঁটিয়া, আশিষ পণ্ডা এবং গৌতম বেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামীদিনে নতুন ব্লকের সাথে সাথে সদস্য সংখ্যা ১৫০০ করার লক্ষমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

সংগঠনের আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং সাফল্য থাকলেও ব্যার্থতাও রয়েছে –

মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার 'জাল যার, জল তার' - এই বিষয়ে কর্মশালা ও সাধারন মৎস্যজীবীদের মধ্যে দাবি সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ২০১৯-২০ বার্ষিক সাধারন সভায়। এই কর্মসূচী এখনো অবধি বাস্তবায়ন করতে না পারা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বারংবার দাবি জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে জোরালো কোন প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহন করা যায়নি। খটির জমির অধিকার ২০১৯ সালে বিশেষভাবে চর্চিত না হওয়া। রাজনৈতিক প্রতিকূলতাকে যথেষ্ট মোকাবিলা করতে না পারা।

সাথী, পুর্ব মেদিনীপুর জেলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উপকূল এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। এরমধ্যে কোষ্টাল হাই-ওয়ে, মেরিন ড্রাইভ, তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর সহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। এরফলে যথেচ্ছভাবে বালিয়াড়ি ধ্বংস, উপকূলীয় পরিবেশ এবং ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকায় যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়বে। ট্রলিং ফিশিংয়ের যথেচ্ছ মৎস্য শিকার ও নিবিড় চিংড়ি চাষের দূষিত জল এবং কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদী এবং সমুদ্রে পড়ার ফলে নদী ও

সমুদ্রেরর উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যজীবীরা আজ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অন্তর্দেশীয় মৎস্যক্ষেত্রকে প্রোডাকশান বেস হিসেবে দেখছেন। কত কম জায়গায় কতবেশি উৎপাদন করা যায় সেইদিকে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এরফলে সুস্থায়ী উৎপাদন এবং প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে সরাসরি ব্লক স্তরে চালু করার ফলে শাসক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন। এরফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সরকারি সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এইসব প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠা পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা আশাবাদী দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সফল হব।

ধন্যবাদান্তে-

শ্রীকান্ত দাস
সাধারন সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

দেবব্রত খুঁটিয়া
সাধারন সম্পাদক
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

১৫-১৬ মে ২০১৯, বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি, কাঁথি ১ ব্লক।

প্রিয় সাথী,

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যে সংগঠনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ হেন সংকটময় পরিবেশে সম্মেলন করাটাই সংগঠনের সাধারন সদস্য ও নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের। আমরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। সংকল্প নিয়েছি এই সভা থেকে আমাদের আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার।

২০১৮ সাল ঘটনা বহুল বছর। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খটি মৎস্যজীবীদের আন্দোলন জেলা তথা রাজ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। এই জেলার খটি মৎস্যজীবীদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন করলেও এই প্রথম যৌথভাবে সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের [illegible] একত্র হয়েছে। রাজনৈতিক চাপ ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে গত ২৬শে জুলাই ২০১৮ 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' গড়া হয়েছে। এর ফলে সংগঠনের যেমন বিস্তার ঘটেছে তেমনি কোথাও কোথাও সংগঠন রাজনৈতিক চাপে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নেতৃত্বদের উপর নানান রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে আবার কোথাও ভরতুকির টাকা কিংবা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সামগ্রী পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মৎস্যজীবীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংগঠন সুকৌশলে মানুষের অধিকার ও সাংগঠনিক বার্তা সাধারন মৎস্যজীবীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম দশটি ব্লকের (কোলাঘাট, সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম-২, নন্দীগ্রাম-১, রামনগর-১, রামনগর-২, কাঁথি-১, দেশপ্রাণ, এবং খেজুরী-২ ব্লক) মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। আগামী দিনে নন্দকুমার ব্লককে সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়াস গ্রহন করা হয়েছে। বর্তমানে সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহন করা মৎস্যজীবীর সংখ্যা ৬২৪।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা দুটি সংগঠনের কর্মসূচী পৃথকভাবে তুলে ধরছি—

কাঁথি মহকুমা মৎস্যজীবী ইউনিয়নঃ

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়-এর পক্ষ থেকে করা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব, প্রতিবাদ পত্র এবং আবেদন-

১) ১০/০১/২০১৮ তারিখে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তা-কে খটির মহিলা মৎস্যকর্মী ও খটি কর্মচারীদের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য আবেদন জানানো হয়।

২) ১৩/০১/২০১৮ তারিখে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহাশয়কে খটির জমির ব্যবহারের স্বত্ত্ব প্রদানে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানানো হয়।

৩) ১৯/০২/২০১৮ তারিখে খেজুরী ২ ব্লকের, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-কে খেজুরীর বিদ্যুৎবঞ্চিত খটিগুলিতে বিদ্যুতায়নের জন্য আবেদন জানানো হয়।

৪) ২১/০২/২০১৮ তারিখে পশ্চিমাঞ্চল উপ মৎস্য অধিকর্তা-কে খটির মহিলা মৎস্যকর্মীদের এবং খটি কর্মচারীদের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য আবেদন।

৫) ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে বিধায়ক, শ্রী অখিল গিরি মহাশয়কে খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানে হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন।

৬) ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে মহকুমা শাসক, কাঁথি এবং সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তাকে বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটির জায়গায় অবৈধ বালি খননের প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদন।

৭) ২০/০৪/২০১৮ তারিখে সামুদ্রিক উপ মৎস্য অধিকর্তা-কে (প্রধান কার্যালয়) কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খটি কর্মচারীদের বকেয়া ১ মাসের(মার্চ-২০১৮) সাম্মানিক প্রদানের আবেদন।

৮) ২১/০৫/২০১৮ তারিখে খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ –এর প্রকাশের পর প্রাথমিকভাবে আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করা হয় Director, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.

৯) ১৩/০৬/২০১৮ তারিখে খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি-২০১৮ –এর উপর সংগঠনের মতামত দাখিল করা হয় Director, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.

১০) ২/০৮/২০১৮ তারিখে দেশপ্রাণ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন),মহাশয়কে দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটির ব্যবহৃত মাছ শুকানোর জায়গায় বনদপ্তরের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদন।

১১) ২৮/০৮/২০১৮ তারিখে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তাকে সাইকেল সহ তাপনিরোধক বাক্স প্রাপকগণের বঞ্চনা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়।

১২) ১১/০৯/২০১৮ তারিখে দেশপ্রান ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-কে দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটিতে বিদ্যুতায়নের জন্য আবেদন জানানো হয়।

১৩) ২৬/১০/২০১৮ তারিখে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তাকে রামনগর ২ব্লকের অন্তর্গত মৈতনা পঞ্চায়েতের অধীন কাঠমুন্ডী মৌজায় মৎস্যজীবী পল্লীতে পানীয় জল ও কমিউনিটি টয়লেটের প্রস্তাব জানিয়ে আবেদন।

১৪) ২৭/১২/২০১৮ তারিখে খেজুরী ২ব্লকের অন্তর্গত নানকার গোবিন্দপুর এবং ওয়াসিলচক মৎস্য খটিতে বিদ্যুতায়নের আবেদন জানানো হয়।

১৫) ২৮/১২/২০১৮ তারিখে কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং কাঁথি ১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট কাঁথি মহকুমার উপকূল ভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপের আবেদন।

১৬) ১১/০১/২০১৯ তারিখে কাঁথি ১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট কাঁথি ১নং ব্লকের বিস্তৃর্ণ সমুদ্র সৈকত জুড়ে অবৈধ বালি খনন বন্ধে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা।

১৭) ১৪/০১/২০১৯ তারিখে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তার নিকট বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটির শৌচালয় সংস্কার করার আবেদন।

১৮) ২৮/০২/২০১৯ তারিখে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তার পক্ষ থেকে লাইফ জ্যাকেট প্রাপকের উপভোক্তা তালিকা প্রস্তুত করার জন্য অন্য একটি সংগঠনকে জানানো হয়। আমাদের সংগঠনের সাথে বৈষম্য করার প্রতিবাদ জানানো হয়।

সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তার থেকে কোন ধরনের উত্তর না পেয়ে রাজ্য মৎস্য দপ্তরকে গোটা বিষয় জানানো হয়।

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনয়ন-এর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী

১. ১৩/২/২০১৮ তারিখে পশ্চিমাঞ্চল উপ মৎস্য অধিকর্তার নিকট পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করে খটি কমিটিকে জমি ব্যবহারের স্বত্ব প্রদান, সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের ন্যায়সঙ্গত সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করা, মহিলা মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং খটিগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা ও খটি কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নেতৃত্ব দেন- সংগঠনের সাধারন সম্পাদক চঞ্চল রায়।

২. ৫/৬/২০১৮ তারিখে সংগঠনের পঞ্চম বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয় কাঁথির সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে। সভায় পাঁচটি ব্লকের প্রায় দেড় শতাধিক মৎস্যজীবী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় একটি কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। কার্যকরি কমিটির সদস্যগন সম্মিলিতভাবে ৬ জনের একটি পরিচালন কমিটি গঠন করেন। পরিচালন কমিটির সভ্যগণ হলেন- সভাপতি- তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারন সম্পাদক- চঞ্চল রায়, সম্পাদক- দেবব্রত খুঁটিয়া, সন্তোষ বর, প্রভাত বর, কোষাধ্যক্ষ- তরুলতা প্রধান।

৩. ৯/৬/২০১৮ তারিখে খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ -এর উপরে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান বক্তা ছিলেন- প্রদীপ চ্যাটার্জী।

৪. ১১/০৬/২০১৮ তারিখে ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কাস ফোরামের আহ্বানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রানালয় প্রকাশিত খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ -এর জাতীয় প্রতিবাদ দিবস কর্মসূচীতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন)-এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি- তমালতরু দাস মহাপাত্র। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গবেষক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ও দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্যা ঝর্ণা আচার্য।

পুর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরে করা উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাব, প্রতিবাদ এবং আবেদন পত্র

১. ১৩/০৮/২০১৮ তারিখে পুর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন)-কে ৯২ জন মৎস্যজীবী পরিবারের বিধবাদের জন্য 'গীতাঞ্জলী আবাসন' প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির আবেদন জানিয়ে প্রস্তাব। প্রস্তাবকে কার্যকরি করার জন্য গত ৩০/৫/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত জেলা শাসক(উউনয়ন)-কে আবেদন জানানো হয়েছে।

২. ২৩/৮/২০১৮ তারিখে রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহা মহাশয়কে জেলার খটি কর্মচারীদের (গার্ড, সুইপার এবং খটি সহায়ক) বকেয়া ১মাসের সাম্মানিক প্রদানের আবেদন জানানো হয়।

৩) ১১/১০/২০১৮ তারিখে বন দপ্তর দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটির ব্যবহৃত মাছ শুকনোর জায়গা উচ্ছেদের প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন)-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়।

৪) ২৬/১০/২০১৮ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তাকে কোলাঘাট ব্লকের মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র প্রদানের আবেদন জানানো হয়।

৫) ১০/১২/২০১৮ তারিখে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের ডাইরেক্টরকে কোলাঘাট ব্লকের মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র প্রদানের আবেদন জানানো হয়।

৬) ১০/১২/২০১৮ তারিখে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের চেয়ারম্যানকে নিবিড় চিংড়ি চাষ-এর ফলে পরিবেশ ও জীবিকার বিপন্নতার কথা জানানো হয় ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য আবেদন জানানো হয়।

৭) ১২/১২/২০১৮ তারিখে নোনাজলের সহ মৎস্য অধিকর্তাকে নিবিড় চিংড়ি চাষ (বাগদা ও ভেনামাইন) –এর ফলে পরিবেশ ও জীবিকার সর্বনাশ- যথাযথ পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়।

৮) ১৩/১২/২০১৮ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তার নিকট ৯জন কোলাঘাট ব্লকের অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের মাছ বহনকারি সাইকেল ও ঠান্ডা বাক্স প্রদানের প্রস্তাব জানানো হয়।

৯) ১৭/১২/২০১৮ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের নিকট মাছ ঘাট গুলিতে পানীয় জল এবং কমিউনিটি টয়লেট প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১০) ২১/১২/২০১৮ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট ৪৯ জন অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের মাছ বহনকারি সাইকেল ও ঠান্ডা বাক্স প্রদানের প্রস্তাব জানানো হয়।

১১) ২৮/১২/২০১৮ তারিখে জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর, মহকুমা শাসক, কাঁথি, এবং মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা, কাঁথির নিকট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়।

১২) ১১/০১/২০১৯ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলে বেআইনি বালি খনন ও চুরি বিষয়ে এবং বেলাভূমি সংরক্ষণে আশু হস্তক্ষেপ প্রার্থনাজানানো হয়।

১৩) ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে ফিসারি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে ট্রলারের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই পরামর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্যদপ্তরের নিকট আবেদন জানানো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলি হল—

১) ২৬ শে জুলাই ২০১৮ তারিখে খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ এর প্রতিবাদে 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম'-এর উদ্যোগে পোষ্ট কার্ডের মাধ্যমে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। জেলা থেকে প্রায় ৫০০ টি পোষ্ট কার্ড পাঠানো হয়। পোষ্ট কার্ড ক্যাম্পেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী।

২) ৩০/১০/২০১৮ তারিখে ভারতে পশ্চিম উপকূলে প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের সামুদ্রিক করিডরের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কাস ফোরামের ডাকে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস কর্মসূচী সফল করতে সামুদ্রিক সহ মৎস্য অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্বদেন- সংগঠনের সাধারন সম্পাদক তমালতরু দাস মহাপাত্র।

৩) ২১/১১/২০১৮ তারিখে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে কাঁথির 'সংহতি' হলে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদ্‌যাপন হয়। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসে মৎস্য ভেণ্ডর নেতা দেবেন্দ্র নাথ বর এবং মৎস্যজীবী আন্দোলনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ নেত্রী রত্না মাঝি-কে সম্মান জানানো হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ শুভময় দাস।

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি হল

১) ১৯/০২/২০১৮ তারিখে খেজুরী ২ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে থানাবেড়্যা মৎস্য খটিতে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাথী, 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' এই জেলার মৎস্যজীবী সংগঠনের লড়াইয়ের ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বহন করে নিয়ে চলেছে। আগামী দিনগুলিতেও সংগঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই জেলার ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে।

ধন্যবাদান্তে—

দেবাশিস শ্যামল
সভাপতি

তমালতরু দাস মহাপাত্র
সাধারন সম্পাদক

সংগঠনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারন সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

বর্তমানে, কয়েকটি বিশেষ দাবিকে কেন্দ্র করে সংগঠন কিভাবে কাজ করতে পারে সেবিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত চাওয়া হচ্ছে -

মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার 'জাল যার, জল তার' -

সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকারি ও মৎস্যচাষী নির্বিশেষে সমস্ত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার আজকের সমস্যার মূল কারণ জলের উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার নেই। সমুদ্র, নদী, জলাভূমি, জলাধার, পুকুর অকাতরে দখল করে নিচ্ছে একদিকে যান্ত্রিক বড় মৎস্যশিকারিরা, আরেকদিকে বন্দর, নৌ-পরিবহণ, পর্যটন, নানা নির্মাণ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ। একদিকে নদী, জলাভূমি ও জলাধার থেকে সেচ, শিল্প ও পৌর প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে জল তুলে নিয়ে জলাশয়গুলোকে মেরে ফেলা হচ্ছে, আরেকদিকে চাষের কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক ও সার, পৌর ও কলকারখানার বর্জ্য জল জলাশয়গুলির জল দূষিত করে ফেলছে। এই অবস্থায় জলাশয়ের দখলদারি ও দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, সুস্থায়ী ভাবে মাছ ধরার ও চাষ করার অধিকার বজায় রাখতে মৎস্যজীবীদের দাবি করতে হবে জলের মালিকানা।

খটির ব্যবহৃত জায়গা খটি কমিটির নামে ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদানের দাবির স্বীকৃতি —

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি হল খটির ব্যবহৃত জায়গা খটি কমিটির নামে হস্তান্তর করতে হবে। এই বিষয়ে আমাদের সংগঠনের তৎকালীন নেতৃত্বগন লাগাতার লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সহ দপ্তরের আধিকারিকের কাছ থেকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি পেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক গৌতম বেরা মহাশয় 'তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫' মারফৎ সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। প্রায় সব কয়েকটি খটির তথ্য আমাদের সংগঠনের কাছে এসেছে।

আমরা এই তথ্যগুলি নিয়ে একাধিকবার জেলা শাসক,পুর্ব মেদিনীপুর এবং সাংসদ শ্রীযুত শিশির অধিকারী এবং বিধায়ক শ্রীযুত অখিল গিরি মহাশয়ের নিকট জানান হয়েছে।

বর্তমানে সংগঠন তার ক্ষমতার মধ্যে থেকে খটির জমির অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

নিবিড় চিংড়ি চাষ —

উপকূল অঞ্চলের প্রধান পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রগত সমস্যা নিবিড় চিংড়ি চাষ। এই চাষের ফলে একদিকে যেমন কৃষি জমিগুলো বাঁজা হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমন ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের জলের মারাত্মক দূষণ হচ্ছে। মাটির উপরে যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়ছে। চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত দূষিত জল নদী, নালা, খাল,বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। এর ফলে পরিবেশে ও জীব বৈচিত্রে ব্যাপক কু-প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম-এর নীতি ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার, সুসংহত ও সুস্থায়ী মৎস্য চাষ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ ও সহ মৎস্য অধিকর্তা, ব্রেকিস-এর নিকট মরশুম শেষে নিবিড় চিংড়ি চাষের ব্যবহৃত জল ও মাটি পরীক্ষা এবং সেই রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে আবেদন জানানো হয়।

অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী পরিচয়পত্রঃ

জেলায় অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি পরিচয় পত্র পাচ্ছেন না। কোলাঘাটের মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র পাওয়ার বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বারংবার আবেদন জানিয়ে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সহ মৎস্য অধিকর্তা, কাঁথি-স্থিত কার্যালয় থেকে বলা হচ্ছে পরিচয় পত্রের স্টক জেলায় নেই। হেড অফিসে পরিচয় পত্রের ফর্ম চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এলে আপনাদের জানানো হবে।

সংগঠন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় আপনার বিবেচনাধীন রেখেছেন। সেই পয়েন্টগুলো আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেছি।

উপকূল এলাকায় উন্নয়নের নাম করে যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে জেলায়,মৎস্যজীবীদের নেতৃত্বদের কাজে রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির দূর্ণীতি, সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পে ন্যায় সংগত সম্প্রসারন ও বন্ধ হওয়া প্রকল্প চালু করা। মহিলা মৎস্যকর্মীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন। সংগঠন আগামীদিনে কিভাবে বিস্তার লাভ করবে সেই বিষয়ে কৌশল ঠিক করা।

আপনাদের ব্লকের কিংবা মৎস্যজীবীদের জন্য যদি বিশেষ কোন দাবি বা আলোচনা না হয়ে থাকে তাহলে সেই বিষয়গুলি উথাপন করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন।

জল বাঁচাও, তট বাঁচাও - উপকূলের লোক বাঁচাও
Kanthi Mahakuma Khoti Matsyajibi Union
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (Regd. No.-20474/92) -এর শাখা

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন-২০১৭-১৮

কাথি মহকুমার অন্তর্গত খটি মৎস্যজীবীরা ২০১৪ সালে জুনপুট মৎস্য খটিতে একত্রিত হয়ে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু করে ছিলেন। সেদিনের 'কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন' তার জন্ম লগ্ন থেকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকা ও তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে আসছে। ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করণ, উপকূলীয় পরিবেশ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং নিবিড় চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের সংঘবদ্ধ করা— ইউনিয়নের প্রধান লক্ষ্য. হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবাদ প্রতিম নেতা হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ও খটি আন্দোলনের নেতা অমূল্য বরের নীতি আদর্শকে পাথেয় করে আমরা পথ চলছি। বর্তমানে পাঁচটি ব্লকে ১৬ টি মৎস্য খটির ৩৮০ জন মৎস্যজীবী 'দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের' সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

'কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন' এর ২০১৭-১৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ কাজের খতিয়ান পেশ করছি।

১) ২১/ ৫/২০১৭- সংগঠনের চতুর্থ বার্ষিক সাধারন সভা খেজুরী-২ ব্লকের অন্তর্গত ওয়াশিলচক মৎস্য খটিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী এবং সাধারন সম্পাদক মিলন দাস।

২) ১১/৬/২০১৭- সংগঠনের পরিচালন কমিটি গঠন করা হয় কাঁথির ইন্দ্রপুরী লজে। পরিচালন কমিটি গঠন সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করেন দক্ষিনবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী, সাধারন সম্পাদক মিলন দাস এবং মানিক ঘোড়াই। (পরিচালন কমিটি নাম- সভাপতি- তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারন সম্পাদক- চঞ্চল রায়, সম্পাদক- দেবব্রত খুঁটিয়া, মাধব মণ্ডল, আশিষ পণ্ডা, কোষাধ্যক্ষ- জন্মেঞ্জয় দলাই)।

৩) ৭/৮/২০১৭- 'মেরিন ফিসারিজ রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যান' তৈরীর উদ্দেশ্যে ডায়মণ্ডহারবারের 'গঙ্গাভবনে' আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ। সংগঠনের পক্ষ্যে নেতৃত্বদেন সাধারন সম্পাদক শ্রী চঞ্চল রায়।
৪) ২৫/৮/২০১৭- রাজ্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে কলকাতার মীন ভবনে 'মেরীন ফিসারিজ রিসোর্স ম্যাণেজম্যান্ট প্ল্যান' প্রস্তুত সংক্রান্ত আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। সংগঠনের পক্ষ্যে নেতৃত্বদেন সাধারন সম্পাদক শ্রী চঞ্চল রায়।

৫) ২৯/৮/২০১৭ – ৩০/৮/২০১৭- অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবী নেতৃত্বদের নিয়ে ওসিয়ান গ্র্যাবিং এবং ন্যাশনাল মেরীণ ফিসারিজ পলিসি-২০১৭ এর উপর কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং কর্মশালার আয়োজন দায়িত্বের সাথে সম্পন্ন করা হয়।

ঠিকানা -জালালখানবাড় (ওয়ার্ড নং-২১) :: কাঁথি বাজার :: কাঁথি :: পূর্ব মেদিনীপুর :: পিন - ৭২১৪০৩,
ফোন - ৯৪৩৪২১৮৪৩৮ / ৯৬৩৫১২৯৫১১/৯৯৩৩৬০২৮০৮ :: E-Mail : kmkmu@rediffmail.com

৬) ১৮/১০/২০১৭- শৌলা ২নং মৎস্য খটির মহিলা মৎস্য কর্মীদের সশক্তি করণের লক্ষ্যে খটির পুকুরে চাছ চাষ কর্মসূচী এবং দাদনপাত্রবাড় মহিলা কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাছ শুকনোর চাথাল নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন সংগঠনের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র।

৭) ২১/১০/২০১৭- গত ইং ১৮/১০/২০১৭ তারিখ থেকে ২১/১০/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত চলা অকাল বর্ষণ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রামনগর-২ ব্লকের অন্তর্গত দাদনপাত্রবাড়, চেওয়াগুলী-২ এবং শৌলা ২নং মৎস্য খটি পরিদর্শনে যান সংগঠনের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মানিক ঘোড়াই।

৮) ১০/১১/২০১৭- গত ইং, ১৮/১০/২০১৭ থেকে ২১/১০/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত চলা অকাল বর্ষণ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের পরিবেশবাদী সংগঠন দিশা'র সহযোগিতায় ১০০টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়।

৯) ২১/১১/২০১৭- দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস কার্যক্রমে সংগঠন থেকে ৬ জন প্রতিনিধি এবং একটি সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহন করেন।

১০) ২২/১১/২০১৭- খটির জমি খটি কমিটির কাছে ব্যবহারিক স্বত্ত্ব প্রদান সহ আরো পাঁচ দফা দাবি নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন। নেতৃত্ব দেন- সংগঠনের সাধারন সম্পাদক শ্রী চঞ্চল রায়, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহ সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস।

১১) ৮/১/২০১৮- খেজুরী-২ ব্লক শাখার সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী এবং সাধারন সম্পাদক মিলন দাস।

১২) ১৪/০১/২০১৮- দীঘা মোহানা কোষ্টাল থানায় আটক ১৪ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবীকে দেশে ফেরানোর জন্য দীঘা মোহানা কোষ্টাল থানার ওসি এবং কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর মহাশয়ের সহিত আলোচনা।

১৩) ১৪/১/২০১৮- খটির জমি ব্যবহারিক স্বত্ত্ব প্রদানে হস্তক্ষেপ প্রদানের আবেদন জানানো হয় কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শিশির অধিকারী মহাশয়ের নিকট। নেতৃত্বদেন সংগঠনের সভাপতি- তমাল তরু দাস মহাপাত্র, উপস্থিত ছিলেন- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহ সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস এবং সহ সভাপতি শ্রীমতি রত্না মাঝি।

১৪) ১৩/২/২০১৮- খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদান সহ আরো ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চলের নিকট ডেপুটেশন। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক- শ্রী চঞ্চল রায় এবং দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহ সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস।

১৫) ৫ এবং ৬মার্চ ২০১৮- গঙ্গাসাগরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ২৬তম বার্ষিক সাধারন সভায় ১১জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

১৬) ১৮/৩/২০১৮- খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদান করতে হবে এই দাবিতে বিধায়ক শ্রী অখিল গিরি মহাশয়ের নিকট স্মারকলিপি প্রদান। নেতৃত্ব দেন- সংগঠনের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং সাধারন সম্পাদক চঞ্চল রায়।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চিঠি-

১) ৭/৯/২০১৭ - সংগঠনের পক্ষ্য থেকে 'কনজারভেসন অফ মেরিণ ফিসারিজ রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যান' বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য ডাইরেক্টর অফ ফিসারিজকে জানানো হয়।

২) ১২/৯/২০১৭- শৌলা ২নং মৎস্য খটির মহিলা মৎস্য কর্মীদের সশক্তিকরণের জন্য মাছের চারা, মাছের খাবার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদানের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় রামনগর-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে।

৩) ১১/১/২০১৮- খটির মহিলা মৎস্য কর্মী ও খটি কর্মচারীদের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য আবেদন জানিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক-কে চিঠি দেওয়া হয়।

৪) ৬/২/২০১৮- খেজুরী ২ব্লকের অন্তর্গত খটিগুলিতে বিদ্যুতায়নের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

৫) ২১/২/২০১৮- খটির মহিলা মৎস্যকর্মী এবং খটি কর্মচারীদের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব উপ মৎস্য অধিকর্তা,পশ্চিমাঞ্চলের নিকট আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৬) ২০/৪/২০১৮- কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খটি কর্মচারীদের বকেয়া ১ মাসের সাম্মানিক প্রদানের আবেদন জানিয়ে উপ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক (হেড অফিস) –কে আবেদন জানানো হয়েছে।

অন্যান্য-

'তথ্যের অধিকার আইন-২০০৫' এর যথাযথ প্রয়োগের ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথি আমরা জানতে পারছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটির দূর্নীতি যেমন প্রকাশ্যে এসেছে, তেমনি দুই জেলার (পূর্ব মেদনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা) সমুদ্রপোকূলে চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরাম্পরাগত ভাবে কাজ করে আসা স্ব-শাসিত খটিগুলি (মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলি) মৎস্য দপ্তরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন কিনা জানতে চাওয়া হলে দুই জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের উত্তরে কোন সামঞ্জস্য নেই।

সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কর্তৃক কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে গুরুতর কাজের ভার অনৈতিকভাবে খটি কমিটির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভবিষৎ-এ এই বিষয়গুলির সামনা সামনি হওয়ার ক্ষেত্রে আর-টি-আই - এর উত্তর কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প-

২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে খটিগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয় বরাদ্দ নেই বললেই চলে। সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত মাত্র দুটি খটিতে মাছ শুকনোর চাথাল। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বেহেন্দী জাল- ৩৫টি, নীল বিপ্লব প্রকল্পে- ৩টি মোটর সাইকেল সহ তাপনিরোধক বাক্স এবং সাইকেল সহ তাপনিরোধক বাক্স- ৫৯টি মৎস্য দপ্তর থেকে পাওয়া গেছে।

সাথী, সমুদ্রে মাছের আকাল, সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির পাহাড় প্রমাণ দূর্ণীতি, ব্যাপক হারে বেড়ে চলা নিবিড় চিংড়ি চাষ এবং ট্রলিং ফিসিং, অনিয়ন্ত্রিত উপকূল ভাগের উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক চাপ সাধারন মৎস্যজীবী এবং সংগঠনকে দূর্বল করেছে। এই পরিস্থিতিতে চাই সাহস এবং সংঘবদ্ধ লড়াই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের লড়াইয়ের ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। আসুন নতুন করে শপথ নেই ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে।

শুভেচ্ছান্তে-

চঞ্চল রায়
সাধারন সম্পাদক

"জল বাঁচাও, তট বাঁচাও — উপকূলের লোক বাঁচাও"

Kanthi Mahakuma Khoti Matsyajibi Union

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

দক্ষিনবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (Regd. No.- 20474/92) - এর শাখা

বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০১৬-২০১৭

প্রারম্ভিক কিছু কথা-

২০১৬-১৭ দেশের এবং সংঠনের কাছে একটি ঘটনা বহুল বর্ষে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের আদেশ, রাজ্য মৎস্য দপ্তরের খটি একত্রী করন, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক করনের খটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব, রাজনৈতিক দলগুলির খটি কমিটি দখলের প্রচেষ্টা, এবং ট্রলিং ফিসিং এর বাড়বাড়ন্ত, সমুদ্র দূষণ প্রভৃতির ফলে খটি মৎস্যজীবীরা আজ চরম সংকটে।

রাজ্য মৎস্য দপ্তরের খটি একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক(কাঁথি) করনের খটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব ও রাজনৈতিক দলের একাংশের খটি কমিটি দখলের প্রচেষ্টা খটি মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এরফলে সাধারণ খটি মৎস্যজীবীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। খটিগুলির মধ্যে এতদিনের যে রাজনৈতিক সৌহার্দ্যবোধ ছিল সেই পরম্পরা আজ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটি ও গোপালপুর মৎস্য খটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি স্থিত কার্যালয় ও রাজনৈতিক দলের একাংশ গাঁট ছড়া বেঁধে খটি কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল তা ভীষণ দুঃখজনক। এলাকার সাধারন মৎস্যজীবীরা এই চক্রান্তকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে।

বেনফিস সামুদ্রিক মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে ঋণ দেওয়ার নাম করে যেভাবে সাবসিডি প্রদান করছে এরফলে সাবসিডি পাইয়ে দেওয়ার জন্য একপ্রকার দালাল চক্র তৈরি হয়েছে। আমদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ঋণ প্রদানের পদ্ধতি জানার চেষ্টা করা হলেও তার কোন সদুত্তর আমরা জানতে পারছি না। পুরো প্রক্রিয়াটা অসচ্ছ। এরফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থান্বেষী মানুষ লাভবান হচ্ছেন। কৃষিজমি ধ্বংস করে চলছে অতিনিবিড় চিংড়ি চাষ। এরফলে পরিবেশ দূষণ ও ভূগর্ভস্থ জলের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে।

বর্তমান বছরে কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের ছয়টি সাধারন সভা, খেজুরী ও রামনগর ২ব্লকে দুটি ব্লক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং এই বছরে প্রায় দুই শতাধিক সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **কাঁথি মহকুমার ক্ষেত্রে সদস্য সংগ্রহের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই প্রথম খটি মৎস্যজীবীরা সরাসরি সংগঠনের সদস্যপদ নিচ্ছেন।**

মৎস্যজীবী আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ আলোচ্যঃ

১) ১৯/৪/২০১৬ খটি গুলিতে পাণীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি স্থিত কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়।

২) ২১/৪/২০১৬ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির উদ্যোগে মহিলা মৎস্য কর্মীদের মুরগী বাচ্চা প্রদান করা হয়। জুনপুট, শৌলা- ২, চেঁওয়াশুলী-২ এবং

ঠিকানা ঃ জালালখাঁবাড় (মাউন্টেন ক্লাবের পিছনে) ঃঃ কাঁথি ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৪০১
মোঃ- ০৩২২০-২৮৮৫৪০, মোবাইল ঃ-৮৯৬৭১৪৪৯৮১/৯৮৭৪৭১৭৯৯৫/৯৯৩৩৬০২৮০৮ ::e-mail-kmkmu@rediffmail.com

দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি কমিটি মুরগী বাচ্চা পাওয়ার জন্য আবেদন করেও বঞ্চিত ছিলেন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের মাধ্যমে।

৩) ২৭/৪/২০১৬ তারিখে সংগঠনের পক্ষ্য থেকে 'খসড়া ন্যাশনাল পলিসি অন মেরিণ ফিসারিজ'-২০১৬ এর উপরে সংগঠনের পক্ষ্য থেকে লিখিত প্রস্তাব সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি স্থিত কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়।

৪) ২৭/৬/২০১৬ তারিখে রামনগর ২ব্লকের চার জন মৎস্যজীবীর 'অধিকার প্রকল্পে' আবাসন পাওয়ার জন্য বিধায়ক অখিল গিরির নিকট আবেদন জানানো হয়।

৫) ১৩/৭/২০১৬ তারিখে বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটির মৎস্যজীবীদের ব্যবহৃত জায়গায় বন দপ্তরের গাছ লাগানোর প্রতিবাদে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, জেলা শাসক, পূর্ব মেদিনীপুর এবং রেঞ্জার, কাঁথি স্থিত কার্যালয়ে সংগঠনের পক্ষ্য থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

৬) ৪/৮/২০১৬ তারিখে জলোচ্ছ্বাসে শৌলা ২নং মৎস্য খটির ভেঙ্গে যাওয়া সমুদ্র বাঁধ পূর্ণর্নিমান করার আবেদন জানিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রামনগর ২ব্লক, সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি, এবং প্রধান, কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

৭) ৭/৯/২০১৬ তারিখে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালের বকেয়া সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা উপভোক্তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের মাধ্যমে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়।

৮) ৭/৯/২০১৬ তারিখে স্বীকৃত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ২২টি করার প্রতিবাদে ও আরো নয় দফা খটি মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া বিষয়ে স্মারকলিপি জেলাশাসকের নিকট জমা দেওয়া হয়।

৯) ১৯/৯/২০১৬ তারিখে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালের বকেয়া 'সঞ্চয় ও ত্রাণ' প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা উপভোক্তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়।

১০) ২১/৯/২০১৬ তারিখে স্বীকৃত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ২২টি করার প্রতিবাদে ও আরো নয় দফা খটি মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া বিষয়ে স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের নিকট জমা দেওয়া হয়।

১১) ২৭/৯/২০১৬ তারিখে চেঁওয়াশুলী ২নং মৎস্য খটির ব্যবহৃত জায়গায় কারবারের নিরাপত্তা চেয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হয়।

১২) ৭/১১/২০১৬ তারিখে 'সঞ্চয় ও ত্রাণ' প্রকল্পের ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালের প্রাপ্য টাকা এখনো অবধি বেশ কয়েকটি খটিকে ফেরৎ না দেওয়ার প্রতিবাদে বেনফিসের ডাইরেক্টরকে আবেদন জানানো হয়।

১৩) ২১/১১/২০১৬ তারিখে 'বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস' উদ্‌যাপন কাঁথির সেন্ট্রাল বাসস্টান্ডে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেণ্ডর ইউনিয়ন ও কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন যৌথ ভাবে পালন করে। প্রথমবার সংগঠনের পক্ষ্য থেকে মৎস্যজীবী আন্দোলনের দুই বর্ষীয়ান নেতা শ্রীকৃষ্ণ দাস এবং বীরেন্দ্রনাথ শ্যামল মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 'দিশা'র সহযোগিতায় ৪০জন দুস্থ মৎস্যজীবীকে শীত বস্ত্র

প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জী, সভাপতি, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, অমিতাভ মিত্র, আহ্বায়ক, এন-এ-পি-এম, সুজয় কৃষ্ণ জানা, সহ সভাপতি, মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন। সভাপতিত্ব করেন- তমাল তরু দাস মহাপাত্র।

১৪) ৮/১২/২০১৬ তারিখে খটি গুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায়ার আবেদন জানিয়ে জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধক্ষ্যকে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

খটি গুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণঃ

১) কমিউনিটি টয়লেট-

মৎস্য দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত কমিউনিটি টয়লেট প্রাপক খটিগুলি হল- দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটি, শৌলা ২নং মৎস্য খটি, বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি, কাউখালী মৎস্য খটি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে বগুড়ান জালপাই ২ নং মৎস্য খটি এবং নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি ব্যতিরেক সমস্ত খটিতে কমিউনিটি টয়লেট ও সাব মার্শিবিল পাম্প বসান হচ্ছে।

সাবমার্শিবিল পাম্পঃ

সংগঠনের প্রস্তাবের ফলে মৎস্য দপ্তর থেকে খটি গুলিকে বরাদ্দ করা হয়। খটি গুলি হল- বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি, শৌলা ২নং মৎস্য খটি, কাউখালী মৎস্য খটি,

মাছ শুকনোর জন্য সিমেন্টের চাথাল-

মৎস্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত খটি গুলি হল- দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি- ৮টি, দহসোনামুই ৫টি।

বাঁশের মাচা নির্মাণ-

শৌলা ১নং মৎস্য খটি-৩ ইউনিট, দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটি- ৩ ইউনিট, দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি- ৩ ইউনিট, শৌলা ২নং মৎস্য খটি- ৩ ইউনিট।

বেহুন্দী জাল- ২৯ ইউনিট

চেঁওয়াশুলী ২নং মৎস্য খটি-২ ইউনিট, দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি- ৬ইউনিট, শৌলা ২নং মৎস্য খটি-২ ইউনিট, বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটি- ২ইউনিট, শৌলা ১নং মৎস্য খটি- ১ইউনিট, দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটি- ১ইউনিট, বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি- ১ইউনিট, দহসোনামুই মৎস্য খটি- ২ইউনিট, থানাবেড়্যা মৎস্য খটি-২ইউনিট, পূর্ব পাঁচুড়িয়া মৎস্য খটি-২ইউনিট, পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি- ১ইউনিট, অরকবাড়ি মৎস্য খটি- ২ইউনিট, কাউখালী মৎস্য খটি- ২ইউনিট, ওয়াশিলচক মৎস্য খটি- ২ইউনিট, নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি-১ইউনিট।

সোলার লণ্ঠন- সাকুল্যে- ৩০টি

চেঁওয়াশুলী ২নং মৎস্য খটি-২ টি, দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি- ৬টি, শৌলা ২নং মৎস্য খটি- ৩টি, বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটি-২টি, বগুড়ান জালপাই ২নং মৎস্য খটি- ১টি, শৌলা ১নং মৎস্য খটি- ১টি, দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটি- ১টি, দহসোনামুই মৎস্য খটি- ২টি, গোপালপুর মৎস্য খটি- ১টি, থাণাবেড়্যা মৎস্য খটি- ২টি, পূর্ব পাঁচুড়িয়া মৎস্য খটি- ১টি, পশ্চিম পাঁচুড়িয়া প্রধান খটি- ১টি, অরকবাড়ি মৎস্য খটি- ১টি, কাউখালী মৎস্য খটি- ২টি, ওয়াশিলচক মৎস্য খটি- ২টি, নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি- ২টি।

সাফল্যঃ

১) সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি বঞ্চিত খটির মহিলা মৎস্যকর্মীদের মুরগীবাচ্চা প্রদান করেন।

২) স্মারকলিপি প্রদানের ফলে বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটির ব্যবহৃত জায়গায় বণসৃজন লাগানোর পরিকল্পনা বাতিল করে বন দপ্তর।

৩) সংগঠনের লাগাতার দাবির ফলে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালের বকেয়া 'সঞ্চয় ও ত্রাণ' প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা 'বেনফিস' উপভোক্তাদের ফিরিয়ে দেওয়া কার্যকরী হয়।

৪) কমিউনিটি টয়লেট ও সাব মার্শিবিল পাম্প প্রকল্প থেকে বঞ্চিত নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটিকে দেওয়ার জন্য মৎস্য দপ্তর প্রস্তাব গ্রহন করেছে।

৫) সংগঠনের উদ্যোগে শৌলা ২নং মৎস্য খটির মহিলা সদস্যদের সশক্তি করনের লক্ষ্যে'দিশা'র আর্থিক সহযগিতায় খটির পুকুরে মাছ চাষ করে লাভবান হয়েছে।

** আর টি আই এখন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন প্রায়ই ব্যবহার করছে। এর ফলে শুধু যে নানা তথ্য জানা যাচ্ছে তা নয়, সরকারের কাছে এটা সাধারণ মৎস্যজীবীদের সচেতনতা এবং নজরদারীর নজির সৃষ্টি করছে। এর ফলে দূর্নীতিগ্রস্ত এবং স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া গেছে।

<u>মূল দাবিগুলি –</u>

১) খটির ব্যবহৃত জমি খটি কমিটির নামে ব্যবহারিক আইনি অধিকার দিতে হবে।

২) ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের মৎস্য সম্পদে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩) সমবায় সমিতিগুলিকে সরকারের মুখাপেক্ষী করে না রেখে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো এবং সাধারণ মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণের হাতিয়ারে পরিণত করা।

৪) মহিলা মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণ ও ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প চালু করা। আমাদের প্রস্তাব এই প্রকল্পের নাম 'মৎস্যকণ্যা' প্রকল্প রাখা হোক।

৫) 'সঞ্চয় ও ত্রাণ' প্রকল্পে বি পি এল শর্ত আরোপ করা চলবেনা। এই প্রকল্পে প্রত্যেক খটি মৎস্যজীবীদের যুক্ত করতে হবে।

<u>দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের নিকট প্রস্তাবঃ</u>

১) দক্ষিনবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের আওতাভূক্ত সমস্ত খটি সমিতি ও মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটি গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা আহ্বান করতে হবে। ঐ সভায় খটি মৎস্যজীবীদের সাহায্যের জন্য সোসাইটিগুলি কিভাবে কাজ করতে পারে তার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা।

২) পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৪১টি খটিকে ২২টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ্য থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

৩) দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সভা কমপক্ষে চারটি করার প্রস্তাব জানানো হচ্ছে।

৪) কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে দুই হাজার ও তার বেশীলোকের জমায়েত সহ ডেপুটেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫) মহিলা সশক্তিকরনের জন্য সংগঠনের মহিলা শাখার একটি ইউনিট খোলা এবং একটি সম্মেলনের আয়োজন করা।

৬) মাছ ধরা বন্ধের নিষেধাজ্ঞা ৬১দিন থেকে বাড়িয়ে ১৮০দিন করা। মোটরাইজড বোটগুলিকে ৬১দিন বন্ধ রাখা এবং হস্তচালিত মাছ ধরা যান ও সরঞ্জামগুলিকে মাছ ধরা বন্ধের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত করা। এই বিষয়ে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মৎস্যদপ্তরের কাছে স্পষ্ট দাবি জানাক।

প্রিয় সাথী-

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের একাংশের খটি কমিটিতে যেনতেন প্রকারেণ নিজেদের সমর্থিত লোকেদের বসানোর প্রচেষ্টা, অপরদিকে জেলা মৎস্য দপ্তর খটি কমিটি গঠন ও মৎস্য অবতরণ উন্নয়নের নাম করে খটিগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলে সংগঠনকে দূর্বল করার প্রয়াস গ্রহণ করছে। কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ন্যাশনাল ফিশ্‌ওয়ার্কাস ফোরাম ও দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের আদর্শের পতাকা বহন করা। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যত প্রলোভন, যত বিপদ আসুক, কোন পরিস্থিতিতে সংগঠন আদর্শচ্যূত হবেনা। কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন দল,মত,জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সাধারন খটি মৎস্যজীবীদের জন্য কাজ করবে।

ধন্যবাদ-

তমাল তরু দাস মহাপাত্র
সভাপতি

গৌতম বেরা
সাধারন সম্পাদক

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাংগঠনিক রিপোর্টঃ ২০১৫-১৬

শোক প্রস্তাব

মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও শৌলা ২নং মৎস্য খটির প্রাক্তন সম্পাদক এবং শৌলা মেরিণ ফিসারম্যাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি নিখিল গিরি মহাশয়ের অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে তাঁর পরিবারের প্রতি সংগঠনের পক্ষ্য থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

মৎস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত জাতীয় পরিস্থিতিঃ

বেদনা এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই রিপোর্ট আজ আপনাদের কাছে পাঠ করতে হচ্ছে। কারন, গত মরশুমে খটি মৎস্যজীবীদের অবস্থা চরম সংকটে। আপনারা জানেন একদিকে সমুদ্রে মাছের আকাল অন্যদিকে চেন্নাইয়ে অতি বর্ষনের প্রভাব এই রাজ্যের খটি মৎস্যজীবীদের মৎস্য ক্ষেত্রের উপর ভীষণ খারাপ প্রভাব ফেলেছে। গত দশ বছরে এই রকম চরম সংকটে খটি মৎস্যজীবীদের পড়তে হয়নি। মাছ ধরা মরশুমের মাত্র তিন মাস মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পেরেছেন।বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু মৎস্যজীবী তাদের জীবিকা হারানোর আশংকায় ভূগছেন।

দেশের সামুদ্রিক মৎস্যক্ষত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে যান্ত্রিক মৎস্যশিকার নৌবহর দ্বারা নির্বিচারে মাছ লুঠ। অপরদিকে অতি নিবিড় বানিজ্যিক চিংড়ি চাষের ফলে কৃষি জমির উপর আক্রমণ ও উপকূল নিকটবর্তী এলাকায় মাছের প্রচণ্ড আকাল। অতি নিবিড় বানিজ্যিক চিংড়ি চাষের ফলে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের পরিমান কমছে, প্রকৃতি তার ভারসম্য নষ্ট করছে।

মৎস্যজীবী আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখঃ

১০/৩/১৫ – কয়েক দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন।

৬/৪/২০১৫- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য তমালতরু দাস মহাপাত্রের উপর নৃসংস আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এস-পি, জেলা শাসক ও কাঁথির মহকুমা শাসককে স্মারক লিপি প্রদান করা হয় ।

১০/৮/২০১৫- খটি মৎস্যজীবীদের বরাদ্দকৃত প্রকল্প (সাইকেল, ঠান্ডা রাখার বাক্স, জাল) দ্রুত রূপায়ণ, থানবেড়্যা, জুনপুট ও হরিপুর মৎস্য খটির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন সহ অন্যান্য দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

১৮/৮/২০১৫- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য সুরজিৎ মাইতির উপর দুষ্কৃতকারীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ও দুষ্কৃতকারীদের দ্রুত গ্রেপতারের দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এস-পি এবং জেলা শাসককে আবেদন জানানো হয়।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাংগঠনিক রিপোর্টঃ ২০১৫-১৬

২৭/৮/২০১৫- সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক 'বিভিন্ন স্তরের খটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব' এর উপর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত খটি গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গুলি লিখিতভাবে প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর সহ জমা দেওয়া হয়।

২৯/৮/২০১৫ – অতি বর্ষনে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের 'দিশা'র সহযোগিতায় ত্রিপল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, কাঁথি এবং দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য তমালতরু দাস মহাপাত্র ।

৮/১০/২১৫- শুকনো মাছে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধে প্রতিকার চেয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, ও মহকুমা শাসক, কাঁথির নিকট আবেদন জানানো হয়।

২১/১১/২০১৫ – সংগঠনের পক্ষ্য থেকে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন করা হয় কাঁথির সেণ্ট্রাল বাস স্ট্যাণ্ডে। উপস্থিত ছিলেন- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী, পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দলনের নেতা প্রদীপ দত্ত ও দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কোষাধ্যক্ষ সুজয় কৃষ্ণ জানা প্রমুখ।

২৮/১২/২০১৫- খটি মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সহ- মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট ডেপুটেশন ।

৮/১/১৬ – সি-আর-জেড বিজ্ঞপ্তি -২০১১ অনুযায়ী তিনজন মৎস্যজীবী সহ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে জেলাস্তরের সি-আর-জেড কমিটিতে অন্তর্ভূক্তীকরণের জন্য আবেদন জানিয়ে স্মারক লিপি প্রদান করা হয় জেলা শাসকের নিকট।

সাফল্য:

সংগঠন দীর্ঘ দিন ধরে খটি গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব দপ্তরে জানিয়ে আসছিল । তার ফল স্বরূপ কয়েকটি খটিতে পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি আছে আরো অনেকগুলি খটির কাজ।

পূর্ব পাঁচুড়িয়া মৎস্য খটি (খেজুরী ২ব্লক) - মোরাম রাস্তা-১কিমি।
থানাবেড়্যা মৎস্য খটি (খেজুরী ২ব্লক) - মোরাম রাস্তা- ১কিমি, সাব মার্সিবিল পাম্প,
হরিপুর মৎস্য খটি- কমিউনিটিহল, সাব মার্সিবিল পাম্প, বরাদ্দ হয়েছে কমিইনিটি টয়লেট, ।
জুনপুট খটি- বোল্ডার সহযোগে মোরাম রাস্তা ১.৫কিমি, ফিস ডায়িং বেড, সাব মার্সিবিল মাম্প, বরাদ্দ হয়েছে কমিউনিটি টয়লেট।
দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি- সাব মার্সিবিল পাম্প। বরাদ্দ হয়েছে কমিউনিটি টয়লেট।

*** সংগঠনের লাগাতার লড়াই ও সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, রামকৃষ্ণ সরদারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ২০০৯ সালের বরাদ্দকৃত 'আমার বাড়ি' প্রকল্পের ১২৫ জন উপভোক্তা বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম কিস্তির চেক পেয়েছেন।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাংগঠনিক রিপোর্টঃ ২০১৫-১৬

*** পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির উদ্যোগে আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত খটি গুলির মহিলা মৎস্য কর্মীদের প্রায় ৩০০ইউনিট মুরগী বাচ্চা প্রদান করা হয়। (১ইউনিট= ২০টি মুরগী বাচ্চা ও ১৭কেজি খাদ্য) ।

*** স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মাছ শুকনোর জন্য বাঁশের মাচা ও কংক্রীটের টানেল ড্রায়ার প্রদান করা হয়। যেসব খটি এই সুবিধে পেয়েছেন তাদের মধ্যে – **জুনপুট** (বাঁশের মাচা-১৪ইউনিট, টানেল ড্রায়ার ২ টি), **দাদনপাত্রবাড়** (বাঁশের মাচা- ১৪ ইউনিট, টানেল ড্রায়ার ২ টি), **হরিপুর**(বাঁশের মাচা- ৭ ইউনিট) ,**কাউখালী** (বাঁশের মাচা- ৫ইউনিট)।

*** ইলিশের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের সাইকেল ও ঠান্ডা রাখার বাক্স, এবং নৌকার সাহায্যে যেসব মৎস্যজীবী বর্ষাকালে মাছ ধরেন তাদের দপ্তর থেকে ঠান্ডা রাখার বাক্স প্রদান করা হয়। খটি ভিত্তিক হিসেব-

সাইকেল ও ঠাণ্ডা বাক্সঃ

দীঘা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি- ২, চেঁওয়াগুলি ২মৎস্য খটি-৫, শৌলা (২) – ৮, দাদনপাত্রবাড়- ৪০, বগুড়ানজাল পাই(২)- ৫, বগুড়ানজাল পাই(১)- ৫, হরিপুর- ২০, জুনপুট-৪০, শৌলা(১)- ৬, দক্ষিণ কাদুয়া- ৫, দহসোনামুই- ১৫, গোপালপুর- ১০, থানাবেড়্যা- ৬, পূর্ব পাঁচুড়িয়া- ৫, পাঁচুড়িয়া প্রধান- ৫, অরকবাড়ী- ৫, কাউখালী- ৬, ওয়াসিলচক -৬, এবং নানকার গোবিন্দপুর- ৫।

ইনসুলেটেড বক্সঃ

দাদনপাত্রবাড়- ৭০, বগুড়ানজাল পাই(২)- ৫, বগুড়ানজাল পাই(১)- ৩, হরিপুর- ১৫, জুনপুট-৫৫, শৌলা(১)- ৭, দক্ষিণ কাদুয়া- ২, দহসোনামুই- ১৫, গোপালপুর- ২, থানাবেড়্যা- ৭, পূর্ব পাঁচুড়িয়া- ২, পাঁচুড়িয়া প্রধান- ৭, অরকবাড়ী- ৫, কাউখালী- ১০, ওয়াসিলচক -৬, নানকার গোবিন্দপুর- ২,দীঘা মৎস্যজীবী-২, চেঁওয়াগুলি (২)- ৫, এবং শৌলা(২)-৭ ।

*** গত ১৫-১৬ মার্চ ডায়মণ্ডহারবারে অনুষ্ঠীত দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের বার্ষিক সাধারন সভায় আমাদের সংগঠন থেকে পরিচালন কমিটিতে সহ সভাপতি হিসেবে শ্রীমতি রত্না মাঝি ও দেবাশিস শ্যামল এবং সহ সম্পাদক হিসেবে শ্রী চঞ্চল রায় মনোনীত হয়েছেন।

*** তথ্যের অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহার সংগঠন করছে। এর ফলে বহু না জানা বিষয় আমরা জানতে পেরেছি। সংগঠনের সদস্যরা বহু বিষয়ে জানতে পারছেন।

প্রিয় সাথি,

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাংগঠনিক রিপোর্টঃ ২০১৫-১৬

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ২৯ শে মার্চ ২০১৪ তারিখে জুনপুট খটিতে প্রথম সম্মেলণের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু হয়। আমাদের তৃতীয় বার্ষিক সাধারন সভায় দাঁড়িয়ে নতুন ভাবে সপথ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা হরেকৃষ্ণ দেবনাথের পতাকা বহন করছি।

সংগঠনের পক্ষ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আপনাদের কাছে রাখছি। আর কি কি দাবি সংযোজন করা যেতে পারে তারজন্য আপনাদের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি সমূহঃ

১) পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করে খটি কমিটির কাছে তা ব্যবহারের সত্ব প্রদান করতে হবে।

২) মহিলা মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্যক্ষেত্রে মহিলা মৎস্যকর্মীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাছ ধরা, মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও মাছ বিক্রয়ে তাদের যোগদান অনস্বীকার্য। অথচ মহিলা মৎস্যকর্মীদের জন্য সরকারি প্রকল্প নেই। **আমাদের দাবি পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মৎস্যকর্মীদের জন্য জীবন ও চিকিৎসা বিমা, স্বল্পসুদে ঋণ, কর্মক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সহায়তা ও অনুদান সহ একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ দেওয়া হোক।** *আমাদের প্রস্তাব এই প্রকল্পের নাম "মৎস্যকণ্যা প্রকল্প" দেওয়া যেতে পারে।*

৩) উপকূলীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহায়তা।

স্বীকৃত নির্দেশ মোতাবেক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নৌকা গুলির 'কালার কোডিং' ও প্রয়োজনীয় নথীগুলি নৌকায় সংরক্ষণের জন্য **আমাদের দাবি-**

(ক) দেশি নৌকা গুলিকে লাইসেন্সের পূর্বে কালার কোড অনুযায়ী রঙ করার দায়িত্ব দপ্তরকে নিতে হবে। এবং

(খ) দেশি নৌকোর লাইসেন্স, লগ বুক, মৎস্যজীবী পরিচয় পত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ নৌকায় সুরক্ষিত রাখার জন্য জল নিরোধক বাক্স দিতে হবে।

৪) সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের ন্যায়সঙ্গত সম্প্রসারণ।

সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পটি মাছ ধরা বন্ধ থাকার বা কম হওয়ার সময়ে সহায়তার জন্য প্রদান করা হয়েছিল। একদিকে যথেষ্ট সংখ্যক উপকূলীয় ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের প্রকল্পের আওতায় না আনা, অপরদিকে বি,পি,এল শর্ত আরোপের ফলে প্রকল্পের যৌক্তিকতা অনেকাংশে লঙ্ঘিত **হয়েছে। আমাদের দাবি- বি,পি,এল শর্ত অপসারন করে উপকূলীয় সব ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী ও মৎস্যকর্মীদের এই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।**

৫) Coastal Regulation Zone Notification -2011 সংক্রান্ত আবেদন।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাংগঠনিক রিপোর্টঃ ২০১৫-১৬

ক) Coastal Regulation Zone Notification -1991 এবং 2011 লঙ্ঘন করে যে সমস্ত নির্মান হয়েছে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। যারা এই নির্মানের সাথে যুক্ত তাঁদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং, অবৈধ নির্মানগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

খ) মান্দারমনি এলাকায় যাতে নতুন করে বালিয়াড়ি, কেয়া বন, উপকূলীয় গুল্ম ও বাদাবন ধ্বংস না করা হয় তার জন্য নজরদারী চালাতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

গ) ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সি. আর. জেড. জেলা কমিটি গঠন করতে হবে।

৬) সমুদ্র সম্পদ রক্ষা ও ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার সুরক্ষিত করা।

ক) এঁপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ থেকে আমাদের রাজ্যে ১২০ দিনের জন্য ৪সিলিন্ডার থেকে উপরে সমস্ত Mechanised Boat **এর মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে হবে।**

খ) নতুন করে ৪সিলিন্ডার এর উপরে Mechanised Boat এর রেজিস্ট্রেসন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। গ) ২২ কিমি মধ্যে ট্রলার (Bottom Trawler) যাতে মাছ ধরতে না পারে তার জন্য কোস্টাল পুলিশ ও কোস্ট গার্ড কে নজরদারী চালাতে হবে।

৭) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির পুনরুজ্জীবন করতে হবে।

ক) যে সমস্ত সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির ঋণ খেলাপি আছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে। ঋণ খেলাপির কারন কী জানাতে হবে। টাকা তছরুপের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

খ) যে সমস্ত সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ঋণ খেলাপির আওতায় আসেনি সেই সমস্ত সমবায়গুলি যাতে 'বেনফিস' থেকে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি যাতে নিয়মিতভাবে 'বেনফিস' থেকে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৮) খটি গুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা

মৎস্যজীবীরা খটিতে কাজের সুবাধে ২৪ঘন্টা থাকতে হয়। হঠাৎ কোন চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি খটি গুলো থেকে দূরে থাকার ফলে মৎস্যজীবীরা চিকিৎসা পরিষেবা পাননা। তাই আমাদের আবেদন-

(ক) প্রত্যেকটি খটিতে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য 'চিকিৎসা সহায়ক' নিয়োগ করতে হবে।

(খ) সপ্তাহে ১ বার খটি গুলিতে সরকারী চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করতে হবে।

৯) খটি কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে ও বছরে বারো মাসের বেতন দিতে হবে।

১০) প্রস্তাবিত হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ঘোষনা করতে হবে।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাংগঠনিক রিপোর্ট ২০১৪-১৫

শোক প্রস্তাব

মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির প্রাক্তন সম্পাদক মণ্টুলাল মন্ডলের অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। মণ্টুলাল বাবু গত ১/৫/২০১৫ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে তাঁর পরিবারের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

সাধারন মন্তব্য

গত ২৯শে মার্চ ২০১৪ তারিখে জুনপুট মৎস্য খটিতে 'কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের' প্রথম সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক মাননীয় দিব্যেন্দু অধিকারী মহাশয় সংগঠনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করেন। ঘোষনার মধ্য দিয়ে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পথ চলা শুরু।

মৎস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত জাতীয় পরিস্থিতি:

সারা দেশ জুড়ে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সঙ্কটের সম্মুখীন। অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার, দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্যসম্পদের ব্যাপক হানি ঘটিয়েছে শুধু তাই নয় সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট এলাকা নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এই সঙ্গেই ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হয়েছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা।

দেশের সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে যান্ত্রিক মৎস্যশিকার নৌবহর দ্বারা নির্বিচারে মাছ লুঠ। এর ফলে উপকূল নিকটবর্তী এলাকায় মাছের প্রচন্ড আকাল। যান্ত্রিক মৎস্যশিকারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ না চাপালে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা রক্ষার কোন উপায় নেই। এর সাথে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো সরকার বিদেশী মাছ ধরার জাহাজগুলিকে লাইসেন্স দিচ্ছে মৎস্য সম্পদের আরো লুণ্ঠনে মদত দেওয়ার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে হরিপুরে পরমানু বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করছেন। আমাদের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। একে যেকোন ভাবে প্রতিহত করতে হবে।

মৎস্যজীবী আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখঃ

খটির জমির অধিকার সংক্রান্ত

লাগাতার লড়াইয়ের ফলে সরকার বর্তমানে খটির ব্যবহৃত জমি মৎস্যদপ্তরের নামে হস্তান্তর করার কাজ গুরুত্ব সহকারে করার কথা বলছে এবং এই বিষয়ে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। (১) সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিক, খটি গুলির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। এবং, একটি রঙিন মানচিত্র তৈরী করেছেন।

(২) খটিগুলির জমির দাগ ও খতিয়ান নম্বর চিহ্নিত করন করা হয়েছ। খটি গুলির চিহ্নিত জমি আর-আই কে দিয়ে সার্ভে করার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

আমারবাড়ী প্রকল্পের দূর্নীতি

দীর্ঘ দিন ধরে নিরন্তর লড়াই করার ফলে অমৎস্যজীবী ও যে সমস্ত ব্যক্তি দুটি করে আবাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করে দপ্তর তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নিয়েছে। এই টাকা ফেরতের প্রক্রিয়ার জন্য 'সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিক' রামকৃষ্ণ সরদার কে ধন্যবাদ জানাই।

গত ইং ১০/১১/২০১৪ ও ২৯/১২/২০১৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিক-কে তৃতীয় পর্যায়ে ১২৫ বাড়ির কাজ শুরুর দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি সংক্রান্ত সমস্যা

রামনগর ২ব্লক প্রশাসন খটির জায়গায় অবৈধ্য ভাবে জল প্রকল্প স্থাপন করেন। তার প্রতিবাদে জেলা শাসক,পুর্ব মেদিনীপুর, উপ মৎস্য অধিকর্তা(পশ্চিমাঞ্চল), ও সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিক, কাঁথি-র নিকট একাধিকবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এরফলে ব্লক প্রশাসন ও মৎস্যদপ্তর মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

গত ইং ২৮/৬/২০১৪ এবং ২৯/৬/২০১৪ তারিখ রামনগর ২ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে মাছ শুকনোর জায়গা থেকে থেকে অবৈধ্যভাবে বালি তোলা হয়। সি আর জেড-১ আওতাভূক্ত এলাকা হওয়া স্বত্বেও কি করে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এই কাজ করতে পারেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ১/৭/২০১৪ তারিখ সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক-এর নিকট অভিযোগ জানানো হয়। ৩/৭/২০১৪ তারিখ দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির সম্পাদক মন্টুলাল মণ্ডল মহাশয় যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের বিরুদ্ধে রামনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

১৫/১০/২০১৪ তারিখে উপ অধিকর্তা(পশ্চিমাঞ্চল) কে লিখিত আবেদন জানানো হয় যে অবিলম্বে মাছ শুকনোর জায়গা বালি পূর্ণ করার আবেদন জানানো হয়।

থানাবেড়িয়া মৎস্য খটি সংক্রান্ত সমস্যা

১৪/২/২০১৫ - ১৬/২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরা ৯টি জালকে টুকরো টুকরো করে দেয় হলদিয়া বন্দরের দুটি মাটি কাটা ড্রেজার। থানাবেড়িয়া মৎস্য খটির লায়াগন তালপাটি ঘাট কোষ্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে থানার 'ও সি' অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। ডি,এম,এফ-এর পক্ষ থেকে এস,পি, পুর্ব মেদিনীপুর কে লিখিত ভাবে ও দূরভাষে অভিযোগ জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসক, পুর্ব মেদিনীপুরকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জুনপুট কোষ্টাল থানা জুনপুটে করার আবেদন

কাঁথি ১ব্লকের অন্তর্গত মাজিলাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন জুনপুটে 'কোষ্টাল থানা' হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। কিন্তু, দেখা গেল কোষ্টাল থানা জুনপুটে না হয়ে পেটুয়াঘাট বন্দরে কোষ্টাল থানার উদ্বোধন করা হয়।

জুনপুট কোস্টাল থানা জুনপুটে করতে হবে এই দাবিতে এলাকার মানুষের আন্দোলনের সাথে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন সহযোগিতা করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সরাষ্ট্র সচিব,জেলা শাসক,পুর্ব মেদিনীপুর এবং এস,পি,পুর্ব মেদিনীপুরকে লিখিত ভাবে আবেদন জানানো হয়।

অবশেষে জুনপুট পঞ্চায়েত অফিসের দোতালায় জুনপুট কোস্টাল থানার ফাঁড়ি চালু করা হয়। প্রশাসনিক স্তরে থানার জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন

বর্তমান আর্থিক বছরে কাঁথি মহকুমার খটি গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 'মৎস্য দপ্তর' থেকে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদ্‌যাপন

২১ নভেম্বর ২০১৪ দিনটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়। খেজুরী ২ব্লকের অন্তর্গত থানাবেড়িয়া মৎস্য খটিতে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খেজুরী ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীম কুমার মণ্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান প্রাণকৃষ্ণ দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডি এম এফ এর বার্ষিক সাধারন সভা

বর্তমান বছর ডি এম এফ-এর বার্ষিক সাধারন সভা সফল ভাবে করতে পেরেছি।

ডেপুটেশন

২৫/৮/২০১৪ নয় দফা দাবি সম্বলিত উপ অধিকর্তা(পশ্চিমাঞ্চল) কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১০/১১/২০১৪ সাত দফা দাবি সম্বলিত সহ মৎস্য অধিকর্তা,সামুদ্রিক-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১৭/১২/২০১৪-১০/৩/২০১৪ জেলাশসাক, পুর্ব মেদিনীপুর-কে দুই বার ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

তথ্যের অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহার সংগঠন করছে। এর ফলে বহু না জানা বিষয় আমরা জানতে পেরেছি। সংগঠনের সদস্যরা বহু বিষয় জানতে পারছেন।

প্রিয় সাথী,

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন আজ একটি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৫ – এই এক বছরের মধ্যে সংগঠন বেশ কয়েকটি খটিকে তার সাংগঠনিক আওতায় আনতে পেরেছে তাই নয় মৎস্যজীবীদের লড়াই-আন্দোলনকেও একটি স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছে। ক্রমেই সংগঠনের প্রতি আপামর খটি মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসা বাড়ছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রতিটি সদস্যকে আরো দায়িত্ব সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা হরেকৃষ্ণ দেবনাথের স্বপ্নের পতাকা বহন করছি।

চঞ্চল রায়
সাধারন সম্পাদক

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পদাধিকারিগণ

২০২১

নাম	পদ
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
দেবাশিস শ্যামল	সাধারণ সম্পাদক
মানসী দাস	সম্পাদক
ময়না মন্ডল	সম্পাদক
অমল ভূএঞা	সম্পাদক
বাবলু সাহা	কোষাধ্যক্ষ

২০২০

নাম	পদ
দেবাশিস শ্যামল	সভাপতি
শ্রীকান্ত দাস	সাধারণ সম্পাদক
চন্দনা প্রধান	সম্পাদক
সহদেব মন্ডল	সম্পাদক
হারাধন দাস	সম্পাদক
আশিষ পন্ডা	কোষাধ্যক্ষ

২০১৯

নাম	পদ
দেবাশিস শ্যামল	সভাপতি
শ্রীকান্ত দাস	সাধারণ সম্পাদক
বৈশাখী দাস	সম্পাদক
ভানুচরন বর	সম্পাদক
হারাধন দাস	সম্পাদক
আশিষ পন্ডা	কোষাধ্যক্ষ

২০১৮

নাম	পদ
দেবাশিস শ্যামল	সভাপতি
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সাধারণ সম্পাদক
উত্তম খাটুয়া	সম্পাদক
রাইপদ বর্মন	সম্পাদক
মাধব মন্ডল	সম্পাদক
উত্তম সেন	কোষাধ্যক্ষ

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পদাধিকারিগণ

২০২১

নাম	পদ
শ্রীকান্ত দাস	সভাপতি
দেবব্রত খুঁটিয়া	সাধারণ সম্পাদক
চন্দনা প্রধান	সম্পাদক
গৌতম বেরা	সম্পাদক
অনন্ত শীট	সম্পাদক

২০২০

নাম	পদ
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
দেবব্রত খুঁটিয়া	সাধারণ সম্পাদক
তরুলতা প্রধান	সম্পাদক
সন্তোষ বর	সম্পাদক
চন্দনেশ্বর মহাপাত্র	সম্পাদক

২০১৯

নাম	পদ
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
কৃত্তিবাস পাত্র	সাধারণ সম্পাদক
তরুলতা প্রধান	সম্পাদক
সন্তোষ বর	সম্পাদক
চন্দনেশ্বর মহাপাত্র	সম্পাদক
দেবব্রত খুঁটিয়া	কোষাধ্যক্ষ

২০১৮

নাম	পদ
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
চঞ্চল রায়	সাধারণ সম্পাদক
দেবব্রত খুঁটিয়া	সম্পাদক
সন্তোষ বর	সম্পাদক
প্রভাত বর	সম্পাদক
তরুলতা প্রধান	কোধাধ্যক্ষ

২০১৭

নাম	পদ
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
চঞ্চল রায়	সাধারণ সম্পাদক
দেবব্রত খুঁটিয়া	সম্পাদক
আশিষ পন্ডা	সম্পাদক
মাধব মণ্ডল	সম্পাদক
জন্মেঞ্জয় দলাই	কোষাধ্যক্ষ

২০১৬

নাম	পদের নাম
তমালতরু দাস মহাপাত্র	সভাপতি
গৌতম বেরা	সাধারন সম্পাদক
দেবব্রত খুঁটিয়া	সম্পাদক
শ্রীমতি সাধনা জানা	সম্পাদক
সর্ব্বেশ্বর খাঁড়া	সম্পাদক
জন্মেঞ্জয় দলাই	কোষাধ্যক্ষ

২০১৫

নাম	পদের নাম
গৌতম বেরা	সভাপতি
প্রশান্ত বর	সাধারণ সম্পাদক
দেবব্রত খুঁটিয়া	সম্পাদক
জন্মেঞ্জয় দলাই	সম্পাদক
পঞ্চানন বর	সম্পাদক
সুজিৎ প্রধান	কোষাধ্যক্ষ

২০১৪

নাম	পদ
শক্তিপদ শাসমল	সভাপতি
চঞ্চল কুমার রায়	সাধারণ সম্পাদক
প্রশান্ত বর	সম্পাদক
সর্বেশ্বর খাঁড়া	সম্পাদক
সেক জাহেদ আলি	সম্পাদক

দৈনিক স্টেটসম্যান মঙ্গলবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

মৎস্যমন্ত্রীকে নিবেদন

১) এই লেখাটি মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী হিরণ্ময় নন্দকে নিবেদন করতে বাধ্য হলাম। রাজ্যে, তথা ভারতে, আপনি একমাত্র মৎস্যমন্ত্রী, যিনি এতবছর ধরে একই দপ্তরে আছেন। আজকের লেখা আপনাকে নিবেদন করবার অন্যতম কারণ হরিপুর। হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাবার প্রস্তাব আসে। তখন আমি শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বানে হরিপুর গিয়েছিলাম। একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা সেখানেই হয়। কেননা, ২০০৬ সালে হরিপুরে হরেকৃষ্ণ দেবনাথও ছিলেন, যদিও সেদিন আমি তাঁকে যথেষ্ট জানতাম না।

আপনি মৎস্যমন্ত্রী। অথচ ২০০৬ সালে; ইতিশ্রুতি, আপনি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সপক্ষে কথা বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন? কিছু ভেবে? কিছু না ভেবে? একদা না কি মরিচঝাঁপি কাণ্ডে জ্যোতি বসুকে সমর্থন করেছিলেন। তেমনিভাবেই কাকে সমর্থন করলেন? আপনাদের রাজনীতি! পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাবে দিল্লি, আপনারা রে-রে-রে করে তাতে বাধা দেন। আবার হরিপুরের বেলা "হ্যাঁ" বলেন।

যাক গে, মৎস্যমন্ত্রী যে মৎস্যজীবীদের স্বার্থ কিছুই বোঝেন না, তা আমরা জেনে গেছি। এটাও মনে করি, এই রাজ্যে ন্যাশনাল ফিশওয়ার্কার্স ফোরাম—এরই অঙ্গ। "দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম যে কি অসামান্য সংগঠন, তা আপনি বুঝতে চেষ্টাই করলেন না। বামফ্রন্ট সরকার যে শ্রমিকদের বন্ধু সেমতো উক্তিতে বুদ্ধর মতো আপনিও থুতু ফেলেন। তা ফেলুন। তবে জিজ্ঞেস করছি, এ রাজ্যের উপকূল এলাকা তো মাত্রই ৰপ্তজ্জ্ব কিমি.। মৎস্যজীবীদের গ্রাম ৩৪৬টি। মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ২৬৯,৫৬৫। অথচ রাজ্যে মাছ উৎপাদন হয় ১ লক্ষ ৯০ টন। বিদেশি মুদ্রা অর্জন হয় ৩০০ কোটি। অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের শ্রম থেকে এ টাকা আসে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা রাজ্যে যাদের হারভাঙা শ্রমের কারণে এ টাকা আসে, তাদের জীবন, জীবিকা যে সমূলে ধ্বংস হতে চলেছে, সে কথা ভাবেন? ভাবেন না। অরণ্যমন্ত্রী বনজঙ্গলের খবর রাখেন না। আপনি মৎস্যজীবীদের খবর রাখেন না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ৪/৫টা দপ্তরের কোনওটার খবর রাখেন না, সব খবর কি অন্য কারো রাখার কথা ছিল?

আপনার দপ্তরীয় উন্নয়ন চিত্র এইরকম :- (১) সুন্দরবনে টাইগার রিজার্ভ-এর বাহানা করে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেওয়া হচ্ছে না। (২) বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জে গড়ে উঠছে পরিবেশ ধ্বংসকারী পর্যটন কেন্দ্র। (৩) জম্বুদ্বীপ থেকে দশ হাজার মৎস্যজীবীকে তাড়ানো হল, জায়গাটি সাহারা ইন্ডিয়াকে দিতে হবে বলে। (৪) সাগরদ্বীপে হবে গভীর সমুদ্র বন্দর। অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বারো হাজার কোটি। (৫) নয়াচরে কেমিকেল হাব হবেই হবে। (৬) হরিপুরে হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। (৭) কোটলাতে হবে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। (৮) মান্দারমণিতে পর্যটন নিবাস গড়ে উঠেছে।

এসব হয়েছে, হচ্ছে, হবে। আপনি এবং আপনার দপ্তর কি করবেন? সমগ্র উপকূলটা তো চলে যাচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে। জীবন-জীবিকা থেকে যে-সব মানুষ, মরিচঝাঁপির সেদিনের উদ্বাস্তুদের মতই উচ্ছেদ হতে চলেছে, তাদের কথা ভেবেছেন? ভাবার কথা ছিল না?

দৈনিক স্টেটসম্যান বুধবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ • কলকাতা ৫

মৎস্যমন্ত্রীকে জানাই

মহাশ্বেতা দেবীর

কলমে

মৎস্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি, মৎস্যজীবী ও তাঁদের জীবিকার বিষয়ে তাঁর সরকারের চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের কথা। আজ জানাব, . পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের ন্যূনতম অধিকারের (পেশাগত + মানবিক) কথা।

১) হরেকৃষ্ণ দেবনাথের (১৯৪৯-২০০৯) সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে এই রাজ্যের পেশাগত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা তাঁদের নিরন্তর লড়াইয়ের ফলে বেশ কিছু দাবি আদায় করতে পেরেছিল। এই পেশাগত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা ডিঙি নৌকা চেপে মাছ ধরে-- ট্রলারের মালিক নয় এরা। ক) ট্রলার পরিবেশ ও সমুদ্র ধ্বংস করে। খ) ডিঙি নৌকা পরিবেশ + সমুদ্র বন্ধু।

কী কী দাবি আদায় করেছিল?—ক) এই মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র বা আইডেন্টিটি কার্ড আদায় করেছিল। খ) সঞ্চয়-ত্রাণ প্রকল্প (রিলিফ cum savings scheme) আদায় করে। গ) ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে মৎস্যজীবীদের বার্ধক্য ভাতা। ঘ) মৎস্যজীবীদের জন্য বাসগৃহ। ঙ) মৎস্যজীবীদের জন্য তাদের সোসাইটি মাধ্যমে ঋণ দান।

এই সব প্রকল্পের বাস্তব চিত্রটা কী?—'ক' নং দাবি পেয়েছে। 'খ' নং দাবি প্রথম বা স্যাংশন করে। তার পরে আর বাড়েনি। 'গ' এই দাবি অনুমোদন হয়েছিল, কিন্তু কতজন পেয়েছে। তা মৎস্যজীবীরা জানে না। আপনি জানেন? যদি জানেন, মৎস্যজীবীরা জানে না কেন? হয় ওদের জানান, নয় সম্পূর্ণ বাস্তব তথ্য বোর্ডে লিখে আপনার উপকূল-দফতরের অফিসের সামনে টাঙিয়ে দিন। ঘ) কোনও মৎস্যজীবী বাসগৃহ পায়নি। মৎস্যজীবী এলাকাতেই কোনও ঘর হয়নি।

ঘর হয়নি, অথচ কন্ট্রাক্টর ঘরের টাকা তুলে নিয়েছে। এটা ঘটেছে, শোনা যাচ্ছে। আপনার পার্টি ক্যাডারদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। পূর্ব মেদিনীপুর-এ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূল জেলা পরিষদ দখল করে। তারপর আপনার দফতরীয় অপকর্মের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছিল। ঘটনাটি আপনি জানেন। ঙ) মৎস্যজীবীদের সোসাইটিকে ঋণ দান প্রকল্প (এন-সি-ডি-সি) বিষয়ে বলব, এই প্রকল্প প্রথম বছর। প্রথম থেকেই দুর্নীতি কলঙ্কিত। আপনাদের পার্টির ক্যাডার + কন্ট্রাক্টর + বেশ কিছু খটি-সম্পাদক এ টাকা লুটেছেন। তাঁরা 'দিয়ে থুয়ে' খেয়েছেন ইতিশ্রুতি। আপনি নিজে কিছু জানেন? আপনি কি জানেন, পূর্ব মেদিনীপুরে মৎস্যজীবীদের ঘর নিয়ে কী রাজনীতি চলছে? ইন্দিরা-আবাস-যোজনা এখন পাওয়া যায়, তা আমি কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি। হরিপুর খটির জেলেরা ঘর পাবে কবে?

এবার আসছি মৎস্যজীবী + ভেন্ডারদের প্রসঙ্গে। স্বাধীনতার পর এত বছর কাটল, আপনি এতদিন ধরে মৎস্যমন্ত্রী, কিন্তু ফিশভেন্ডারদের কাজের স্বীকৃতির পরিচয়পত্রটা আজও দিলেন না। আমি বেশ কিছু ফিশ-ভেন্ডার মহিলাদের সঙ্গে কথা বললাম এবং তাঁদের অভিযোগ শুনলাম। ক) তাদের যানবাহনের কোনও ব্যবস্থা নেই। খ) খটি থেকে মাছ বিক্রির জায়গা অবধি কোথাও মহিলাদের শৌচালয় বা পানীয় জলের কল, কিছুই নেই। এটা তো নারীনির্যাতনের মধ্যেই পড়ে। গ) রোদ ও বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে মাথার ওপর কোনও আচ্ছাদন নেই। ঘ) কী খটি, কী বাজার, কোলের শিশুদের রাখার কোনও জায়গা নেই। ঙ) বরফের ব্যবস্থাই নেই, আইস বক্স নেই। হয় ঝুড়িতে মাছ রাখতে হয়, নয় ফেলে দিতে হয় মাছ যখন বেশি।

৩২ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে এদের কোনও ব্যবস্থা হল না। এগুলোও নারীনির্যাতন, যদিও কোনও রাজনীতিক দলই এ বিষয়ে ভাবে না। আসলে মাছ বেচে তো গরিব মেয়েরা, মধ্যবিত্তরা নয়। এদের উপর মহাজনের শোষণও কম নয়। সকালে ১০০ টাকা ধার নিলে সন্ধ্যায় ১১০ টাকা দিতে হয়।

তামিলনাড়ু, কেরলে গিয়ে দেখে আসুন, মাছ বিক্রেতা মহিলারা কী কী সরকারি সুযোগ পায়।

দেখে আসুন, শিখে আসুন, নইলে কী করবেন। বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করুন। জ্যোতি বসু নেই, বুদ্ধ তো আছেন।

সাথী মৎস্যজীবী ভাইবোনেরা,

কাঁথি মহকুমার খটি মৎস্যজীবীদের রয়েছে অধিকার আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রয়াত নেতা হরেকৃষ্ণ দেবনাথের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় প্রথম সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প নিয়ে আসা, খটি মৎস্যজীবী মহিলা ও পুরুষদের সমবায় সমিতি গঠন, সরকারের কাছ থেকে মৎস্য খটিগুলির স্বীকৃতি আদায়, হরিপুর থেকে পরমাণু প্রকল্প হঠানো - এরকম বহু ছোট-বড় অধিকার ও দাবি আদায় করতে আমরা সফল হয়েছি।

কিন্তু ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এখনও অনেক কিছু বাকি। খটির জমিগুলির ব্যবহারের আইনি অধিকার খটিসমিতিগুলি এখনও পায়নি, ট্রলিং ফিশিং লুঠ করে নিচ্ছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের হকের মাছ আর প্রতিদিন নষ্ট করছে আমাদের জাল-নৌকো, প্রতিনিয়ত রয়েছে উপকূল বেদখল হওয়া আর মৎস্যজীবীদের উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা, সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পে ব্যাপক বঞ্চনা, মহিলা মৎস্যকর্মীদের কাজের সাংঘাতিক অনিশ্চয়তা, খটিতে খটিতে পরিকাঠামোর অভাব, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি অকেজো হয়ে আছে, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা জাল-নৌকো কেনা বা সারানোর জন্য কোন সরকারি সহায়তা পাচ্ছে না, মৎস্যজীবীদের জীবন ও চিকিৎসা বিমা নেই, আবাসন প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, বৃদ্ধ ও অশক্ত মৎস্যজীবীদের জন্য বরাদ্দ অবসর ভাতা মেলেনা বললেই চলে, খটি কর্মচারীদের এখনও স্থায়ীকরণ হয়নি।

এর উপর আছে কুৎসিত দূর্নীতি, স্বজনপোষণ। প্রকৃত ও অভাবি মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত করে একশ্রেণীর লোক মৎস্যজীবী নেতা সেজে সরকারি প্রকল্পগুলি নিয়ে ব্যবসা করছে। সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তারা কোথাও মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, কোথাও নিজেদের লোককে অন্যায়ভাবে সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দিচ্ছে।

সাথী, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদার করতে না পারলে আমরা এইসব অন্যায় ও বঞ্চনার হাত থেকে নিস্তার পাবো না। আর এই লড়াই করতে হলে দরকার সংঘবদ্ধ হওয়া, সংগঠনকে শক্তিশালী করা। তাই প্রতিটি খটি মৎস্যজীবী ভাই-বোনের কাছে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের আহ্বান –

- দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি খটি মৎস্যজীবী কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নে সামিল হোন
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদার করে তুলুন

গৌতম বেরা ও প্রশান্ত বর কর্তৃক প্রচারিত

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের আহ্বান

জল বাঁচাও, তট বাঁচাও, উপকূলের লোক বাঁচাও

- অবিলম্বে মৎস্য খটির জমি ব্যবহারের আইনি অধিকার খটি সমিতির হাতে দাও।
- ট্রলিং ফিশিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করো।
- উপকূলীয় নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল (সি আর জেড) বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করো।
- বি পি এল শর্ত হটাও, প্রতিটি সামুদ্রিক মৎস্যকর্মীকে সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প দাও।
- মাছ বাছাই ও শুকানোয় নিযুক্ত মহিলা মৎস্যকর্মীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করো।
- প্রত্যেক খটির কমিউনিটি হল, অফিস, গুদাম, পানীয় জল, শৌচাগার, আলো ও রাস্তা সহ পরিকাঠামোগত প্রয়োজনগুলি অবিলম্বে পূরণ করো।
- জাল, নৌকো ক্রয় ও মেরামতির জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।
- প্রতিটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর জন্য আবাসন, জীবন ও চিকিৎসা বিমা প্রকল্প চালু করো।
- সামুদ্রিক মৎস্যজীবী খটি সমবায় সমিতিগুলিকে অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করো।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করো।
- প্রতিটি খটি কর্মচারীর স্থায়ীকরণ ও ন্যূনতম ৮,০০০ টাকা মাসিক বেতন নিশ্চিত করো।

* * *

একদিকে মাছের আকাল আরেকদিকে খটির জমি নিয়ে অনিশ্চয়তা ও নানাভাবে জমি দখলের চক্রান্ত - সাঁড়াশি আক্রমণে চিরাচরিত ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নাভিশ্বাস।

তার ওপর রয়েছে সরকারি প্রকল্প নিয়ে দূর্নীতি, বঞ্চনা।

জীবন-জীবিকার সংগ্রাম ও সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

লুঠ হয়ে যাচ্ছে সাগর, লুঠ হয়ে যাচ্ছে উপকূল, লুঠ হচ্ছে হকের টাকা
জোট বাঁধো তৈরী হও

-কাঁথি মহকুমা খঁটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

সাথী,

কাঁথি মহকুমার খটি মৎস্যজীবীদের সামনে আজ সমূহ বিপদ। খটি মৎস্যজীবীদের একমাত্র দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে আপনাদের এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

সমুদ্রের মাছ লুঠ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে - মরশুমের পর মরশুম ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছের আকালে ভুগছে। মাছ কমে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার মৎস্যজীবী মাছ ধরা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এর কারণ একদিকে সমুদ্রের জলে কল-কারখানার,শহর আর হোটেলের নোংরা মিশছে, আরেকদিকে ট্রলার আর মাছ ধরার যান্ত্রিক বড় নৌকাগুলো আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে সমুদ্র থেকে যথেচ্ছ মাছ লুঠ করে নিচ্ছে। আইন অনুযায়ী উপকূলের ২২ কিলোমিটারের মধ্যে বটম ট্রলিং নিষিদ্ধ, আর ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে ৩০ হর্স পাওয়ারের বেশি শক্তিশালী নৌকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ। অথচ প্রতিদিন লুঠেরারা এই নিয়ম ভাঙছে। মৎস্য দপ্তর নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে।

আমাদের দাবি ঃ

অবিলম্বে সমুদ্র দুষণ বন্ধ করতে হবে।
বটম ট্রলিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
ট্রলিং ও মাছ ধরার যান্ত্রিক নৌকোর উপর জারি নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

কাঁথি মহকুমার সামুদ্রিক মৎস্য খটির সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ২২ করার চক্রান্ত - সম্প্রতি মৎস্য দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাঁথি মহকুমার ৪১টি খটির মধ্যে তারা মাত্র ২২টিকে স্বীকৃতি দেবেন, বাকি ১৯টির স্বীকৃতি বাতিল হবে। অজুহাত অনেক খটির নাকি কোন অস্তিত্ব নেই। ডাহা মিথ্যা। ৪-৫টি খটি দুর্বল হলেও বাকি গুলিতে নিয়মিত কাজ হয়। আর দুর্বল খটিগুলি কিভাবে ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটা দেখা তো মৎস্য দপ্তরের কর্তব্য। তা না করে ১৯টি খটির স্বীকৃতি বাতিল এক গভীর চক্রান্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে যার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের হঠিয়ে দিয়ে উপকূলের জমি দখল করা। হোটেল আর দালাল তৈরী করা। যত এই ব্যবসা জমবে তত স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি ও দালালদের পকেট ফুলে ফেঁপে উঠবে।

আমাদের দাবী ঃ—

স্বীকৃত মৎস্য খটির সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ২২ করার চক্রান্ত বন্ধ করো।
দুর্বল খটিগুলির সাথে আলোচনা করে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা।
মৎস্য খটির জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করে খটির নির্বাচিত কমিটিকে ঐ জমি ব্যবহারের স্বত্ব দিতে হবে।

দূর্নীতিবাজ বাটপাড়ের দল মৎস্যজীবীদের হকের পাওনা আত্মসাৎ করছে- কয়েক বছর আগে 'আমার বাড়ি' প্রকল্পের সময় মৎস্যজীবী নেতার ভেকধারি দালালরা বেরিয়ে পড়েছিল গরীব মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্প অবৈধভাবে বেচে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেওয়ার জন্য। আজ আবার তারা বেরিয়ে পড়েছে সাধারণ মৎস্যজীবীদের নামে 'বেনফিস' থেকে ঋণ প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে সাবসিডির টাকা আত্মসাৎ করতে।

এ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন তোলাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। 'কাঁথি মহকুমা খঁটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নে'র জন্ম দূর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। হরেকৃষ্ণ দেবনাথ,ফাদার টমাস কোচারি, মহাশ্বেতা দেবীর শিক্ষা দূর্নীর্তির বিরোধিতা করে যে কোন মূল্যে গরীব মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

আমাদের দাবী ঃ-

সাধারণ মৎস্যজীবীদের জন্য বেনফিসের ঋণ প্রকল্পের সাবসিডির টাকা মেরে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করুন।

মৎস্যজীবীদের হকের টাকা মেরে দেওয়া ভেকধারী নেতাদের চিহ্নিত ও প্রত্যাখান করুন।

প্রতিটি ঋণ প্রকল্পের টাকা (মূল ও সাবসিডি সহ) সরাসরি গ্রহীতার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে দিতে হবে।

সব যোগ্য মৎস্যজীবীকে ঋণের জন্য আবেদনের সুযোগ দিতে হবে।

ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের বকেয়া টাকা ফেরৎ চাই, সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প থেকে বি.পি.এল শর্ত হঠাও ঃ- গত ইং ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরে বেশির ভাগ মৎস্যজীবী উপভোক্তা তাঁদের প্রাপ্য টাকা এখনও ফেরৎ পাননি। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে গরীব মৎস্যজীবীদের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। আবার ২০১২-১৩ আর্থিক বছর থেকে এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে বি.পি.এল শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। অথচ সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প চালু হয়েছিল মাছের বংশবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার জন্য মাছ ধরা স্বেচ্ছায় বন্ধ রাখার সময় মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তার জন্য। অর্থাৎ এটি আদতে ছিল মৎস্যজীবীদের পেশাগত অধিকার।

আমাদের দাবী ঃ-

অবিলম্বে সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের প্রাপকদের প্রাপ্য টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে বি.পি.এল শর্ত আরোপ করা চলবে না।

সমস্ত সামুদ্রিক মৎস্যকর্মীকে সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের আওতাভূক্ত করতে হবে।

সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের অর্থমূল্য ২,৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা করতে হবে।

অন্যান্য দাবী ঃ-

সমুদ্র তট ও উপকূলের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরী করতে হবে।

সমস্ত ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ ও নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের উপকূলের ব্যবস্থাপনার অধিকার দিতে হবে।

প্রতিটি সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর জন্য জীবন ও চিকিৎসা বিমা, আবাসন, ব্যার্ধক্যভাতা সহ পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহিলা মৎস্যকর্মীদের জন্য ঋণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ ও কারিগরী সহায়তা সহ গুচ্ছ প্রকল্প অনুমোদন করতে হবে।

কাঁথি মহকুমার প্রতিটি খঁটি মৎস্যজীবীর প্রতি আহ্বান - নিজের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত করতে, নিজের অধিকার বুঝে নিতে, নিজের হকের পাওনা আদায় করে নিতে কাঁথি মহকুমা খঁটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সদস্য হোন। আসুন আমরা এমন এক শক্তিশালি মৎস্যজীবী সংগঠন গড়ে তুলি যাতে ওরা আমাদের জমি-জায়গা দখল করার সাহস না পায়, আমাদের হকের পাওনা মেরে দেবার দুঃসাহস না দেখায়।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষে - তমালতরু দাসমহাপাত্র, গৌতম বেরা, দেবব্রত খুঁটিয়া, সর্ব্বেশ্বর খাঁড়া , সাধনা জানা ও জন্মেঞ্জয় দলাই কর্তৃক প্রচারিত।
ফোন ঃ ০৩২২০-২৮৮৫৪০ // মোঃ-৮৯৬৭১৪৪৯৮১

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবীদের প্রতি কয়েকটি কথা

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ভাই ও বোনেরা,

আমরা কাঁথি মহকুমার ৪২টি খটির প্রায় ৭০,০০০ মৎস্যজীবী বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছি। অতীতের অনেক গৌরবোজ্জল লড়াইয়ের সাক্ষী আমরা। ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের জোরে লাগাতার লড়াই-আন্দোলন চালিয়ে অনেক জয় আমরা ছিনিয়ে এনেছি, সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সমীহও আদায় করেছি। একদিকে যেমন রিলিফ কাম সেভিংস স্কিম, মেরিন কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও এন.সি.ডি.সি. ঋণ, বাছুনি ও ভেন্ডরদের সরঞ্জাম, কেরোসিন ও ডিজেলে ভর্তুকি আদায় করা গিয়েছিল, আরেকদিকে তেমন খটির সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিল, পরিকাঠামোর কিছু উন্নয়নও হয়েছিল। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ বাঁচাতে এবং ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের স্বার্থে আমাদের লড়াইয়ের আরেক ঐতিহাসিক নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন। ভারতবর্ষের সমগ্র উপকূলভাগ জুড়ে এন.এফ.এফ-এর নেতৃত্বে মৎস্যজীবীদের লড়াই আজ বিরাট চেহারা নিয়েছে। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরে আজ আমরা এক অভুতপূর্ব সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছি।

ওরা কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতিকে শুধু ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হয়নি, খটি মৎস্যজীবীদের তুলে দিয়েছে এফ.আই.এফ.আই (ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ফিসারিজ ইন্ডাস্ট্রিজ)-এর খপ্পরে। কারা এই এফ.আই.এফ.আই? এফ.আই.এফ.আই হল ট্রলার আর বড় মেকানাইজড বোট মালিকদের সংগঠন। এরা আমাদের প্রতিযোগী শুধু নয় — আমাদের শত্রু। এরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী নয়, শিল্পপতি। মাছ ধরে জীবিকা অর্জন নয়, ব্যবসা করে ব্যাপক মুনাফা করাই এদের উদ্দেশ্য। যন্ত্রচালিত বিশাল বিশাল জাল আর নৌকো দিয়ে এরা নিঃশেষে ঝাঁকের পর ঝাঁক মাছ তুলে নেয়, সমুদ্রের তলা চেঁছে ধ্বংস করে মাছের বাসস্থান। শুধু মৎস্যক্ষেত্র ধ্বংস করাই নয়, সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ আইনের তোয়াক্কা না করে এরা আকছাড় উপকূলের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এসে বেআইনি ভাবে মাছ শিকার করে, আমাদের জাল ছেঁড়ে, নৌকো ভেঙ্গে দেয়। নিজেদের জীবিকা ও মৎস্যক্ষেত্র রক্ষা করতে পরম্পরাগত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদেরকে এদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে হয়। ভারতবর্ষের উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সংগ্রামের ইতিহাস ট্রলার আর বড় মেকানাইজড বোট মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস। এ লড়াই রক্তক্ষয়ী হয়েছে। অনেক মৎস্যজীবী শহীদ হয়েছেন। আর মৎস্যজীবীদের নেতৃত্বের ভেকধারি কুলাঙ্গারের দল ট্রলার মালিকদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে, অকাতরে ভূরিভোজন করে, আমাদের রক্ত, ঘাম আর চোখের জলে তৈরি সংগঠনটাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করল। এরা বিশ্বাসঘাতক।

দুর্নীতি চরমে পৌছেছে। মৎস্যজীবীদের জন্য তৈরি সরকারি প্রকল্পগুলো রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বাইরে আসার আগেই বিক্রি করে দিচ্ছিল নেতা-আমলা-দালাল দুষ্টচক্র। ই. ডব্লিউ.এস. আবাসন প্রকল্পে গরীব মৎস্যজীবীদের জন্য নিখরচায় বাড়ি তৈরি হবে। অথচ মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে কোনও সাধারণ সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হল না। গরীব মৎস্যজীবীরা আবেদন করা দূরের কথা জানতেই পারলো না প্রকল্পটির কথা। তলে তলে হাজার হাজার টাকা নিয়ে দালালচক্র উপভোক্তা তালিকা তৈরি করে সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দিল। চুরি এখানেই থেমে থাকলো না। কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকেও টাকা খাওয়া চলল। নিকৃষ্ট মালমশলায় তৈরি কয়েকটি বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। বাকি বাড়ি কবে তৈরি হবে ঠিক নেই, মন্ত্রীর গদি উল্টেছে। নেতা ও দালাল টাকা খেয়ে কেটে পড়েছে বা উলটো পালটা কথা বলছে।

আরও অভিযোগ অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার সরকারি নীতি ঘোষণা হওয়া মাত্রই এই কুখ্যাত দালালরা কিছু গরীব অস্থায়ী কর্মীর কাছ থেকে কয়েক হাজার করে টাকা খেয়ে নিয়েছে স্থায়ী করে দেবে বলে। শুধু তাই নয়, শোনা যাচ্ছে মৎস্যজীবীদের এইসব স্বঘোষিত নেতারা তাদের আত্মীয় পরিজনের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে। এদের দুষ্কর্মের কোনও সীমা নেই।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সামনে তিনটি বড় বিপদ —

এক. পর্যটনের নামে উপকূলের জমি দখল, বালিয়াড়ি আর গাছ ধ্বংস, মৎস্যজীবীদের উৎখাত। মন্দারমনি-তে এর সবথেকে ভয়াবহ রূপ আমরা দেখেছি। নির্বিচারে বে-আইনি নির্মাণ বেলাভূমি নষ্ট করে ভাঙন ডেকে এনেছে।

দুই. হরিপুরে প্রস্তাবিত পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র — কৃষিজীবী-মৎস্যজীবীদের উৎখাতের বিপদ, আশঙ্কা মাছধরা বন্ধ এবং জল ও পরিবেশের ব্যাপক তেজষ্ক্রিয় দূষণের।

তিন. নন্দীগ্রাম-নয়াচরে প্রস্তাবিত কেমিকাল হাব — কৃষিজীবী-মৎস্যজীবীদের ব্যাপক উৎখাতের আশঙ্কা, আশঙ্কা হুগলি-হলদি মোহনার বিশাল মৎস্যক্ষেত্র ধ্বংসের।

— কি ভূমিকা ছিল বিগত মৎস্যমন্ত্রী এবং তার স্বঘোষিত দালাল-নেতাদের? মন্দারমনি, নন্দীগ্রাম, হরিপুরে এরা প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা, বরং আগ বাড়িয়ে-বলেছে যে এতে মৎস্যজীবীদের কোন ক্ষতি হবে না। প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী তো কেমিকাল হাব তৈরি করার পথ প্রশস্ত করতে নয়াচরের জমি মৎস্য দপ্তরের হেফাজত থেকে শিল্প দপ্তরের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

পরম্পরাগত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবিসংবাদী ও পরম শ্রদ্ধেয় নেতা ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম (এন এফ এফ)-এর সভাপতি প্রয়াত হরেকৃষ্ণ দেবনাথকে ওরা কুৎসিত অপমান করেছে। অকৃতদার, অজাতশত্রু, মৎস্যজীবীদের জন্য আমরণ উৎসর্গীকৃত প্রাণ হরেকৃষ্ণবাবু ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রক্ত বমি করতে করতেও মৎস্যজীবীদের জন্য কাজ করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমাদের জন্য চিন্তা করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। অশেষ

ক্লেশ স্বীকার করে হরেকৃষ্ণদা খেজুরি থেকে দীঘা পর্যন্ত পদযাত্রা করেছেন। মৃত্যুর এক বছর আগে অসুস্থ শরীরে দীর্ঘ দুমাস ধরে গুজরাত থেকে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত উপকূলের প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার জুড়ে মৎস্যজীবী প্রচার অভিযান সংগঠিত করেছেন। গরীব মৎস্যজীবীদের গ্রামে থেকে দিনের পর দিন মিটিং করাই হোক আর রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে মৎস্যজীবীদের স্বার্থে বক্তৃতা করাই হোক — হরেকৃষ্ণদার কোনও তুলনা ছিল না। এই নিঃস্বার্থ নেতার নিরলস পরিশ্রম আজ এন.এফ.এফ-এর নেতৃত্বে সারা ভারতের পরম্পরাগত উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অভূতপূর্ব মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। মৎস্যজীবীদের প্রতিরোধের সামনে ভারত সরকার বার বার পিছু হঠেছে, সি.এম.জেড বিজ্ঞপ্তি বাতিল হয়েছে, নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে মৎস্যজীবীদের সাথে সরকার আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে। যিনি দধীচির মত নিঃশেষে নিজের শরীর ও জীবন দিয়ে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার লড়াই এগিয়ে নিয়ে গেলেন সেই হরেকৃষ্ণ দেবনাথ নাকি নিজের স্বার্থে মৎস্যজীবীদের ভাঙিয়ে খেতেন। তিনি নাকি কোনদিন মৎস্যজীবীদের মর্যাদা দেননি। এই গুরুহন্তারক, নীচ, স্বার্থান্বেষী, দুর্নীতিগ্রস্ত, কৃতঘ্ন লোকগুলোর নরকেও স্থান হবে না। এদেরকে চিহ্নিত করুন, ঘৃণা করুন, ছুঁড়ে ফেলুন।

অতীত থেকে শিক্ষা নিন। সিদ্ধান্ত নিন দুর্নীতিগ্রস্ত দালাল স্বঘোষিত নেতার খপ্পরে পড়ে ঘুষ আর চুরির ফাঁসে আটকে থাকবেন, না মাথা উঁচু করে মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের হকের পাওনা বুঝে নেবেন। অসৎ নেতা আমলার চক্করে ঘুরবেন, না নিজেদের সংগঠনের ওপর দাঁড়িয়ে সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে স্বচ্ছতার সাথে জীবন-জীবিকার দাবি আদায় করবেন। মনে রাখবেন — ইতিহাস বার বার দেখিয়ে দিয়েছে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে সরকারও মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

সামনে বিরাট লড়াই। ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন আনতে চলেছে — আমাদের লড়তে হবে এই আইনে যাতে ট্রলার ও মেকানাইজড বোটের মালিকদের দ্বারা সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ অবাধে লুঠ হওয়া আটকানো যায়, যাতে ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার উপকূলের ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষার জন্য একটা আইন তৈরি করতে চলেছে — আমাদের দেখতে হবে অধিকার রক্ষার নামে যেন মৎস্যজীবীদের ধোঁকা দেওয়া না হয়, যেন আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি স্বীকৃতি পায়। মৎস্যজীবীদের বিস্তর প্রতিবাদের সামনে বার বার সংশোধনের পর অবশেষে 'উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল — ২০১১' বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এর কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের এখনও আপত্তি আছে। তবে সরকার এই প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে চাইছে মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণ। এর জন্য জেলা ভিত্তিক কমিটিতে তিনজন করে মৎস্যজীবী প্রতিনিধি রাখার দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। আমাদের এ অধিকার কাজে লাগাতে হবে, আরো প্রসারিত করতে হবে।

এছাড়া রয়েছে অন্যান্য দাবি দাওয়া। মৎস্য খটিগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য মৎস্য দপ্তরের বাজেটে এবছর প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে কিন্তু মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি নেই। জাল, নৌকোর ভর্তুকি বাবদ ১০ লাখ টাকা ধরা আছে কিন্তু উপভোক্তা নির্বাচনের সুষ্ঠু পদ্ধতি পদক্ষেপ নেই। সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের গ্রামগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে কিন্তু এক্ষেত্রেও মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি কোনও পরিকল্পনা নেই। এছাড়াও মৎস্যজীবী মহিলাদের জন্য নানারকম মৎস্যপণ্য উৎপাদন বাবদ রয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। মাছ ধরা পরবর্তী কাজের (বাছা, শুকোন, বিক্রি ইত্যাদির) পরিকাঠামোতে ভর্তুকি বাবদ আছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। জানেন কি বৃদ্ধ ও অশক্ত মৎস্যজীবীদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে। এ বছর এই খাতে বরাদ্দ প্রায় ৯ কোটি টাকা। মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন। গতবছর এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই নাকি সরকারী হিসেবে ৪০০ মৎস্যজীবীকে পেনশন দেওয়া হয়েছে, এ বছর দেওয়া হবে ৪২৫ জনকে। আপনার পরিচিত ক'জন মৎস্যজীবী এই সুবিধা পাচ্ছেন? টাকাটা যাচ্ছে কোথায়? অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ সরকারি নির্দেশনামা সত্ত্বেও আজও হয়ে ওঠেনি। সরকার স্বীকৃত কেরোসিনের ভর্তুকি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। রিলিফ কাম সেভিংস স্কিমে সরকারি অনুদান এবং কোটা বাড়ানো জরুরী। জরুরী মৎস্যজীবীদের জন্য জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা চালু করা, সহজ শর্তে ঋণের বন্দোবস্ত, আবাসনের ব্যবস্থা। ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর প্রকল্পগুলি কাজে লাগানো দরকার। এ ব্যাপারে বোর্ড-এর সদস্য এন.এফ.এফ.-এর সভাপতি মাঠানি সালধানার বিশেষ সাহায্যও আমরা পেতে পারি। এছাড়া পরিবেশ ধ্বংসকারি কোটি টাকার পর্যটন শিল্পের পালটা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব ছোট ছোট পর্যটন শিবির গড়ে তোলাও প্রয়োজন।

তাই বন্ধু নষ্ট করার মতো সময় নেই। দালাল, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর তোলাবাজদের ছুঁড়ে ফেলে সারা ভারতের ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের জাতীয় মহাসংঘ ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কার্স ফোরামের নেতৃত্বে নিজেদের প্রিয় সংগঠন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতিকে নতুন করে গড়ে তুলুন ও শক্তিশালী করুন। এ লড়াই মৎস্যজীবীদের মর্যাদার লড়াই, হকের পাওনা আদায়ের লড়াই, পরিবার পরিজনকে নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার লড়াই। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।

- **মৎস্যজীবী আন্দোলন থেকে দুর্নীতিবাজ দালালরা দূর হটো**
- **সমুদ্রগামী ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবী, বাছুনি, শুকোনি, ভেন্ডর সহ সমস্ত মৎস্যকর্মীর ঐক্য গড়ে তোল**
- **কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি দীর্ঘজীবী হোক**
- **ন্যাশনাল ফিশওয়ার্কার্স ফোরামের নেতৃত্বে সারা ভারতের মৎস্যজীবী আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক**
- **জল বাঁচাও, তট বাঁচাও, উপকূলের লোক বাঁচাও**

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ
প্রদীপ চ্যাটার্জী
সেক্রেটারি
ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কার্স ফোরাম (এন.এফ.এফ)

এন.এফ.এফ-এর পক্ষে প্রদীপ চ্যাটার্জী (মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩২৭৭৩) কর্তৃক ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা-১৫ হইতে প্রচারিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা · বুধবার ২৭ এপ্রিল ২০২২

আবাস যোজনায় মৎস্যজীবীদের অনুদান

জট কাটিয়ে উপকূলে বাড়ি-অনুমতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

মন্দারমণি

মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। শেষ সম্বল বলেত যা ছিল, বছর দুয়েক আগে কেড়ে নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমপান। তারপর গত বছর ইয়াসে একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল সাগর পাড়ে বসবাসকারী গরিব মৎস্যজীবীদের বাসস্থান। তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও সিআরজেড আইনের গেরোয় মন্দারমণি সংলগ্ন কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি মৌজায় আটকে ছিল সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া। প্রায় এক দশক বাদে আইনি জট কাটিয়ে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত আবাস যোজনা প্রকল্পে ওই এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য গরিব মৎস্যজীবীদের আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে ৩৬৭ জনকে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর তৈরির জন্য রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। ইতিপূর্বে ওই সব প্রাপকদের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০১৪ সাল থেকে মন্দারমণি সংলগ্ন কালিন্দী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মন্দারমণি, সিলামপুর, সোনামুই, দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর এবং দাদনপাত্রবাড় মৌজায় সবরকম নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। সিআরজেড (কোস্টাল রেগুলেটরি জোন অ্যাক্ট) আইন জারি থাকায় মৎস্যজীবীদের বাড়ি তৈরির অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়াও বন্ধ ছিল। ফলে সমস্যা হচ্ছিল গরিব মৎস্যজীবীদের। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল বলেন, "তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ব্লক প্রশাসন মারফত বিষয়টি আমরা জানতে পারি। সেখানে সিআরজেড আইনের কারণে মৎস্যজীবীদের বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে না।" এরপরে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি আন্দোলনে নামে।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র বলেন, "গরিব মৎস্যজীবীদের ভাঙাচোরা বাড়ির দুর্দশা ঘোচানোর দাবি জানিয়ে আমরা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে চিঠি লিখেছি। তার ফলেই শুধুমাত্র গরিব মৎস্যজীবীদের জন্য আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর তৈরির অনুমোদন দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে ওই মৌজাগুলিতে অন্যান্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা কী হবে তা আমরা জানি না।"

এদিকে অনুদান পেয়েও বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শুরু করতে পারেননি বহু মৎস্যজীবী। স্থানীয় বাসিন্দা তরুলতা প্রধান, শ্রীকান্ত দাস বলেন, "বাড়ি তৈরির জন্য দীর্ঘদিন বাদে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছি। তবে প্রস্তাবিত মেরিন ড্রাইভের রোডম্যাপ নিশ্চিত ভাবে জানতে পারছি না। তাই এখনই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে পারিনি।" এ ব্যাপারে কালিন্দী পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন কুমার দাস বলেন, "জেলাশাসকের নির্দেশমত ৩৬৭ জনকে বাড়ি তৈরির আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। আপাতত তাঁদের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কোনও বিধি-নিষেধ থাকছে না।"

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজী বলেন, "স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা জানতে পেরেছি গরিব মৎস্যজীবীরা সমুদ্র উপকূল থেকে অনেকটা দূরে বাড়ি তৈরি করছেন। তাই তাঁদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।" সরকারি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি হলেও সিআরজেড আইন জারি থাকায় সেখানে হোটেল কিংবা অন্যান্য নির্মাণ নিয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।

প্রাত্যহিক খবর কলকাতা শিলিগুড়ি শনিবার ২৬ মার্চ ২০১১

যে সরকারই আসুক না কেন, মৎস্যজীবীদের দাবি পূরণ হোক

মহাশ্বেতা দেবী

আমি সাধারণত যে কাগজে লিখে থাকি, সেখানে অনেকদিন আগেই লিখেছিলাম, এই রাজ্যে দু'টি গণসংগঠন গড়ে উঠেছে। যা আস্থা রাখার মতো। কেননা তারা সঠিকভাবে মেহনতি মানুষদের নিয়ে সঠিক কাজ করে।

তার (১) নম্বর হল, বীরভূম মহম্মদবাজার অঞ্চলের পাথরখাদান শ্রমিকদের সংগঠন। অন্যটি হল (২) দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। শেষোক্ত সংগঠনটির সচিত্র সংবাদ ২২-০৩-২০১১-তে বেরিয়েছে। দু'টি সংগঠন বিষয়েই আমি যা জেনেছি, তা বলতে চাই।

পাথরখাদান শ্রমিক সংঘ জানিয়েছিল, আসন্ন নির্বাচনে শ্রমিকদের বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়নি। স্বপন ঘোষ যাঁকে নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি খাদান মালিকদের লোক। আর খাদান শ্রমিকদের আন্দোলন তো খাদান মালিকদের নিরন্তর শ্রমিক শোষণেরই বিরুদ্ধে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সত্যিই এক মহান সংগঠন। এই ফোরাম 'ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরামের' অন্তর্গত। মৎস্যজীবীদের এই অসামান্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন কিংবদন্তী পুরুষ হরেকৃষ্ণ দেবনাথ (১৯৪৯-২০০৯)। আজ পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীর সংখ্যা দুই লক্ষেরও বেশি।

এই মৎস্যজীবীদের দাবিদাওয়াগুলি আমি দেবাশিস শ্যামলের সাহায্যে লিখে দিচ্ছি।

১) জম্বুদ্বীপের মৎস্যজীবীদের জম্বুদ্বীপেই থাকবার ও মাছধরা ও শুটকি করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। জম্বুদ্বীপের দশ হাজার মৎস্যজীবী ও মাছ ধরা, শুটকি করা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত দশ হাজার মানুষকে বাসস্থান-রুটি ও রুজির ব্যবস্থা না করেই উৎখাত করা হল কেন?

২) সুন্দরবনের টাইগার রিজার্ভ বেআইনি। ওখানে যে মৎস্যজীবীরা খাঁড়িতে মাছ ধরেন, তাঁদের বনাধিকার আইন অনুসারে খাঁড়িতে মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে। এঁদের সংগঠনের জিজ্ঞাসা, সেখানে বনাধিকার আইন আছে। সেই জায়গাতেই টাইগার-রিজার্ভ আইন প্রয়োগ বেআইনি।

৩) প্রস্তাবিত হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নয়াচরে কেমিকেল হাব প্রকল্প দুটোই বাতিল করতে হবে এবং তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাতে হবে।

৪) চিরাচরিত এবং পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন চাই। উন্নয়ন চাই তাদের বাসস্থানের, স্যানিটেশন ব্যবস্থার—যথা স্যানিটারি পায়খানা যা দূষণমুক্ত। চাই খাটি কিছু খটি পিছু কমিউনিটি হল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যেসব জায়গায় দরকার, সেখানে বেবি-ক্রেশ খুবই দরকার। বিশেষ করে মাছ বাছুনি ও বেচুনি মহিলাদের জন্য।

৫) সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের, (চিরাচরিত পরম্পরাগত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কথা বলতে চাইছি) তাদের 'অসংগঠিত শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য যেসব প্রকল্প আছে, সেগুলি বাস্তবায়িত করা হোক।

৬) উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডারদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার।

৭) অন্যান্য রাজ্যে যথা কেরল, তামিলনাড়ুতে উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডাররা 'সঞ্চয় ত্রাণ প্রকল্প' আওতায় এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের জন্য ওই প্রকল্প নেই কেন? অবিলম্বে এঁদের প্রকল্প আওতায় আনা হোক।

৮) উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডারদের জন্য চাই, মাছ বহনকারী সাইকেল, মাছ রাখবার বরফ-বাক্স।

৯) উপকূলীয় এলাকায় পর্যটন শিল্প, কলকারখানা নির্মাণ, এগুলি ক্রমেই ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। ফলে উপকূল এলাকায় বসবাসকারী মানুষ এবং মৎস্যজীবী। এঁদের জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে, অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। তটের সমুদ্র এবং সমুদ্রজীবী মানুষদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে।

১০) অতি নিবিড় বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ চলছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। এর ফলে ধ্বংস হচ্ছে নিকটবর্তী কৃষি জমি (যেমন ধান জমি), বিপন্ন হচ্ছে জীব-বৈচিত্র্য। এদিকে নজর রাখা তীব্র জরুরি।

১১) সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং কার্যক্ষম করা তীব্র জরুরি। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সমবায়গুলিকে লুটেপুটে খেয়েছে। এবিষয়ে তদন্ত করে তাদের শাস্তিপ্রদান তীব্র জরুরি। আমরা কয়েকটি দাবি উল্লেখ করেছি। নির্বাচনের পর যে সরকার আসবেন, তাঁরা এই দাবিগুলিকে বাস্তবায়িত করুন। এটাই মৎস্যজীবী সংগঠনের বাসনা।

গত ২০-০৩-২০১১ ক্লাব নাইটিংগেল ও হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলনের যৌথ উদ্যোগে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল হয়েছে জাপানের যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সহানুভূতি জানাতে। এঁরাও মৌনমিছিলে ব্যানার তুলে জানিয়েছেন, 'আর ফুকুশিমা নয়'। উদ্যোগী যুবক সৌগত মাল, মানস গিরি, বিশ্বজিৎ দাস, উত্তম, সুনীল মোহতা এঁদের বলব। সর্বদাই এমন প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী আন্দোলন করো। সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও থাকো। আমরা অতীত। তোমরাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

সর্বশেষে জানাই, পাথরখাদান শ্রমিকরা এসেছেন। তারা জানালেন, ২৩-০৪-২০১০-এ স্বপন ঘোষের নামে তাঁরা এফআইআর করেছেন সিউড়িতে। তিনি শ্রমিক স্বার্থ দেখার মানুষ নন।

DAINIK CHETANA●43ndYear●Issue132●TUESDAY● 31 August2021●

ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫ জন মৎস্যজীবীকে জাল ও দড়ি দিল মৎস্যজীবী ফোরাম

৩০ আগষ্ট ঃ ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের জাল ও দড়ি দিল পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম ও কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন। সোমবার জন্মাষ্টমীর পবিত্রদিনে হয় এই বিতরণ কর্মসূচী। মোট ৪৫ জন মৎস্যজীবীকে জাল ও দড়ি দেওয়া হ'ল। কাঁথিম হকুমার ৫টি ব্লক এবং সুতাহাটা, নন্দকুমার, নন্দীগ্রাম -১, নন্দীগ্রাম -২ ও পটাশপুর -১ ব্লক থেকে সমীক্ষার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের বাছাই করা হয়। ইয়াসে যাঁদের নৌকা ও জাল দুটোই গেছে! ৫ জনকে বেহুন্দি, একজনকে বেড এবং বাকীদের ইলিশ ও বিঁধা জাল দেওয়া হয়। সব জালের ফাঁসই ৯০ মিলি মিটারের বেশী ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা হয় নি। দিশার উদ্যোগে এবং এড ইন্ডিয়ার সহায়তায় হয় এই কর্মস সূচী। উপস্থিত ছিলেন, কাঁথির সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক), সুব্রজিৎ বাগ, জেলা মীনাধিকারিক দেবদত্ত সর্দার, ভেন্ডর সংগঠনের সুজয় জানা, মৎস্যজীবী ফোরামের সাধাবণ সম্পাদক শ্রীকান্ত দাস, কাঁথ মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া প্রমুখ। মৎস্যজীবীদের সহায়তায় মৎস্যজীবী সংগঠনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা জানান সরকারী আধিকারিকরা। মৎসযজীবী সংগঠনের নেতারা জানান, ইয়াসের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ টি ব্লকের দেড় হাজার মৎস্যজীবীকে খাবার, ত্রিপল সহ বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে তাঁরা প্রচারে বিশ্বাসী নন. কাজে বিশ্বাসী। তাই প্রচারের ঢাক পেটান নি।

উন্নয়ন ও একটি রাস্তার কাহিনি

সুপ্রতিম কর্মকার

"যা দেখার দেখে নেন, আর কিছু দিন পরে দেখতে পাবেন না।" কথাগুলো বললেন ভুটভুটি মালিক শ্রীকান্ত দাস। তাঁর অধীনে সাত জন 'জেলুয়া' বা জেলে মোটর বোট করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান, মন্দারমণির সমুদ্রতটের দাদনপাত্রবাড় খরপাই মৎস্যজীবী খটি থেকে। 'খটি' হল সমুদ্রতটে নির্দিষ্ট একটি জায়গায়, যেখানে ধরে-আনা মাছ শুকানো হয়। প্রবীণ শ্রীকান্তবাবুর আক্ষেপ, এই অঞ্চলের 'খটি'গুলো বিপন্ন। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অন্তত পাঁচ হাজার ছোট মৎস্যজীবী জীবিকা হারানোর মুখে। কাজেই মৎস্যপ্রিয় বাঙালির পাতের পমফ্রেট, রুলি, পাটিয়া, ভোলা, চিংড়ি আরও মহার্ঘ হবে। তার কারণ, দিঘা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত চার লেনের 'মেরিন ড্রাইভ' তৈরি হচ্ছে। শ্রীকান্তবাবুর খটি, যা ৮০ বছরের বেশি সময় ধরে মৎস্যজীবীদের জীবিকা জুগিয়েছে, তার অস্তিত্ব আর থাকবে না।

খটির ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা অগভীর সমুদ্রে জাল পাতেন। বালির তটভূমির উপর বিছিয়ে দিয়ে, কিংবা বাঁশের পালা বানিয়ে সেই মাছ শুকনো হয় বিক্রির জন্য। সমুদ্রের মতো, তার তটভূমিও মৎস্যজীবীদের কর্মক্ষেত্র। তাকে বাঁচাতে আন্দোলন করছেন মৎস্যজীবীরা। ১৯৮৯ সালে মৎস্যজীবীদের একটা 'লং মার্চ' হয়, একটা যাত্রা মহারাষ্ট্র থেকে বেরোয়, আর অন্যটা বেরোয় সুন্দরবন থেকে। এই দুই যাত্রা শেষ হয় কন্যাকুমারীতে। ভিড় সামলাতে পুলিশ গুলি চালায় নিরস্ত্র মৎস্যজীবীদের উপর, ২১ জন আহত হন। সরকার নড়েচড়ে বসে। পরিবেশ সুরক্ষা আইনের অধীনে নির্দেশনামা জারি করে, উপকূলের সর্বোচ্চ জোয়ারের জলসীমা থেকে ৫০০ মিটার তটভূমিকে নিয়ন্ত্রিত এলাকা, বা 'সিআরজ়েড' এলাকাভুক্ত বলে ধরা হয়। এখানে নির্মাণ-সহ বেশ কিছু কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, আর কিছু কাজ অনুমতিসাপেক্ষে করা যেতে পারে। তৈরি হয় 'কোস্টাল জ়োন এরিয়া ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান'।

তার পর? তার পর কি আরও সুরক্ষিত হল ভারতের উপকূলের বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ?

ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান পাশ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত পঁচিশটি সংশোধনী পাশ হয়েছে। উপকূলে নির্মাণ-সম্পর্কিত বাধানিষেধগুলিকে শিথিল করা হয়েছে। বার বার উপকূল জুড়ে প্রতিবাদ করেন মৎস্যজীবীরা। ২০১১ সালে উপকূল এলাকা সম্পর্কে নতুন নির্দেশ জারি করা হয়, যা সব দিক থেকে ১৯৯১ সালের নির্দেশের চাইতে অনেক দুর্বল ছিল। এই নির্দেশিকাতে উপকূলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সিআরজ়েড, বিমান বন্দর, বৃহৎ আবাসন প্রকল্প ও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পকে ছাড় দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে যে নতুন নির্দেশ জারি হয়েছে, তা উপকূলকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে পর্যটন, খনিজ তেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেসরকারি সমুদ্রবন্দর-সহ নানা কাজের জন্য। কাজেই আরও বিপন্নতা বাড়ছে সমুদ্র-নির্ভর ছোট মৎস্যজীবীদের। সরকারি বিধি থাকলেও তা মানা হয় না, তার প্রমাণ তো মন্দারমণিতেই মেলে। যে জায়গা ছিল পরম্পরাগত ভাবে মৎস্যজীবীদের, পর্যটন শিল্পের জন্য তাঁরা আজ ক্রমেই সঙ্কুচিত। এখন আইনই বৃহৎ নির্মাণের দরজা খুলে দিয়েছে। চার লেনের 'মেরিন ড্রাইভ' তৈরি হলে খটি বন্ধ হবে। রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে দিঘা-শঙ্করপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির তত্ত্বাবধানে। দিঘা থেকে শঙ্করপুর মেরিন ড্রাইভ রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে সমুদ্রতটের একেবারে গা ঘেঁষে। শোনা যাচ্ছে, পরবর্তী কালে রাস্তাটি বর্ধিত করে হলদিয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। তাজপুরের কাছে সমুদ্র থেকে ওই রাস্তার দূরত্ব ১৫ থেকে ২০ মিটারের বেশি নয়। দিঘা থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত আগে একটা সরু রাস্তা ছিল। ইয়াস সাইক্লোনের সময় সমুদ্রের জলের ধাক্কাতে সেই পুরনো রাস্তা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। নতুন মেরিন ড্রাইভ সমুদ্রের গা ঘেঁষে হচ্ছে। সমুদ্রতটে যে লাল কাঁকড়া এবং অন্যান্য জীব থাকে, তাদের বাসস্থান বিঘ্নিত হবে। গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া ও শব্দে দূষণ বাড়বে। দাদনপাত্রবাড় খটির মৎস্যজীবীরা ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ 'মেরিন ড্রাইভ'-এর কাজ বন্ধ করার জন্য সরকারি নানা দফতরে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। এখনও অবধি কাজ হয়নি।

এই চার লেনের রাস্তা নির্মাণ, যা তাঁদের জীবিকা বিপন্ন করছে, তা কী করে অনুমোদন করল সরকার? জানা গিয়েছে রাস্তাটি সিআরজ়েড এলাকার ভিতরেই। দিঘা-শঙ্করপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাস্তার কাজে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, তার কোনও বিশদ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে কি? ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে চিঠির উত্তরে দিঘা-শঙ্করপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটি জানিয়েছে, এই কাজের কোনও ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রককে প্রশ্ন করা হয়, এই রাস্তা তৈরির জন্য তাদের থেকে কি কোনও ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে? এ বছর ১২ জানুয়ারি উত্তর মিলেছে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই।

অর্থাৎ রাষ্ট্র যাকে বলছে 'উন্নয়ন', তার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় নেই। সুস্থায়ী উন্নয়নের খোঁজ মেলে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায়। সরকারি নীতিতে, কার্যকলাপে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।